নূরুল মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

মূল ঃ আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রহঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নুরুল মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

আ'লা হযরত মোজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত

ইমাম শাহ আহমদ রজা খাঁ বেরেলভী (রহ.)

Click Below

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

অধ্যাপক- হাদিস বিভাগ, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল (এম. এ) মাদ্‌রাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

খতিব, সি. ডি. এ. আ/এ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ১নং রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

ফোন ঃ ০৩১-৭১৩৪১৭, ০১৫৫৪-৩১৬০৪৩

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

প্রথম প্রকাশনা সহযোগিতায় ঃ

আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুছলেমীন বাংলাদেশ

মদিনা মনোয়ারা শাখা

প্রকাশনায়

ছিরাতুল মুস্তাকিম প্রকাশনী

৩০৪৩ অলি ভবন (দ্বিতীয় তলা), এক্সেস রোড, হাজীপাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০৩১-২৫১৩৭৮৫, ০১৬৭৮-১৪৭৯৮৫,

ফ্যাক্স : ০৩১-২৫১৫০২১, ই-মেইল : almabrurhaijkafela@gmail.com

www.sahihaqeedah.com

Nurul Maustafa (s:)

Written by: A'la Hazrat Imam Shah Ahmed Reza Khan Barelovi (Rh.) ○ *Translated by : Moulana Muhammad Zainul Abedin Jubair, Proffecer- Hadith department, Chittagong Nesaria Kamil (M.A.) Madrasha* ○ *Assistance in Publication : Anjuman- e-Khoddamul Muslemin, Mosaffah Abu Dhabi Branch.* ○ *Publication : 1431 Hizri. July 2010 A. D.* ○ *Published by: Siratul Mustakim Prokashany, 3043, Oli Bhaban (2nd Floor), Agrabad Excess Road, Hajipara, Chittagong. Phone : 031-2513785*

PDF by Masum Billah Sunny

▲ মূল	আ'লা হযরত মোজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত ইমাম শাহ আহমদ রজা খান বেরেলভী (রহ.)
▲ অনুবাদক	মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর
▲ প্রকাশকাল	১ম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৪ ইংরেজী ২য় প্রকাশ জুন ২০০৫ ইংজেরী ৩য় প্রকাশ জুলাই ২০০৬ ইংরেজী ৪র্থ প্রকাশ ২০০৭ ইংরেজী ৫ম প্রকাশ ২০০৯ ইংরেজী ৬ষ্ঠ প্রকাশ ২০১০ ইংরেজী
▲ সার্বিক সহযোগিতায়	হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নূর হোছাইন মাওলানা রিয়াজ মাহমুদ মাওলানা আবদুল্লাহ আল মামুন
▲ সহযোগিতায়	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আক্কাস উদ্দীন খোন্দকার এডভোকেট শাহীদুল আলম রিজভী মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আনোয়ারী কাশেম শাহ এম মাসুদ করিম চৌধুরী
▲ প্রচ্ছদ	এস. এম. রাশেদ
▲ মুদ্রণে	জিলান গ্রাফিকস ৪৫৮, আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩৭৭৮৫
▲ পরিবেশনায়	মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪
▲ শুভেচ্ছা বিনিময়	১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ○ US $ 5.00
▲ প্রকাশনায়	ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী ৩০৪৩ অলি ভবন (দ্বিতীয় তলা), এক্সেস রোড, হাজীপাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-২৫১৩৭৮৫, ফ্যাক্স : ০৩১-২৫১৫০২১, ই-মেইল : siratulmustaqump@gmail.com

উৎসর্গ :

চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, কলম সম্রাট আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান ফাজেলে বেরেলভি (রাঃ) এর পাক চরণে।

নুরুল মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমাদের কথা

আনজুমান-এ খোদ্দামুল মোছলেমিন মদিনা মনোয়ারা শাখার পক্ষ থেকে বাংলা ভাষা ভাষী সুন্নি মুসলমান ভাই বোনদের খেদমতে নুরুল মোস্তফা নামক কিতাব খানা পেশ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীন এর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং মদিনা ওয়ালা নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে অসংখ্য সালাত ও সালাম পেশ করছি। চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মোজাদ্দীদ ইমাম আহমদ রযা খান বেরলভী (রহঃ) এর সমাজ সংস্কার কর্ম , লিখনী এবং বক্তব্যের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর অসি চালনা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর প্রদত্ত দর্শন বস্তুতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন। তার দর্শনে ইসলাম তথা সুন্নিয়তের সঠিক রূপরেখা ফুঠে উঠেছে নিখুত ভাবে। এ জন্যেই প্রয়োজন তার গ্রন্থাবলী সঠিক অনুবাদের মাধ্যমে সর্ব সাধারনের কাছে পৌছে দেয়া। কারণ মুসলাকে আ'লা হযরত এখনো এদেশের জনগণের নিকঠ পুরো পূরি পরিচিত নয়। এতদোদ্দেশ্যেই আঞ্জুমান -এ খোদ্দামুল মোছলেমীন মদিনা মনোয়ারা শাখার পক্ষ থেকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রজা খান (রহঃ) এর গ্রন্থাবলী বাংলায় অনুবাদ করার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে আমাদের শুরু করেছি 'নুরুল মোস্তফা' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে। আশা করি এই কিতাব খানা সর্ব সাধারণের অন্তরে ইমানী খোরাক যোগাবে। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন যথাক্রমে সর্বজনাব, মাওলানা শফিউর রহমান, এস, এম, আবুল কাসেম চৌধুরী, আলহাজ্ব আবুল খায়ের, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, এস, এম, রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ অলি উল্লাহ জেহাদী, এস, এম, জাহাঙ্গীর আলম আনছারী, নাইমুদ্দীন শাহেদ খোন্দকার, মুহাম্মদ আজগর, মামুনুর রশিদ মামুন, মুহাম্মদ মোর্শেদুল আলম, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, মুহাম্মদ টিপু, মুহাম্মদ সাইদ উদ্দীন, মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ আবু বক্কর, মুহাম্মদ আলী শাহ, মুহাম্মদ ছালামত উল্লাহ, হাফেজ মুহাম্মদ আবু তাহের, হাফেজ আবদুর রহিম, মুহাম্মদ শাহ আলম, মুহাম্মদ জসিম, হাফেজ মোজাম্মেল হক, আবু মাহমুদ, মুহাম্মদ আমির খসরুসহ সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং সকলের নেক মাকছুদ যেন আল্লাহ পাক পূরণ করেন, এই কামনা করি রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের পাক দরবারে। আমিন।

সালামান্তে-

এ. এম, ইলিয়াছ উদ্দীন তৈয়বী
সভাপতি

মাওলানা মুহাম্মদ করিম উদ্দীন নুরী
সাধারণ সম্পাদক

আঞ্জুমান-এ খোদ্দামুল মোছলেমীন

মদিনা মনোয়ারা শাখা

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের বারেগাহে অসংখ্য শুকরিয়া যিনি নুরুল "মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা" শীর্ষক কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের খিদমত আমাদের নসীব করেছেন। অসংখ্য অগণিত দুরূদ ও সালাম সেই মহান জ্যাতে পাকের নূরানী কদম মুবারকে, যাঁর প্রতি মুহাব্বত প্রকাশার্থে মহান সৃষ্টিকর্তা সারা মাখলুকাতকে উপঢৌকন স্বরূপ অর্পন করেছেন। যাঁরই অনুপম আদর্শ বিস্তারে "ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী'র" উদয় জন্মলগ্ন হতেই এই সংস্থা দ্বীনি, মায্‌হাব ও আক্বীদা ভিত্তিক কিতাব ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনা জগতে সুন্নীয়তের দর্শনভিত্তিক প্রকাশনার বিস্তৃতি বৃদ্ধিতে তৎপর রয়েছে। মানবতার মহান মুক্তি দাতা হযরত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে প্রকৃত রূপ ও ভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে ইসলামের সরল সঠিক পথ ছিরাতুল মুস্তাকীম জানার ক্ষেত্রে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত (রাঃ) দিকহারা মুসলিম মিল্লাতকে সত্য পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে দেড় সহস্রাধিক পুস্তক রচনা করে জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর হওয়ার বিষয়ে তাঁর এমনই একটি রচনা "নুরুল মোস্তফা" যা কথাশৈলী, ভাব-ভঙ্গি, বাক্যালংকারে অদ্বিতীয়। অত্র মূল গ্রন্থের যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এর অনুবাদ প্রকাশে আঞ্জুমান-এ খোদ্দামুল মুসলেমীন- মদিনা মনোয়ারা শাখা এগিয়ে এসেছে। মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন একবিংশ শতাব্দীর সুন্নী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার, প্রখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও গবেষক হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী ইতোপূর্বে তাঁর বেশ কিছু অনুবাদ ও রচনা প্রকাশের দায়িত্ব পালনে ধন্য হয়েছে। আল্লামা জুবাইর সাহেবের রচনাসমূহের এমনিতেই বহুল প্রসারতা ও পাঠকপ্রিয়তা রয়েছে। তদুপরি ভাব ও ভাষার সরল ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি অত্র অনুবাদকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আলা হযরত (রাঃ) এর রচনাবলীর বোদ্ধা পাঠক মাত্রই জানেন, তাঁর রচনা সমূহের ভাষা শৈলী সাহিত্যমান অতিক্রান্ত ও জটিল শব্দ গঠনের প্রেক্ষিতে সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। কিন্তু অনুবাদক্ষেত্রে আল্লামা জুবাইর সাহেব ভাব ও ভাষার দুই দুরন্ত ঘোড়াকে সমব্যাপী সমানুপাতিক রেখে এমন শব্দ চয়ন ও কথাশৈলী সন্নিবেশ করেছেন, যেন পাঠক পড়ার স্বাভাবিক প্রেরণা ও সহজাত প্রবণতা না হারান। আশা করি অত্র অনুবাদখানা আল্লাহ তাআলার রহমতে ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নজরে করমে এবং আলা হযরতের (রাঃ) ফুয়ুজ বরকতে পাঠকপ্রিয়তা ও গণগ্রহণযোগ্যতার পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। অত্র অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে অতি অল্প সময়ই আমরা পেয়েছি। তবুও আলা হযরতের (রাঃ) এ রচনা নির্ভুল ও সুন্দর ভাবে বাংলাভাষী ভাই বোনদের হাতে তুলে দিতে আমাদের অকৃত্রিম চেষ্টা অব্যাহত ছিল। আমাদের সযত্ন প্রয়াস সত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি পাঠকমহল এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন। এবং আপনাদের সুপরামর্শ পরবর্তীতে আমাদের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নেবে নিঃসন্দেহে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শান মান সম্পর্কে সঠিক দিশা দানে এই গ্রন্থ দিক্‌দর্শন যন্ত্রের ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশনা কার্যে সংশ্লিষ্ট আনজুমান-এ খোদ্দামুল মুসলেমীন মদিনা মনোয়ারা শাখা সহ সকলের শ্রমকে আল্লাহ পাক কবুল করুক এ প্রার্থনাই রইল, আমিন! বেহুলমতে সাইয়্যাদিল মুরসালীন।

সালামান্তে-

মুহাম্মদ আসিক ইউছুফ চৌধুরী
উপ-পরিচালক

এ. এম. মঈন উদ্দিন চৌধুরী হালিম
পরিচালক

ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী
৪৫৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫

অনুবাদকের প্রসঙ্গ কথা

চতুদর্শ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রজা খাঁন বেরলভী (রহঃ) এর রচিত প্রায় দেড় হাজার কিতাবের মধ্যে নুরুল মোস্তফা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অনন্য মৌলিক কিতাব। মহান আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরানী জাতে পাক নিয়ে কিতাব খানি রচিত। এখানে দুটো বিষয় কুরআন হাদীছ এবং আকওয়ালে আয়িম্মার আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে আল্লাহর পিয়ারা নবী হচ্ছেন নূর। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর সত্ত্বা নূর হওয়ার কারনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র দেহের ছায়া ছিল না। এ-দুটো মাছয়ালা আলা হযরত অত্যন্ত যুক্তির সাথে এখানে এমনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত বিষয়ে আর অন্য কোন কিতাবের প্রয়োজন বোধ হবে না। বিশেষতঃ আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরানী সত্ত্বা নিয়ে যখন একটি গোমরাহ শ্রেণী মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত, ঠিক সে মুহূর্তে আলা হযরত (রহঃ) এর রচিত নূরুল মোস্তফা আমাদের দেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের কে সঠিক পথের প্রতি রাহনুমায়ী করবে ভেবে আমি কিতাব খানার বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছি।

নুরুল মোস্তফা কিতাবখানি মুলতঃ সংশ্লিষ্ট মাছয়ালার উপর আলা হযরত শাহ আহমদ রযা খাঁন (রহঃ) এর লিখিত কয়েকটি রিছালার মিলিত রূপ। এগুলোকে একসাথে নুরুল মোস্তফা নামকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে। মানতিক হিকমতে ভরপুর আলা হযরত (রঃ) এর লিখিত কিতাবের অনুবাদ করার মত যোগ্যতা আমার নেই। বরং এই মহান ব্যক্তিত্বের তাত্বিক আলোচনার সামনে নিজেকে বারে বারে অসহায়ই মনে হয়। এরপরও বাঙ্গালী মুসলমানদের ইমানী প্রয়োজনীতার কথা ভেবেই আমি এর বাংলারূপে হাত দিয়েছি। ২০০২ সালে হজ্ব ব্রত পালনে মক্কা ও মদীনা শরীফে অবস্থান কালীন আমি কিতাবটির অনুবাদের কাজে হাতদিই সমাপ্ত করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার করি এবং কবুলিয়াতের জন্য আরজী পেশ করি। এদিকে আঞ্জুমান-এ খোদ্দামুল মুসলেমীন মদীনা মনোয়ারা শাখা কিতাবখানার প্রকাশনায় দায়িত্ব নেয়াতে কিতাবটি প্রকাশনার কাজটি সহজ হয়ে যায়। আমি অত্র সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রবাস জীবনের কামিয়াবী কামনা করছি। ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী এর প্রকাশনা কর্মীদের রাত-দিন পরিশ্রমের কারণে এটি যাথাসময়ে পাঠকগনের হাতে তুলে দিতে পেরেছি কারণে তাদেরও শুকরিয়া আদায় করি। শুভাকাংক্ষীদের যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে কিতাবখানিকে আরও নির্ভুল এবং মার্জিত করবে ইনশাআল্লাহ। সবার দোয়া কামনায়।

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর
অধ্যাপক, হাদিস বিভাগ, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা
খতিব, সি.ডি.এ আ/এ জামে মসজিদ
ফোন - ৭১৩৪১৭, মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৬০৩৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন ঃ এ বিষয়ে ওলামায়ে শরীয়তের কি মতামত যে, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর নূর হতেই সৃষ্টি আর অন্যান্য সকল মাখলুক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর হতে সৃষ্টি। এটি কোন হাদীছ হতে প্রমাণিত এবং সে হাদীছখানা কি ধরণের?

উত্তর ঃ بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور واليه النور وهو النور صل وسلم وبارك على نورك المنير الذى خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى اشعة انواره واله واصحابه و نجومه واقماره اجمعين – امين –

বিশ্ববিখ্যাত ইমাম সাইয়েদুনা ইমাম মালেক (রঃ) এর সাগরেদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এর উস্তাদ এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুছলিম (রঃ) এর দাদা

উসতাদ হাফেজুল হাদীছ হযরত আব্দুর রাজ্জাক আবু বকর বিন হুম্মাম (রঃ) স্বীয় মুছান্নফ কিতাবে সায়্যিদুনা হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেন-

قال قلت يارسول الله بابي انت وامى اخبرنى عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولانار ولا ملك ولاسماء ولا ارض ولاشمس ولا قمر ولاجنى ولا انسى فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثانى الكرسى ومن الثالث باقى الملائكة ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات و من الثانى الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع اربعة اجزاء الحديث بطوله -

অর্থাৎ হযরত জাবের (রাঃ) এরশাদ করেন, আমি আরজ করলাম- ইয়া রাছুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহু ওয়াসাল্লামা! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান, আমাকে বলুন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করলেন -হে জাবের, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কুদরত এবং ইচ্ছায় সে নূর সফর করতে লাগল। এ-সময় লউহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশ্‌তা, আসমান, জমীন, সূর্য্য, চন্দ্র, জ্বিন, ইনছান কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন মাখলুক তৈরী করার ইচ্ছে করলেন, তখন সে নূরকে চার অংশে ভাগ করলেন। প্রথম অংশ নূর দ্বারা কলম, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা লাউহ, তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ তৈরী করলেন। অতঃপর চতুর্থ অংশকে আবার চার অংশে বিভক্ত করলেন। প্রথম

অংশ হতে আরশ বহনকারী ফেরেস্তাগণকে, দ্বিতীয় অংশ হতে কুরছী, তৃতীয় অংশ হতে অন্য সব ফেরেস্তাগণকে সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ অংশকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম অংশ হতে আছমান, দ্বিতীয় অংশ হতে জমিন, তৃতীয় অংশ হতে জান্নাত- জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে ভাগ করলেন। (এভাবে হাদিস শরিফে আরো বিস্তারিত রয়েছে)

এই হাদীছখানা ইমাম বায়হাকী (রঃ) দালায়েলে নবুয়্যৎ কিতাবে হুবহু রেওয়ায়েত করেছেন।তাছাড়া ইমাম কুছতুলানী (রঃ) মাওয়াহেবে লুদুনিয়াহ কিতাবে, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী আফজালুল কুরা কিতাবে, আল্লামা ফারছী (রঃ) মাতালিউল মাছাররাত কিতাবে, আল্লামা জুরকানী (রঃ) শরহে মাওয়াহেবে, আল্লামা ছিয়ারে বকরী (রঃ) খামীছ কিতাবে এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) মাদারেজ কিতাবে এই হাদীছ খানা সনদ গ্রহণ করতঃ এর উপর নির্ভর করেছেন। মোট কথা হাদীছখানা তালাক্কী উম্মত বিল কবুল সর্বজন গৃহীত এর মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার কারণে এটি হাছান এবংগ্রহনযোগ্য আর তালাক্কী উম্মত বিল কবুল (সর্বজন গৃহীত)। এটি এমন এক মর্যাদা যেটি অর্জনের পর হাদীছের ছনদ বর্ণনার আর প্রয়োজন নেই। বরং এমতাবস্থায় সনদ জয়ীফ হলেও কোন অসুবিধে নেই। 'মুনিরিল আইন ফি হুকমি তাকবিলিল এবহামাঈন' কিতাবে আমি তা বর্ণনা করে এসেছি।

আল্লামা মুহাক্কিক আরিফ বিল্লাহ সায়্যিদি আব্দুল গনী নাবলছী (রঃ) 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া' কিতাবের শরাহ্ হাদীকায়ে নদিয়্যাহ কিতাবে এরশাদ করেন-

قد خلق كل شيئ من نوره صلى الله عليه وسلم كما ورد به الحديث الصحيح

অর্থাৎ- সব কিছুই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর হতেই সৃষ্টি। যেমন এ বিষয়ে ছহী হাদীছে বর্ণিত, তিনি এটি উক্ত কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষাটতম অংশে আফাতুল লিছান ফি মাছয়ালাতে জাম্মিত তায়াম বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

মাতালিউল মাছাররাত শরহে দালায়িলুল খায়রাত-

مطالع المسرات فى شرح دلائل الخيرات

এর মধ্যে উল্লেখ আছে-

قد قال الاشعرى انه تعالى نور ليس كالانوار والروح النبوية القدسية لمعة

অর্থাৎ- 'হে জাবের! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর হতে সৃজন করেছেন। ইমাম কুছতুলানী (রঃ) এটি মাওয়াহেব কিতাবে এবং অন্যান্য ওলামাগণকেও বর্ণনা করেছেন-

উক্ত বিষয়ে প্রশ্নে উল্লেখিত আমরের বক্তব্য বাতিল-গোমরাহী বরং অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়ের দিকে ধাবমান। আল্লাহ পাকের জাত হতে কোন অংশ বেরিয়ে তা মাখলুক হবে, এমন হতে আল্লাহ পবিত্র অবস্থা আর জায়েদের বক্তব্যে বিশুদ্ধতার শর্তের মধ্যে ইনকারের আভাস পাওয়া যায়। এটি নিছক মূর্খতা। কেননা এ বিষয়ে ওলামাগণ একমত যে, ফাজায়েলের ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের নির্ধারিত পরিভাষাগত বিশুদ্ধতার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু আল্লামা আরেফ বিল্লাহ আব্দুল গণি নাবলিছি (রঃ)ও এই হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও পূর্বেকার এবং বর্তমান কিতাবসমূহে এবং ওলামা, আউলিয়া ও ইমামগণের কথা বার্তায় এটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বজন গ্রহনযোগ্য হওয়ার বিষয়টি হাদিছখানার বিশুদ্ধতার দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

فان الحديث يتقوى بتلقى الائمة بالقبول كما اشار اليه الامام الترمذى فى جامعه وصرح به علماؤنا فى الاصول -

অর্থাৎ আয়িম্মায়ে ওলামার গ্রহণযোগ্যতার কারণে হাদীছের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। যেমন ইমাম তিরমিজী তাঁর জামে কিতাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেনতা ছাড়া ওলামাগণ উছুলের কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হ্যাঁ এটিকে মুতাশাবিহাত বলাও হাদীছখানার বিশুদ্ধতাই প্রমান করে। বস্তুতঃ আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আল্লাহর নূর হতে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলা বা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কেউই আমাদেরকে বাতলে দেননি। যা অবগত করানো ছাড়া এ-বিষয়ে পূর্ণ হাকিকত জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এটিই হচ্ছে হাদিছখানার মূতাশাবিহাত হওয়ার অর্থ।

আর বকরের বক্তব্য আমরের গোমরাহী খন্ডন করার জন্য যথেষ্ট। কেননা একটি প্রদীপের অংশ বিচ্ছিন্ন করা ছাড়াই সে প্রদীপ হতে আরেকটি প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব। এক্ষেত্রে সূর্য্য এবং এর আলোকরশ্মির উদাহরণ আরও সুন্দর। কেননা সূর্য্যের রশ্মি যেটিকে আলোকিত করেছে, তা আলোকিত হয়েছে। অথচ সূর্য হতে

من نوره والملائكة شرر تلك الانوار وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اول ماخلق الله نورى ومن نورى خلق كل شيئ وغيره فما فى معناه -

অর্থাৎ ইমামে আহ্‌লে ছুন্নাত সাইয়েদুনা আবুল হাছান আশয়ারী (রঃ) এরশাদ করেন- আল্লাহ তাআলা নূর কিন্তু অন্যান্য নূরের মত নন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রুহে পাক এ নূরেরই উষ্ণতা। আর ফেরেস্তাগণ এই নূরেরই একটি ফুল। এ পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা আমার নূর পয়দা করেছেন। আর আমার নূর হতেই আর সবকিছু পয়দা করেছেন। এ-মর্মে আরও অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে।

মাছয়ালা-২

প্রশ্নকারী ঃ মৌলভী আলতাফুর রহমান, জিলা- মুরাদাবাদ, টানভা হতে। ১৪ সাবান ১৩১৩ হিজরী

প্রশ্ন ঃ এ বিষয়ে ওলামায়ে শরীয়তের কি মতামত যে, অনেক মওলুদ শরীফ সম্পর্কিত কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নূরে মুহাম্মদী নূরে খোদা হতে সৃষ্টি। এ-বিষয়ে জায়েদ (রুপক নাম) বলছেন, এ-জাতীয় বর্ণনাকে বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তে মেনে এগুলোকে মুতাশাবাহ্ (অস্পষ্ট) এর অন্তর্ভূক্ত বলতে হবে। আমর বলছেন- এটি জাত বা সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন। বকর বলছেন, এটি একটি প্রদীপ হতে আরেকটি প্রদীপ জ্বালাবার মতই। আর খালেদ বলছেন, মুতাশাবিহাত বিষয়ের মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। অন্য মতগুলোকেও মন্দ জানিনা, এ-বিষয়ে বিতর্ক অর্থহীন । পরিস্কার বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ

মুহাদ্দিছ আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) স্বীয় কিতাব 'মুছান্নফ' এর মধ্যে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন-

يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره

কোন কিছুই পৃথক হয়নি। কিন্তু সত্য বিষয় হচ্ছে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরকে বুঝানোর জন্য কোন উদাহরণই যথেষ্ট নয়। উদাহরণের এখানে কোন সুযোগ নেই। যেই উদাহরণই দেয়া হউক না কেন, হাজারো কারণে তা অপূর্ণ থাকবে। এখানে নিঃসন্দেহে খালেদের মতই গ্রহণযোগ্য। আর এটিই পূর্ববর্তী ইমামগণেরও মাজহাব। আল্লাহই আসল হাকিকত ভাল জানেন।

মাছয়ালা-৩

প্রশ্ন ঃ প্রথমেই এই কথা আরজি রাখছি যে, আমি কোন আলিম- ফাজিল নই যে, বহছের খেয়াল আসবে। শুধুমাত্র অবগত হওয়ার জন্যই লিখছি, যাতে আমার আকিদাগত ত্রুটি বিদুরিত হয়। আমি জানি যে, সকল মানুষ নাপাক বিজড়িত অবস্থায় পয়দা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে এ-সব কিছু হতে মাহফুজ রেখেছেন এবং সমগ্র মাখলুকাতের উপর তাঁকে বুজর্গী প্রদান করেছেন। যদি এ-কথা সত্য হয়, তাহলে হাদীছ শরীফের অর্থ আমার কাছে এভাবে প্রতীয়মান হয়-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ان الله خلق نور نبيك من نوره

অর্থাৎ- রাসুল (দঃ) এরশাদ করেছেন, হে জাবের! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমার নবীর সত্তাকে সম্মানিত করে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছেন।

জনাব আপনি প্রদীপের যে উদাহরণ দিয়েছেন, এতে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমি চাই আমার সন্দেহের অপনোদন হউক। একটি প্রদীপ হতে আরেকটি এবং সেটি হতে আরও অনেক প্রদীপ প্রজ্বলিত হল। কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রদীপ মোটেও খন্ডিত হয়নি। আপনার এ-কথা ঠিকই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব প্রদীপ নাম, জাত এবং আলো বিকিরণের ব্যাপারে বরাবর নয় কি? আর এগুলো মর্তবার দিক থেকেও কি বরাবর নয়? বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ জন্মের সময় নাপাক দ্বারা বিজড়িত হওয়ার ব্যাপারে সকল সৃষ্টি শরিক নয়। সমস্ত নবীগণ পাক-পবিত্র অবস্থায় পয়দা হয়েছেন। বরং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত হাছান (রাঃ) এবং হযরত হোছাইন (রাঃ)ও পাক পবিত্র অবস্থায় পয়দা হয়েছেন। এখানে আয়াতে করিমায় নূর 'ফজল' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

আর উহাদরণ একটি বিষয় বুঝাবার জন্য দেয়া হয়। নতুবা সকল দিকেই বরাবর বুঝাবার জন্য নয়। কুরআনুল করীমে নূরে এলাহির উদাহরণ দেয়া হয়েছে এভাবে-

كمشكوة فيها مصباح অর্থাৎ চেরাগদানীর মত যেখানে চেরাগ রয়েছে। এখন দেখুন, কোথায় চেরাগ এবং চেরাগদানী আর কোথায় নূরে এলাহী। যেহেতু ওহাবীরা বলে যে, নূরে নববী যদি নূরে এলাহি হতে পয়দা হয়, তাহলে নূর এলাহীর টুকরো হওয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। অতএব তাদের এই আপত্তি অপনোদন করার জন্যই উক্ত উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একটি প্রদীপ হতে আরেকটি প্রদীপ জ্বালালে প্রথমটি হতে কোন টুকরা পৃথক হয়ে দ্বিতীয়টির সাথে চলে আসে না। যখন এই অস্থায়ী নূরের এই অবস্থা, তখন নূরে এলাহীর কি অবস্থা! আবার এক নূর হতে আরেকটি নূর পয়দা হলে নাম এবং রৌশনির মধ্যে বরাবর হওয়াও জরুরী নয়। চাঁদের নূর সূর্য্যের নূর হতেই। এরপরও কোথায় চাঁদ আর কোথায় সূর্য। ইলমে হাইয়্যাত বা জ্যোর্তিবিদ্যায় বলা হয়েছে, যদি পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদের সাথে এরকম আরও নব্বই হাজার চন্দ্র একত্রিত হয়, কেবল তখনই ঐ চাঁদের আলো সূর্য পর্য্যন্ত পৌঁছবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মাছয়ালা-৪

প্রশ্নকারী ঃ হাকিম মুহাম্মদ ইব্রাহীম বেনারছী, কলিকাতা, গোবিন্দ চন্দ্র লেইন, ১৯ জিলক্বদ, ১৩২৯ হিঃ

প্রশ্ন ঃ এই মাসয়ালাটির ব্যাপারে ওলামায়ে দ্বীনের কি মতামত যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর নূর হতে, নাকি নয়? যদি আল্লাহর নূর হতে তিনি সৃষ্ট হন, তাহলে তিনি কি আল্লাহর নূরে জাতি (সত্বাগত) হতে সৃষ্টি না নূরে ছিফাতী (গুনগত) হতে, না উভয়টি হতে? আর নূর কি জিনিস? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বে আমি অন্য আরেকটি মাছয়ালা বুঝার সুবিধের জন্য উল্লেখ করছি-

لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم

يستطع فبلسانه (الحديث)

অর্থাৎ " তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে, তা হাত দ্বারা রোধ করা উচিৎ। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা রোধ করা উচিৎ।

হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নাম মোবারকের জিকির হলে যেভাবে জবানে দুরুদ পড়তে হয়, যেমন-

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ابدا

ঠিক তদ্রুপ লিখার সময় পূর্ণ দুরুদই লিখতে হবে। সংক্ষেপ করে-

صاد - صم- صلعم- صللم-

ইত্যাদি লিখা কখনোই জায়েজ নেই। বরং এভাবে এই শব্দগুলো অর্থহীন। উপরন্তু যারা এভাবে দুরুদকে সংক্ষেপে লিখবে, তারা নিম্ন আয়াতের হুকুমের আওতায় পড়বে। যেমন এরশাদ হচ্ছে- فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم

فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

অর্থাৎ- "অতঃপর জালেমরা কথা পরিবর্তন করে অতএব নির্দেশ লংঘন করার কারণে আমি আসমান হতে জালেমদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেছি। এমনিতেই তো কলম احد اللسانين বা দুই জবানের একটি। তাছাড়া ফতোয়ায়ে তা-তারখানীয়া এর মধ্যে এ জাতীয় সংক্ষেপ করণকে শানে নবুয়্যাতের মধ্যে তাখফিফ (হ্রাস) আখ্যায়িত করে এ-জাতীয় আচরণকারীর ব্যাপারে কড়া হুকুম আরোপ করেছে। طحطاوى على الدر المختار এর মধ্যে এসেছে-

يحافظ على كتب عليه الصلواة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايسام من تكراره وان لم يكن فى الاصل ويصلى بلسانه ايضا ويكره الرمز بالصلاة والترضى بالكتابة بل يكتب ذالك كله بكماله وفى المواضع عن التاترخانية من كتب عليه السلام بالهمزة والميم

يكفر لانه تخفيف وتخفيف الانبياء عليه الصلوة والسلام كفر بلاشك ولعله ان صح النقل مقيد بقصده والا فالظاهر انه ليس بكفر نعم الاحتياط فى الاحتراز عن الايهام والشبهة الى الاخر -

অর্থাৎ- "হুজুর আকরম (দঃ) এর উপর দুরুদ ছালাম লিখার ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। বার বার দুরুদ লিখার ব্যাপারে অলসতা করা যাবে না। লিখার সাথে মুখেও দুরুদ পড়তে হবে। দুরুদ বা رضى الله عنه বলার ব্যাপারে শুধু ইশারা করে যাওয়া মাকরুহ বরং পূর্ণ দুরুদই লিখতে হবে। ফতোয়ায়ে তা-তারখানীয়ার বিভিন্ন জায়গায় আছে, যে ব্যক্তি عليه السلام কে হামজা এবং মিম দ্বারা লিখল, সে কাফির হয়ে গেল। কেননা এতে শানে রিসালতে তাখফীক (হ্রাস) করা হয়েছে। আর নবীগণের তাখফীক নিঃসন্দেহে কুফরী। হ্যাঁ, যদি এ বর্ণনা ছহী হয়, তবে এতে ইচ্ছাকৃত হওয়ার শর্ত আরোপ করতে হবে। নতুবা জাহেরী দৃষ্টিতে তা কুফরী নয়। হ্যাঁ, সন্দেহ হতে বাঁচতে হলে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

উক্ত মাছয়ালাটি পরিষ্কার হওয়ার পর প্রশ্নে উল্লেখিত মাসয়ালাটির উত্তর প্রদান করছি। সাধারণ অর্থে নূর একটি অবস্থা, দৃষ্টি শক্তি প্রথম যেটিকে অনুধাবন করে। অতঃপর নূরের মাধ্যমে অন্যান্য দৃষ্ট জিনিসও অনুধাবিত হয়। এ কথাই বলা হচ্ছে এভাবে-

قال السيد فى تعريفاته النور كيفية تدركها الباصرة اولا وبواسطتها سائر المبصرات

কিন্তু এখানে সত্য কথা হচ্ছে, নূর সংজ্ঞায়িত করার অনেক উর্ধ্বে।

এখানে নূরের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, এটি তারিফুল জলি বিল খফি। •

যেমন মা ওয়াকিফ ও এর ব্যাখ্যায় তা বর্ণিত হয়েছে। আর উক্ত অর্থে নূর আরজ (মুখাপেক্ষী) এবং হাদেছ (ক্ষণস্থায়ী)। আর রব তায়ালা এগুলো হতে পবিত্র। মুহাক্কিকিনদের দৃষ্টিতে নূর ওটিকে বলে, যেটি নিজে জাহের (প্রকাশিত) এবং অন্যের জন্য মুজহির বা প্রকাশকারী। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এবং আল্লামা জুরকানী

(রঃ) এর শরহে মাওয়াহেব শরিফের ভিতর এটিই উল্লেখ করেছেন। এই অর্থে আল্লাহ তায়ালা নূরে হাকিকী। মূলত: ওটিই নূর।

الله نور السموات والارض

আয়াতখানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই স্বীয় হাকীকি অর্থেই প্রযোজ্য।

فان الله تعالى هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره من السموات والارض ومن فيهن وسائر المخلوقات -

অর্থাৎ - নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সত্ত্বাগত ভাবে জাহির এবং আসমান জমিন সহ এতে যা কিছু আছে এবং সমস্ত মাখলুকাতের জন্য আল্লাহ মুজহির।

হুজুর আকরম (দঃ) নি:সন্দেহে আল্লাহ তাআলার জাতি (সত্ত্বাগত) নূর হতে পয়দা হয়েছেন। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে-

ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।

رواه عبد الرزاق ونحوه عند البيهقى

উক্ত হাদীছখানার মধ্যে আপন নূর হতে বলা হয়েছে। যেটির জমির আল্লাহর দিকেই ধাবিত। আর আল্লাহ শব্দটি ইছমে জাত বা আল্লাহর জাতি নাম। এখানে

من نور جماله يا نور علمه يا نور رحمته

ইত্যাদি বলা হয়নি যে, নবীকে ছেফাতী নূর হতে সৃষ্ট বলা যেতে পারে। আল্লামা জুরকানী (রঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় এরশাদ করেছেন-

(من نوره) اى من نورهو ذاته

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে ঐ নূর হতেই পয়দা করেছেন, যেটি জাতে এলাহীরই অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ স্বীয় জাত হতেই মাধ্যম ছাড়াই পয়দা করেছেন। তার তাকরীর পরে আসবে।

ইমাম আহমদ কুছতুলানী (রঃ) মাওয়াহেব শরীফে এরশাদ করেন-

لما تعلقت ارادة الحق تعالى بايجاد خلقه ابرز الحقيقة المحمدية من الانوار

الصمدية فى الحضرة الاحدية ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها

অর্থ : যখন রব তাআলা মাখলূকাত সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেছেন, ছমদী (আল্লাহর গুনবাচক নাম) নূর হতে আহাদিয়াতের (একত্ববাদের) একান্ত সান্নিধ্যে হাকিকতে মুহাম্মদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জাহির করেছেন। অত:পর এ দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট সৃষ্টি করেছেন।

এর শরাহর মধ্যে এসেছে-

والحضرة الاحدية هى اول تعينات الذات واول رتبها الذى لا اعتبارفيه لغير الذات كماهو المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولاشيئ معه ذكره الكاشئ

অর্থ :- "আহাদিয়াতের মর্যাদা আল্লাহর জাতের প্রথম মর্যাদা। যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন জাতের কোন অস্তিত্ব নেই। যেদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এরশাদে ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহই ছিল, তাঁর সাথে আর কোন কিছুই ছিল না। আল্লামা কাশি তা জিকির করেছেন।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রঃ) মাদারেজুন নবুয়্যাত কিতাবে এরশাদ করেন-

انبياء الله كے اسماء ذاتيه سے پيدا هوئے اور اولياء اسمائے صفاتيه بقيه كائنات صفات فعليه سے اور سيد رسل ذات حق سے اور حق كا ظهور بالذات هے (مرتب)

অর্থ :- নবীগণ আল্লাহর আছমায়ে জাতিয়া (সত্ত্বাগত নাম) হতে পয়দা হয়েছেন এবং আউলিয়াগণ আছমায়ে ছিফাতিয়া (গুণবাচক নাম) হতে। বাকি কায়েনাত ছিফাতে ফেলিয়া (কর্মগত নাম) হতে। আর সায়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর জাত হতে পয়দা হয়েছেন। আর আল্লাহর প্রকাশ সত্ত্বাগত। হ্যাঁ আল্লাহর জাত হতে পয়দা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, জাতে এলাহী জাতে রিছালতের জন্য উৎপত্তিস্থল। যেমন মাটি হতে ইনছান সৃষ্টি (নাউজুবিল্লাহ) অথবা এমনও নয় যে, জাতে এলাহীর কোন অংশ বা পূর্ণাংশ জাতে নবী হয়ে গিয়েছে (আল্লাহ মাফ করুন)। আল্লাহর জাত টুকরো হওয়া অথবা কারো সাথে

বিলীন হওয়া অথবা কোন কিছুতে একাকার হয়ে যাওয়া হতে পবিত্র। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বা অন্য কিছুকে আল্লাহর জাতের অংশ মনে করা অথবা যে কোন মাখলুককে আল্লাহর জাতের মধ্যে নিবিড়ভাবে গন্য করা বা মানা কুফরী। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সৃষ্টির মূল রহস্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। সৃষ্টির কেউ তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সত্ত্বা সম্পর্কে অবগত নয়। হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

يا ابا بكر لم يعرفنى حقيقة غير ربى

অর্থাৎ : হে আবু বকর! আমার হাকিকত আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।

জাতে এলাহী হতে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সৃষ্টি হওয়ার হাকিকত কে জানবে? বাহ্যিকভাবে যতুটুকু বুঝা যায়, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাধ্যমেই গোটা জাহান সৃষ্টি করেছেন, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা না হলে কিছুই হত না। এরশাদ হচ্ছে-

لولاك ما خلقت الدنيا

অর্থাৎ : আপনি না হলে আমি জাহান সৃষ্টি করতাম না। হাদীসে কুদছী শরীফে হযরত আদম (আঃ)'র উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছে -

لولا محمد ما خلقتك ولا ارضا ولا سماء

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা না হলে আমি তোমাকে এবং আসমান জমিন সৃষ্টি করতাম না। অতএব গোটা জাহান জাতে এলাহী হতে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উছিলায়ই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

لا انه صلى الله تعالى عليه وسلم استفاض الوجود من حضرة العزة ثم هو افاض الوجود على سائر البرية كما تزعم كفرة الفلاسفة من توسيط العقول تعالى الله عما يقول الظلمون علوا كبيرا هل من خالق غير الله

অর্থ:- এমনটি নয় যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহ হতে অস্তিত্ব লাভ করেছেন। এর পর বাকি মাখলুককে তিনি অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। যেমন কাফের দার্শনিকদের ধারনা এই যে, আকলের মাধমেই অন্য সব কিছু সৃষ্টি

হয়। আল্লাহ তাআলা জালিমদের এ-জাতীয় ধারণা হতে পবিত্র। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কি আর কোন খালেক হতে পারে?

কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহ ছাড়া আর কারও মাধ্যমে আসেননি। তিনি জাতে এলাহী হতে মাধ্যম ছাড়াই পয়দা হয়েছেন। এ পর্যায়ে জুরকানী শরীফে এরশাদ হয়েছে:

اى من نور هو ذاته لابمعنى انها مادة خلق نوره منها بل بمعنى تعلق الارادة به بلا واسطة شيئ فى وجوده .

অর্থাৎ : ঐ নূর হতেই (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পয়দা হয়েছেন) যেটি আল্লাহর জাত। তদ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তাঁর মূল, যা হতে তাঁর নূর পয়দা হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য এটিই যে, আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর নূর হতে কোন রকম মাধ্যম ছাড়াই বাস্তবায়ন হয়েছে।

বিষয়টি আরও পরিস্কার করার জন্য এভাবে উদাহরন দেয়া যেতে পারে। মনে করুন, সূর্য একটি বড় আয়নার কিরণ ফেলল, আয়না এতে উজ্জল হয়ে উঠল। এই আলো অন্যান্য আয়নায় পানির ফোয়ারা ইত্যাদির মধ্যে কেবল প্রকাশই ফেলে না, বরং সেগুলোর মাঝেও আপন অবস্থান অনুযায়ী অন্যকে আলোকিত করার শক্তি এসে গেল। যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছেনি। যেমন ছাদওয়ালা ঘরের ভিতর সেখানে যাওয়ার মাধ্যমে আলো পৌঁছে গেল। এখন দেখুন, প্রথম আয়নাখানা কোন মাধ্যম ছাড়াই সূর্য্য রশ্মি দ্বারা আলোকিত, আর তা হতে অন্যান্য বস্তু আলোকিত। এভাবে আলো এক মাধ্যম হতে অন্য মাধ্যমে অন্যান্য জিনিসকে আলোকিত করছে। এখন প্রথম আয়নায় যে নূর পতিত হয়েছে, তা সরাসরি সূর্যেরই নূর। এতে সূর্য বা সূর্যের কোন অংশ আয়না হয়ে যায়নি। এভাবে অন্যান্য আয়না সমূহ এবং অন্যান্য বস্তুসমূহে যে আলো পতিত হয়েছে তাও নিঃসন্দেহে সূর্যের নূর। মাঝখানে আয়না এবং অন্যান্য বস্তু শুধু মাধ্যম এবং বাহক মাত্র। অথচ এগুলোর সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এগুলো নূর হওয়া তো দূরের কথা প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে না। কবির ভাষায়-

يك چراغ ست دريں خانه كه ازپرتواں
هركجامى نگرى انجمنے ساخته اند

অর্থাৎ- এই বিশ্ব সভার আপনি প্রদীপ, আপনার আলো হতেই সবকিছু যেদিকে তাকাই, আপনার নিঃসৃত আলোর প্রভা।

কিন্তু এই উদাহরন শুধু মাত্র বিষয়টি অনুধাবনের সহজের জন্য। যেমন এরশাদ হয়েছে উল্লেখিত আয়াতে- مثل نوره كمشكوة فيها مصباح

অর্থাৎ- আল্লাহর নূরের মেছাল ঐ চেরাগদানীর মত যেখানে চেরাগ আছে। নতুবা কোথায় চেরাগ আর কোথায় সে নূরে হাকিকী! ولله المثل الاعلى

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তাআলার দৃষ্টান্তই মহান।

মোট কথা আমি এখানে দুটি বিষয়ই পরিষ্কার করতে চাই। একটি হচ্ছে, সূর্য দ্বারা সকল বস্তু আলোকিত হয়েছে, কিন্তু এতে সূর্য্য আয়না হয়ে যায়নি, অথবা তা হতে কিছু অংশ পৃথক হয়েও আয়না তৈরী হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ আয়না সত্ত্বাগত বৈশিষ্টের কারণে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি সূর্যরশ্মি দ্বারা আলোকিত। আর অন্যান্য বস্তু কোন কিছুর মাধ্যমে আলোকিত। এটিই বুঝানো উদ্দেশ্য, নতুবা কোথায় উদাহরণ আর কোথায় রব্বে জালাল! অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে মাধ্যম নির্ধারিণ করতঃ যে নূরের কথা উদাহরনে আনা হয়েছে, তার পেছনে সূর্য আড়ালে রয়েছে। অথচ আল্লাহ হচ্ছে সকল জাহেরের উপর জাহের। সূর্য অন্যান্য দ্রব্যে স্বীয় রশ্মি পৌঁছাতে মাধ্যমের মুখাপেক্ষি অথচ আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষিতা হতে পাক। বস্তুতঃ উদাহরনে কোন কিছুতেই সামঞ্জস্য বিধান উদ্দেশ্য নয়। তা সম্ভবও নয়। আর মাধ্যম নির্ধারিণেও আল্লাহ পাকের অন্য কোন কিছু বরাবর নয়, যা সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

ছায়্যিদী আবু ছালেক আব্দুল্লাহ আয়্যাশী, তিনি আল্লামা মুহাম্মদ জুরকানী সমকালীনগণের উস্তাদ, আবুল হাছান শিবরাতছী স্বীয় কিতাব আর রহলা এর মধ্যে এবং ছায়্যিদী আল্লামা উসমাভী শরহে ছালাত এর মধ্যে এবং হযরত ছায়্যিদী আহমদ বদভী কবীর এর মধ্যে এরশাদ করেন-

انما يدركه على حقيقة من عرف معنى قوله تعالى الله نور السموات والارض وتحقيق ذالك على ماينبغى ليس مما يدرك ببضاعة العقول ولا مما تسلط عليه الاوهام وانما يدرك بكشف الهى واشراق حقه من اشعة

ذالك النور فى قلب العبد فيدرك نور الله بنوره واقرب تقرير يعطى القرب من فهم معنى الحديث انه لما كان النور المحمدى اول الانوار الحادثة التى تجلى بها النور القديم الازلى وهو اول التعينات للوجود المطلق الحقانى وهو مدد كل نور كائن اويكون وكما اشرق النور الاول فى حقيقة فتنورت بحيث صارت هو نورا اشرق نوره المحمدى على حقائق الموجودات شيئا فشيئا فهى تستمد من على قدرتنورها بحسب كثرة الوسائط وقلتها وعدمها وكلما اشرق نوره على نوع من انواع الحقائق ظهر النور فى مظهر الاقسام فقد كان النور الحادث اولا شيئا واحدا ثم اشرق فى حقيقة اخرى فاستنارت بنوره تنورا كاملا بحسب ماتقتضيه حقيقتها فحصل فى الوجود الحادث نوران مفيض ومفاض وفى نفس الامرليس هناك الا نور واحد اشرق فى قابل الاستنارة فتنور بتعددات المظاهر والظاهر واحد ثم كذالك كلما اشرق فى محل ظهر بصورة الانقسام وقد يشرق نور المفاض عليه ايضا بحسب قوته على قوابل اخر فتنور بنوره فيحصل انقسام اخر بحسب المظاهر وكلها راجعة الى النور الاول الحادث اما بواسطة او بدونها قال وهذا غاية ما اتصل اليه العبارة فى هذا التقرير ومثل فى قصر باعه وعدم تضلعه من العلوم الالهية ان زاد فى التقرير خشى على واقرب مثال يضرب لذالك نور المصباح تصبح منه مصابيح كثيرة وهو فى نفسه باق على ماهو عليه لم ينقص منه شيئ واقرب من هذا المثال الى التحقيق وابعد عن الافهام نور الشمس

المشرق فى الاهلة والكواكب على القول بان الكل مستنير بنوره وليس لها نور من ذاتها فقديقال بحسب النظر الاول ان نور الشمس منقسم فى هذا الاجرام العلوية وفى الحقيقة ليس هذا الا نورها وهو قائم بها لم ينقص منه شيئ ولم يزايلها منه شيئ ولكنه اشرق فى اجرام قابلة الاستنارة فاستنارت واقرب من هذا الفهم مايحصل فى الاجرام السفلية من اشراق اشعة الشمس على الماء اوقوارير الزجاج فيستنير مايقابلها من الجدران بحيث يلمح فيها نور كنور الشمس مشرق باشراقه ولم ينفصل شيئ من نور الشمس عن محله الى ذالك المحل ومن كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه واشرقت الانوار المحمدية على قلبه يصدق اتباعه له ادرك الامرادراكا اخرلا يحتمل شكا ولا وهما نسأل الله تعالى ان ينور بنور العلم الالهى بصائرنا ويحجب عن ظلمات الجهل سرائرنا ويغفرلنا ما اجترآنا عليه من الخوض فيمالسناله باهل ونسأله ان لايؤاخذنا بما تقتضيه العبارة من تقصير فى حق ذلك الجناب اهـ مختصرا -

অর্থৎ "ওটির অনুধাবন মূলতঃ ঐ ব্যক্তিই করতে পারে। যিনি আল্লাহর এরশাদ - الله نور السموات والارض এর ব্যাখ্যা জানেন। কেননা আমরা ধারণা এবং আকলের দ্বারা এর হাকিকত অনুধাবন করতে পারি না। এই নূরকে শুধু বান্দাহর দিলে আল্লাহ প্রদত্ত রশ্মি দ্বারাই অনুধাবন করা যায়। অতএব নুরে এলাহীকে এই নূর দ্বারাই বুঝা যায়।

হাদীছের অর্থ বুঝার জন্য সহজ পথ এই যে, নূরে মুহাম্মদী যখন কাদিম এবং আজলী (যার কোন শুরু নেই) নূরের প্রথম তাজাল্লী, তাহলে কায়েনাতের মধ্যে

তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ। আর অস্তিত্বে প্রকাশ সমস্ত নূরের তিনিই মূল। যখন প্রথম এই নূর চমকালো, তখন এই নূরে মুহাম্মদী প্রত্যেক কিছুর উপরই একের পর এক কিরণ ফেলল, এতে মাধ্যম অথবা মাধ্যম ব্যতিরেকে প্রত্যেক বস্তু স্বীয় শক্তি মোতাবেক চমকে উঠল। এতে সমগ্র হাকিকত এবং বিষয়াদিও এই নূরের চমকের প্রকাশ হয়ে গেল। এমনিতো অস্তিত্বে প্রকাশ প্রথম নূর একটাই ছিল। কিন্তু এর চমকে অন্যান্য সব কিছু স্বীয় হাকিকত মোতাবেক চমকাতে লাগল। এতে গোটা কায়েনাত নূরের মাঝে নূরে ভরে উঠল। অস্তিত্বশীল নূর দু'প্রকার। ফয়েজ প্রদানকারী আর ফয়েজ প্রাপক। অথচ হাকিকতে এই দু'নূরই অভিন্ন। হাকিকী নূরই যথাযথ দ্রব্যে চমক পয়দা করতঃ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় এবং প্রতিটি অংশে সেটির বৈশিষ্ট্য মোতাবেকই আলোকিত হয়। ঠিক এমনিভাবে ফয়েজ প্রাপ্ত নূরও স্বীয় শক্তি মোতাবেক অন্যান্য দ্রব্যে চমক পয়দা করতঃ তা আলোকিত করে দেয়। যদ্বারা অধিক প্রকাশের বিষয়াদি অর্জিত হয়। কিন্তু এই সব নূরই মাধ্যম অথবা মাধ্যম ব্যতিরেকে সর্বপ্রথম নূর হতেই ফয়েজ প্রাপ্ত।

উক্ত বিষয়ে এই ব্যাখ্যাই শেষ কথা। এটি খোদায়ী ইলমের মোতাবেকই। এখানে এর থেকে বেশী কথাবার্তা বিপদজনক হতে পারে। এই ব্যাখ্যার সুন্দর উদাহরন ঐ চেরাগই, যা হতে অসংখ্য চেরাগ জ্বালানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম চেরাগ তার আপন অবস্থায় বাকি রয়ে গেছে। তাঁর নূরের মাঝে কোন প্রকারের হ্রাস হয়নি। আরও পরিষ্কার উদাহরণ সূর্যের মধ্যে যদ্বারা আলোবিহীন সমস্ত তারকা আলোকিত হল। বাহ্যিকভাবে ধারনা করা হয় যে, সূর্যের নূর এই সমস্ত তারকায় ভাগ হয়ে গেছে। বাস্তবতঃ এই সমস্ত তারকায় সূর্যেরই তো নূর। যে নূর সূর্য হতে পৃথকও হয়নি বা সূর্যের নূর কমেও যায়নি। তারকাগুলোতো শুধুমাত্র নিজের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক সূর্যের রশ্মি দ্বারাই আলোকিত হয়েছে।

আরও অধিক অনুধাবনের জন্য পানি এবং আয়নার উপর পতিত সূর্যের রশ্মি দেখা যেতে পারে। যার দ্বারা পানি এবং আয়নার বিপরীতে দেয়ালের উপর পতিত হয়। যদ্বারা দেয়াল আলোকিত হয়। দেয়ালের উপর পতিত এই রশ্মি সূর্যেরই। যেটি পানি বা আয়নার মাধ্যমে দেয়ালে পতিত হয়েছে। কেননা সরাসরি দেয়ালে সূর্য রশ্মি পড়েনি আর এই রশ্মি সূর্য হতে পৃথকও হয়নি। তা সত্ত্বেও এই নূর সূর্যেরই। যখন আল্লাহ তাআলা কারো কলবকে গাফলতের পর্দা হতে পবিত্র করেন এবং

ক্বালব নূরে মুহাম্মদী দ্বারা ভরপুর হয়ে যায়। তখন এই বান্দাহর অনুধাবন শক্তি এত পরিপূর্ণ হয় যে, তার মধ্যে সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকে না।

মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাত এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে দৃষ্টি শক্তি তাঁর ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত করে দেন। আমাদের বাতেনকে তিনি যেন জিহালতের অন্ধকার থেকে মাহফুজ রাখেন। আর যে বিষয়াদিতে আমরা চিন্তার যোগ্যতা রাখি না- ঐ বিষয়াদিতে আমাদের বাড়াবাড়ি মাফ করে দেন। সাথে সাথে তিনি যেন তাঁর শানে আমাদের কথোপকথনের সংকীর্ণতার উপর ধরে না বসেন। আমিন।

উক্ত বিশ্লেষন থেকে উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও আরও কিছু ফায়েদা অর্জিত হচ্ছে। প্রথমতঃ এ-কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তামাম আলম নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে কিভাবে পয়দা হয়েছে। তাছাড়া নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর কিভাবে বন্টন হয়েছে বা এটির কোন অংশ হতে কি সৃষ্টি হয়েছে।

এই ফায়েদাও হাছিল হয়েছে যে, হাদীছের মধ্যে যা এরশাদ হয়েছে, উক্ত নূরকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম তিন অংশ দ্বারা কলম, লাউহ এবং আরশ পয়দা হয়েছে।

চতুর্থ অংশকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এভাবে হাদীছের শেষ পর্যন্ত এটি হচ্ছে নূরের শিখার বন্টন। যেমন হাজার আয়নার মধ্যে যদি সূর্যের আলো চমকায়, তখন নূর হাজার আয়নার মধ্যে বিভক্ত প্রতীয়মান হবে। অথচ সূর্য বিভক্তও হয়নি অথবা সূর্যের কোন অংশও আয়নার মধ্যে আসেনি।

اندفع ما استشكله العلامة الشرابلسى ان الحقيقة الواحدة لاتنقسم وليست الحقيقة المحمدية الا واحدة من تلك الاقسام و الباقى ان كان منها ايضا فقد انقسمت وان كان غيرها فما معنى الاقسام وحاول الجواب وتبعه فيه تلميذه العلامة الزرقانى بان المعنى انه زاد فيه لانه قسم ذالك النور الذى هو نور المصطفى صلى الله عليه وسلم اذ الظاهر انه حيث ظهوره بصورة مماثلة كصورة التى سيصير عليه لايقسمه اليه والى غيره اهـ

وحاصل جوابه كما قرره تلميذه العياشي وان معنى الانقسام زيادة نور على ذالك النور المحمدى فيوخذ ذالك الزائد ثم يزاد عليه نور اخر ثم كذالك الى اخر الاقسام قال العياشى وهذا جواب مقنع بحسب الظاهر والتحقيق والله تعالى اعلم وراء ذلك اهـ ثم ذكرما نقلنا عنه انفا ورآيتنى كتبت على هامش الزرقاني مانصه - تبع فيه شيخه الشرابلسئ الحق انه لامعنى له فان اذن لايكون التخليق من نوره صلى الله عليه وسلم وهو خلاف المنصوص والمراداهـ

اقول ويمكن الجواب بان المراد انه تعالى كساه شعاعا اكثر فما كان ثم فصل من شعاعه شيئا وقسمه كما تأخذه الملائكة شيئا من الاشعة المحيطة بالكواكب فترمى به مسترقى السمع ويقال بذالك ان النجوم لها رجوم ولكن منمح المولى تعالى من ذالك التقرير المنير ما اغنى عن كل تكلف ولله الحمدوقد كان منح للعبد الضعيف ثم رأيت فى شرح العشماوى جزاه الله تعالى عنى وعن المسلمين خيرا كثيرا امين -

অর্থঃ উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লামা শরাবলিছির আপত্তির অপনোদন হয়ে গেল। তাঁর আপত্তি ছিল, ওয়াহদানিয়াতের হাকিকত বিভক্ত হয়না। কিন্তু যেহেতু হাকিকতে মুহাম্মদিয়া ভাগসমূহের একটি ভাগ। আর যদি বাকি ভাগগুলো ঐ হাকিকত হতেই হয়, তাহলে এই হাকিকত বিভক্ত হয়ে গেল। আর যদি বাকি ভাগগুলো এই হাকিকতের বাইরে হয় তাহলে এই ভাগ সমূহের কি অর্থ?

এরপর আল্লামা শারাবলুছি নিজেই উত্তর দিয়েছেন, আর তাঁর সাগরেদ আল্লামা জুরকানী এই উত্তরের সাথে একমত হয়েছেন (উত্তরে তিনি বলছেন, হাকিকত এই যে, আল্লাহ তাআলা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরকে ভাগ করেননি । বরং এর মধ্যে বৃদ্ধি করেছেন। কেননা এটি নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে এমন একটি ছুরতে মেছালি প্রদান করেছেন, যার উপর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সৃষ্টি। অতএব এটি বিভক্ত হবে না)

তাঁর অন্য সাগরেদ আল্লামা আইয়াশী এই উত্তরের সারমর্ম এভাবে দিয়েছেন যে, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে ভাগ করার অর্থ এটিকে আরও বৃদ্ধি করা। এর পরে এই বেড়ে যাওয়া নূর নিয়ে নেয়া হল। এর উপর অন্য আরেকটি নূর বৃদ্ধি করা হল। এভাবে শেষ ভাগ পর্যন্ত ছিলছিলা জারী ছিল।

আল্লামা আইয়াসী বলছেন, জাহেরী ভাবে এই উত্তরই যথেষ্ঠ। এটি ব্যতিত অন্য তাহকিক আল্লাহই ভাল জানেন)

আমি (ইমাম আহমদ রজা) বলছি, আল্লামা আইয়াশী এই মাছয়ালায় স্বীয় শায়খ শারাবলুছির অনুকরণ করেছেন। কিন্তু হক এই যে, এটি একটি অর্থহীন আলোচনা। কেননা উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে অন্যান্য সৃষ্টি হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর হতে সৃষ্ট হবে না । অথচ এটি হাদীছ এবং মূল উদ্দেশ্যের সম্পুর্ণ খেলাফ।

আমি বলছি , উক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে হতে পারে-আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নূরকে প্রথম জ্যোতি হতে আরও অতিরিক্ত জ্যোতি প্রদান করেছেন। এর পরে এটি হতে কিছু পৃথক করেছেন। অতঃপর এটিকেই বিভক্ত করেছেন । যেমন তারকা পরিবেষ্টনকারী ফেরেস্তারা এ সকল কিরন হতে কিছু নিয়ে গোপন কথা শ্রবনকরী শয়তানকে ছুড়ে মারে । এ জন্য বলা হয় নুজুম (তারকা) এর জন্য রুজুম (পাথর) আছে।

আমি বলব , এতে এই বক্তব্যও খন্ডন হয়ে গেল যে ,সৃষ্টির মধ্যে কাফির মুশরিকরাও রয়েছে। এরা তো জুলমাত বা অন্ধকার। অতএব তারা নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে কিভাবে সৃষ্টি হল ? তাছাড়া তারা তো একেবারেই

নাপাক। অতএব এই পাক নূর হতে তারা কিভাবে সৃষ্ট? এখন এই প্রশ্নের অপনোদন আমার তাকরীর হতে পরিষ্কার। কেননা, অন্ধকার অথবা আলো যেটিই অস্তিত্বে এসেছে, তার জন্য সূর্যের তাজাল্লী অবশ্যই অপরিহার্য্য। আর সূর্যের রশ্মি তো সকল পাক এবং নাপাক স্থানের উপর পতিত হয়। আর যে স্থান মূলতঃ নাপাক, তা দ্বারা জ্যোতি নাপাক হয় না।

আমি বলব, আমার বক্তব্য দ্বারা এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সৃষ্টির প্রথম বিকাশে শুধুমাত্র একটি সত্তাই হক। অন্য সকল কিছুই সে প্রথম বিকাশেরই প্রকাশ। স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি জাতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফয়েজই হচ্ছে অন্য সমগ্র সৃষ্টি। সৃষ্টি লগ্নে নূরে আহাদী হচ্ছে আফতাব (সূর্য), সমগ্র আলম হচ্ছে এ- নূরের আয়না। আর সৃষ্টি জগতে এসে নূরে আহমদী আফতাব, সমগ্র জাহান এর আয়না। এ প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে-

خالق كل الورى ربك لاغيره

نورك كل الورى غيرك لم ليس لن

اى لم يوجد وليس موجودا ولن يوجد ابدا

অর্থ ঃ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আপনারই রব, অন্য কেউ নয়। আপনার নূরেই সমগ্র সৃষ্টি। এ-ক্ষেত্রে আপনি ছাড়া কিছুই ছিল না। কিছুই নেই আর কিছু হবেও না।

এরপর আমি বলব, নূরে আহমদীর তো কোন মেছালই নেই নূরে আহমদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ব্যাপারে ও আফতাবের এই উদাহরণ প্রদীপের উদাহরণের চেয়ে অনেক উত্তম। একটি প্রদীপ হতে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো যায় এবং এতে অপরাপর প্রদীপে প্রথম প্রদীপের কোন অংশ এসে যায় না। কিন্তু অপরাপর প্রদীপগুলো শুধু আলো অর্জনের বিষয়েই প্রথম প্রদীপের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আপন অস্তিত্ব রক্ষায় প্রথম প্রদীপের মুহতাজ নয়। অন্যান্য প্রদীপগুলোকে জ্বালিয়ে যদি প্রথমটি নিভিয়ে দেয়া হয়, এতে এ-প্রদীপগুলোর কোন সমস্যা নেই। অথবা অপরাপর প্রদীপগুলো আলোকিত হওয়ার পর প্রথম প্রদীপ হতে আর কোন সাহায্যও পায় না। তাছাড়া প্রথম প্রদীপ এবং অপরাপর প্রদীপগুলোর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। বরং সবগুলো একই ধরনের। অথচ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

এমন সত্ত্বা' গোটা আলম সৃষ্টি লগ্নে যার মুহতাজ ছিল। তিনি না হলে কিছুই হত না। প্রত্যেকটি সৃষ্টিই স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুহতাজ। যদি সে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সৃষ্টি হতে সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে গোটা আলম ফানাহ হয়ে যাবে। কবির ভাষায়ঃ

وہ جونہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جونہ ہوں توکچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے توجہان ہے

অর্থঃ 'তিনি (নূরে মুহাম্মদী) যখন ছিলেন না, তখন কিছুই ছিল না তিনি না। হলে কিছুই নয়। তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রাণ আর প্রাণ থাকলেই তো জাহানের অস্তিত্ব।'

মোট কথা যেমনিভাবে সৃষ্টির প্রথম লগ্নে তামাম জাহান নূরে মুহাম্মদী হতে ফয়েজপ্রাপ্ত, সৃষ্টির পরও প্রত্যেকটি মুহূর্তে তারা সে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাহায্যপ্রাপ্ত। অতএব তামাম জাহানে কেউই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। উক্ত তিনটি কথা সূর্যের মেছাল হতেও রৌশন। আয়না সূর্য দ্বারা আলোকিত আর যতক্ষন আলোকিত, তা সূর্য হতে মদদ প্রাপ্তও বটে। সূর্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই মুহূর্তে আয়না অন্ধকারে আচ্ছাদিত। আর আয়না যতই রৌশনী অর্জন করুক না কেন, তা কখনো সূর্যের সমকক্ষ হতে পারবে না। একই অবস্থা তামাম সৃষ্টিকূল তথা আরশ-ফরশ এবং যা কিছু তাতে রয়েছে দুনিয়া-আখেরাত এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু তথা জ্বিন-মানব-ফেরেস্তা-চন্দ্র-সূর্য জাহের বাতেন সকল কিছুর ব্যাপারেই। এমনকি অন্যান্য নবী-রাসূলগণও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুখাপেক্ষী। তাছাড়া প্রতিটি সৃষ্টির শুরু এবং স্থায়িত্বে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।

তাই ইমাম বুছিরী (রঃ) আরজ করছেন-....

كيف ترقى رقيك الانبياء # ياسماء ما طاولتها سماء

لم يساووك فى علاك وقدحا # لـ سنامنك دونهم وسناء .

انما مثلوا صفاتك للنا # سـ كما مثل النجوم الماء

অর্থাৎ- অন্যান্য নবীগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান মর্যাদায় কিভাবে উন্নীত হবে। হে সুউচ্চ আসমান! যার সাথে অন্য কোন আসমান উচ্চতায় আসতে পারে না। অন্যান্য নবীগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পূর্ণাঙ্গ গুনের সমকক্ষ হতে পারেনি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আলো এবং সুমহান মর্যাদা অন্যান্য নবীগণকে তাঁর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পর্দা হয়েছে। তাঁরা তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সিফাতের একটি দৃষ্টান্ত লোকদের দেখাচ্ছেন, যেমন তারকারাজির প্রতিবিম্ব পানি দেখাচ্ছে।

এটি যখন একটি ব্যাখ্যা- যা আমি উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে ওখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জাত এবং নূরের আলোচনা ছিল। অতএব সূর্য দ্বারা উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আর এখানে মহান ছিফাতের বর্ণনা এসেছে। অতএব নক্ষত্র দ্বারা উদাহরন দেয়া সমীচিন হয়েছে। মাতালিউল মাছাররাত কিতাবে এসেছে-

إسمه صلى الله تعالى عليه وسلم محى حيوة جميع الكون به صلى الله عليه وسلم فهو روحه وحيوته وسبب وجوده وبقائه -

অর্থ: হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এক নাম মুহি (জিন্দাকারী)। কেননা গোটা জাহানের জিন্দেগী হুজুরের ওছিলায়। অতএব হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা গোটা জাহানের প্রাণ। জীন্দেগী এবং জাহানের অস্তিত্বও টিকে থাকার উছিলা। একই কিতাবে আরও আছে-

هو صلى الله تعالى عليه وسلم روح الاكوان وحياتها وسر وجودها ولولاه لذهبت وتلاشت كما قال سيدى عبد السلام رضى الله تعالى عنه ونفعنا به لاشيئ الا وهو به منوط اذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط

অর্থ: হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তামাম জাহানের জন্য, হায়াত এবং অস্তিত্বের উছিলা। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা না হলে সৃষ্টি জগৎ বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত ছায়্যিদী আব্দুছ ছালাম (রাঃ) এরশাদ করেছেন,

গোটা আলমে কেউই এমন নেই, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা যদি মাধ্যমে না থাকে, তাহলে সবকিছু এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। হামজিয়াহে শরীফে এরশাদ হয়েছে-

كل فضل فى العلمين فمن فضل # النبى استعارة الفضلاء

অর্থ : পৃথিবীতে যার মধ্যেই যে সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে, তা সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফজলেই পেয়েছে।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী আফজালুল কুরা কিতাবে লিখছেন-

لانه المدلهم اذ هو الوارث للحضرة الالهية و المستمد منها بلاواسطة دون غيره فانه لايستمد منها الابواسط فلا يصل لكامل منها شيئ الاوهو من بعض مدده وعلى يديه

অর্থ : গোটা জাহানকে সাহায্যকারী হচ্ছেন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। কেননা তিনি হচ্ছেন আল্লাহর দরবারের ওয়ারেছ। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সরাসরি আল্লাহর সাহায্য পাচ্ছেন। আর গোটা জাহান তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছেন। অতএব যে কামিল ব্যক্তিই যে শান প্রাপ্ত হয়েছেন, তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এমদাদ এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছেন।

শরহে উসমাবীর মধ্যে আছে-

نعمتان ماخلا موجود عنهما نعمة الايجاد ونعمة الامداد هو صلى الله عليه وسلم الواسطة فيهما اذ لولا سبقة وجوده ماوجد موجود ولولا وجود نوره فى ضمائر الكون لتهدمت دعائم الوجود فهو الذى وجد اولا و له تبع الوجود وصار مرتبطا به لا استغناءله عنه -

অর্থ : কোন সৃষ্টিই দুটি নেয়ামত হতে খালি নয়। একটি হচ্ছে নেয়ামতে ইজাদ

(জন্ম) আর অন্যটি হচ্ছে নেয়ামতে এমদাদ (আল্লাহর সাহায্য)। এই দুটি নেয়ামত প্রাপ্তিতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন মাধ্যম। কেননা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যদি প্রথম পয়দা না হতেন, তা হলে কোন মাখলূকই পয়দা হত না। আর সৃষ্টির মাঝে যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নূর মওজুদ না হত, তাহলে সৃষ্টির অস্তিত্বই বিপন্ন হত। অতএব হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রথম পয়দা হয়েছেন। গোটা জাহান হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উছিলায় সৃষ্টি আর তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যাদের কোনক্রমেই হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়বস্তুর উপর আয়িম্মা এবং ওলামাগণের অসংখ্য দালায়েল সম্বলিত আমার লিখা ' সালতানাতে মোস্তাফা মালাকুতে কুল্লিল ওয়ারা' রয়েছে।

পঞ্চমত: আমার তাকরীর হতে এ-কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেই নূর,উক্ত হাদীছে نور نبيك এর এজাফত (সম্পৃক্ততা) ও من نوره- এর মত বয়ানিয়া বা বিশ্লেষনাত্মক। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিয়ামতে এলাহীর

প্রকাশের জন্য আরজ করেছেন- وجعلنى نورا (হে আল্লাহ আমাকে নূর কর দাও) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে নূর আখ্যায়িত করেছেন قدجاءكم من الله نور وكتاب مبين

(অবশ্যই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর এসেছে এবং কিতাব এসেছে।)

আমি বলব, যদি نور نبيك এর মধ্যে এজাফতে বায়ানিয়া না ধরা হয়, বরং নূর প্রসিদ্ধ অর্থ রৌশনি উদ্দেশ্য করা হয়, যেটি আরজ (অস্থায়ী) ও কায়ফিয়ত তখন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রথম সৃষ্ঠ হন না, বরং আরজ এবং ছিফাত হন, কিন্তু মওছুফ (গুনান্বিত সত্ত্বা) এর পূর্বে ছিফাতের (গুন) অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব? অতএব হুজুর আকরমই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হচ্ছেন ঐ মহান নূর যিনি প্রথম মাখলূক

فلاحاجة الى ما قال العلامة الزرقانى رحمه الله تعالى من انه لايشكل بان النور عرض لايقوم بذات لان هذا من خرق العوائد اهـ ورأيتنى

كتبت يليه لم لا يقال فيه كما ستقولون فى قرينه من نوره ان الاضاف بيانية اهـ

خرق العوائد لاكلام فيه والقدرة متسعة ولكن وجود الصفة بدون الموصوف مما لا يعقل لانها ان قامت بغيره لم تكن صفة له بل لغيره اوبنفسها لم تكن صفة اصلا اذ لاصفة الا المعنى القائم بغيره فاذا قام بنفسه لم يكن صفة وعرضا بل جوهر اوكونه عرضامع قيامه بنفسه جمع للضدين القدرة المتعالية عن التعلق بالمحالات العقلية ووزن الاعمال بمعنى وزن الصحف والبطاقات كما فى حديث احمد والترمذى وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه واللالكائى والبيهقى فى البعث عن عبد الله بن عمر وابن عاص رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امتى على رأس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر يقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتى الحافظون فيقول يارب فيقول افلك عذرقال لايارب فيقول بلى ان لك عندنا حسنة وانه لاظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يارب ماهذا البطاقة مع هذه السجلات فيقول انك لاتظلم قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيئ

এখন আল্লামা জুরকানীর এই কথার প্রয়োজনীয়তা আর রইল না, আর এই আপত্তি করা যাবে না যে, নূর আরজ কায়েম বিজ্জাত নয়, কেননা এটা মুজেজা। আমি এটির উপর লিখেছি যে, কেন এ আপত্তি করা যাবে না যে, কেন আপনি .... এর মধ্যে এজাফতে বায়ানিয়া স্বীকার করছেন না। আমি (আহমদ রজা খান) বলছি মুজিজা হলেতো কোন বিতর্ক নেই। আর খোদার কুদরত তো বিস্তৃত। কিন্তু ছিফাতের অস্তিত্ব মওছুফের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অনুধাবন হয় না। (কেননা ছিফাতের দু'টি ছুরত) ছিফাত যদি মওছুফকে বাদ দিয়ে আনার সাথে সম্পৃক্ত হয়,তখন সেটি মওছুফের ছিফাত হবে না, বরং অন্যের হবে। যদি ছিফাত নিজে নিজে কায়েম হয়, তখন সে অবস্থার ছিফাতই হবে না, কেন না ছিফাত বলে, যা অন্যের সাথে কায়েম হয়, যখন ছিফাত নিজে নিজে কায়েম হয়, তখন তা ছিফাতও হয়নি, বরং তা জওহের (অমুখাপেক্ষী হয়েছে)। আর এটা বলা যে, এটি আরজ (মুখাপেক্ষী) এবং কায়েম বেনাফছিহী, তাহলে এতে দুটো বিপরিত বিষয়ের এক জায়গায় একত্রিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর এটা বাতিল আর আল্লাহর কুদরত হালাতে আকলিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

ওজনে আমাল সম্পর্কেঃ

হাদীছ শরীফে এসেছে, যেটিকে আহমদ তিরমিজি ইবনে হাব্বান এবং হাকেম বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমামুল লাকায়ী এবং বায়হাকী কিয়ামতের অধ্যায়ে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের মধ্যে এক জনকে বেছে নিবেন, অতঃপর তার সামনে আমলের নিরানব্বই রেজিস্ট্রি খোলা হবে, এক একটি রেজিস্ট্রি আয়তনে তার দৃষ্টির পরিসীমা পর্যন্ত বড় হবে। অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে, তুমি কি তোমার এই রেজিস্ট্রি অস্বীকার করছ? না আমার নির্ধারিত ফেরেশতা কেরামান কাতেবীন তোমার উপর জুলূম করেছে? সে আরজ করবে, হে আমার রব! না। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করবেন, তোমার কি কোন উজর আছে? বান্দাহ আরজ করবে-

হে আমার রব নেই। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে, আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না। অতঃপর একটা কাগজ বের করা হবে, যেটির উপর কালামায়ে শাহাদাত লিখা থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, যাও, এটির ওজন করাও। বান্দাহ আরজ করবে, হে রব! আমার বদ আমলের এই বিশাল রেজিষ্ট্রির সামনে এই কাগজের কি মূল্য আছে? আল্লাহ এরশাদ করবেন, তোমার উপর জুলূম করা হবে না। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করছেন, অতঃপর একটি পাল্লায় নিরানব্বই রেজিষ্ট্রার রাখা হবে, আর অন্য পাল্লায় কালেমা উৎকীর্ণ কাগজে খানি রাখা হবে, এতে রেজিষ্ট্রারের পাল্লা হালকা হবে আর কাগজের পাল্লা ভারী। আল্লাহর নামের মোকাবিলায় কোন কিছুই ভারি হবে না। মোট কথা হাদীছের সারমর্ম এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জাতে পাককে আপন জাতে করীম থেকে পয়দা করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর মহান জাতের প্রত্যক্ষ তাজাল্লী হচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বাকি মাখলূক আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর এবং তাঁর থেকেই প্রকাশ।

صلى الله عليه وسلم وعلى انه وصحبه وبارك وكرم والله سبحانه وتعلى اعلم

মাছয়ালা-৫

প্রশ্নকারী ঃ হাকিম আজরে আলী ২০ জিলক্বদ, ১৩১৯ হিঃ, কলিকাতা হতে, মাছউয়া বাজার, রোড নং ২১ চুলিয়া মসজিদের পার্শ্বে।

হুজুর আকদছের খেদমতে নিচের ইশতেহার খানা পাঠালাম, যদি ছহি হয় তাহলে সত্যায়িত করে দেবেন, আর যদি ছহি না হয় তাহলে বিস্তারিত জওয়াব লিখে দিবেন।

ইশতেহারের অনুলিপি

رب زدنى علما

নূরে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহ তাআলার জাতি নূর অর্থাৎ জাতের অংশ নয়। বরং সৃষ্টি করা নূর। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন-

اول ماخلق الله نورى اول ماخلق الله القلم اول ماخق الله العقل كذا فى تاريخ الخميس وفى سر الاسرار

অর্থাৎ-" আল্লাহ প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন!" ' আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন' 'আল্লাহ প্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন' এভাবে তারিখুল খামিছ এবং ছিররুল আছরার কিতাবে এসেছে। জাতি নূর বলার কারণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরকে আল্লাহর জাতের টুকরা বলা অপরিহার্য হয়ে যায়। আর এটি কুফরী। অনেক জাহেল লোকদের এটিই আকিদা। অতএব নূরে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জাতি নূর অথবা আল্লাহ তাআলার জাতের টুকরা না বলা চাই। হ্যাঁ, রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরকে আল্লাহর নূর বা আল্লাহর সৃষ্ট নূর আল্লাহর জাতের নূর বা আল্লাহর জামলের নূর বলা হয়, তবে তা জায়েজ, যেমন গাউছুল আযম (রঃ) স্বীয় কিতাব ছিররুল আছরার এর মধ্যে লিখছেন-

لما خلق الله تعالى روح محمد صلى الله عليه وسلم وسلم اولا من نور جماله

(আল্লাহ পাক প্রথম তাঁর জামালিয়াতের নূর হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে পয়দা করেছেন) এভাবে হাদীছে কুদছী শরিফে এসেছে-

خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهى كما قال النبى صلى الهل عليه وسلم اول ماخلق الله روحى اول ماخلق الله نور ى

(আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রুহ সৃষ্টি করেছি আমার চেহেরার নূর হতে, যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন- আল্লাহ প্রথম আমার রুহ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন) কেননা একটি বিষয়কে আরেকটির দিকে এজাফাত করলে ওটির মধ্যকার বা অংশ হয়ে যায় না। কেননা মুজাফ এবং মুজাফ ইলাইহি এর মধ্যে বৈপরিত্য শর্ত। যেমন বায়তুল্লাহ, নাকাতুল্লাহ, নুরুল্লাহ,রুহুল্লাহ। অতএব ছাবেত হল, নূরে রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নূরে মাখলুকে খোদা, বা নূরে জাতে খোদা বা নূরে জামলে খোদা। নূরে জাতি বলতে আল্লাহ তাআলার জাতের টুকরা, অংশ বা জাতের মধ্যকার নয়। ইশতেহার প্রকাশকারী আব্দুল মুহাইমিন কাজি এলাকা, বাহু বাজার, কলিকাতা।

উত্তর ঃ রাছুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর নিঃ সন্দেহে আল্লাহ তাআলার নূরে জাতি হতে পয়দা। যেমন আমি প্রথম ফতোয়ায় ওলামায়ে কেরামের বিশ্লেণাত্মক ব্যাখ্যা দ্বারা বিষয়টি ছাবেত করেছি। আর মাছয়ালাটির বিশদ্ব্যাখ্যাও আমি দিয়ে এসেছি। কিন্তু নাউজুবিল্লাহ! এটা কোন মুসলমানের আকিদা দূরের কথা ধারে কাছেও আসতে পারে না যে, নূরে রিছালত বা অন্য কিছু আল্লাহর জাত বা আল্লাহর জাতের অংশ। এ-জাতীয় আকিদা অবশ্যই কুফরী এবং এরতেদাদ। (দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া)।

اى ادعاء الجزئية مطلقا والعينية بمعنى الاتحاد اى هو فى مرتبة الفرق اما ان الوجود واحد والموجود واحد فى مرتبة الجمع والكل ظلاله وعكوسه فى مرتبة الفرق فلا موجود الاهو فى مرتبة الحقيقة الذاتية اذلاحظ لغيره فى حد ذاته من الوجود اصلا جملة واحدة من دون ثنيا فحق ناصع لاشك فيه

অর্থাৎ- সাধারণভাবে অংশ দাবী করা বা মূল দাবী করা একই অর্থের মধ্যে পড়ে, অথচ সেটা পার্থক্যের স্তরে আছে, হয়ত -وجود- এক আর موجود ও এক সম্মিলিতভাবে, আর -كل- হল তার ছায়া, আবার বিপরীতমুখী পার্থক্য হল, তিনি ছাড়া আসলে কোন কিছুموجودনাই সত্ত্বাগতভাবে। কেননা অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাঁর বিপরীত কোন অংশই নাই, অতএব সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল।

কিন্তু নূরে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে আল্লাহর নূরে জাতি বলার কারনে আইনে জাত বা জাতের অংশ বলা অপরিহার্য হয় না। মুসলমানদের উপর কু-ধারনাও ঠিক নয়। ওলামা এবং সাধারন্যে এ-জাতীয় আকিদাও চিন্তা করা যায় না। আর না নূরে জাত দাবীদারদের নূরে জাতী দাবীদারদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যদ্বারা ওটি জায়েজ আর এটি নাজায়েজ হবে।

প্রথমতঃ জাতির এই পরিভাষা যা আইনে জাত অথবা মূলের অংশ হওয়ার ধারণা দেয়। এটি বিশেষভাবে ইছাওজির পরিভাষা। ওলামা এবং সাধারণের পরিভাষায় এটি উদ্দেশ্য নয়। সাধারণভাবে বলা হয়, আমি আমার জাতি বা নিজস্ব ইলম থেকেই বলছি। অর্থাৎ আমার এই বলা কারও থেকে শুনা কথা নয়। আরও বলা হয় এই মসজিদ আমি আমার জাতি টাকায় নির্মাণ করেছি। অর্থাৎ চাঁদা বা অন্যের টাকা দিয়ে নয়। আহ্লে ছুন্নাতের ইমামগনের আকিদা এই যে, ছিফাতে এলাহী মুল জাত নয়। আল্লাহর ইলম, কুদরত, শুনা,দেখা, এরাদা ও কালামকে তাঁর ছিফতে জাতি বলা হয়। হাদিকায়ে নদিয়্যার মধ্যে আছে-

اعلم ان الصفات التى هى لاعين الذات ولاغيرها انماهى الصفات الذاتية الخ -

অর্থঃ- নিঃসন্দেহে এ সমস্ত ছিফাত যেগুলি আল্লাহর মুলও নয় বাইরেও নয়, এগুলো শুধু জাতি ছিফাত।

আল্লামা ছৈয়দ শরীফ তা'রিফাত নামক রিছালায় বর্ণনা করছেন-

الصفات الذاتية هى مايوصف الله تعالى بها ولايوصف بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة وغيرها

অর্থঃ জাতি ছিফাত ওগুলোই। যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্ গুনান্বিত এবং ওগুলোর বিপরিত

গুণ দ্বারা গুন্বান্বিত নয়, যেমন কুদরত, ইজ্জত, আজমত ইত্যাদি।

উজুবে জাতি (আল্লাহর সত্ত্বার জন্য ওয়াজিব) ইমতিনায়ে জাতি (আল্লাহর জাতের জন্য নিষেধ) এবং এমকানে জাতি (আল্লাহর সত্ত্বার জন্য মুমকিন) এর বিষয় আমরা অবশ্যই হিকমত, কালাম এবং ফলসফা শাস্ত্রে শুনেছি

يعنى ان الذات تقتضى لذاتها الوجود اوالعدم

অর্থাৎ 'অবশ্যই জাত তার জন্য উজুদ (অস্তিত্ব) বা আদম (নিশ্চিহ্ন) চায়। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কিছুই আল্লাহর জাতের মধ্যেও নয় বা জাতের অংশও নয়। বরং এটি হচ্ছে মফহুযাতে ইতেবারীয়া যার জন্য বাইরে কোন উজুদ বা অস্তিত্ব নেই। যেমন বিষয়টি আপন জায়গায় তাহকিক হয়েছে। ইলমে কালাম এবং ইলমে উছুলে ফেকহাতে কোন কর্মের হুছনে জাতি (সত্ত্বাগত গুণ) এবং কবিহ জাতির (সত্ত্বাগত দোষ) মাছয়ালা এবং এ বিষয়ে আয়িম্মায়ে মাতুরিদীয়ার মাজহাব আমরা জানি। অথচ গুণ এবং দোষ কোন কর্মের মুলও নয়, অংশও নয়। তাই তাহরীরুল উছুল কিতাবে এসেছে।

ما اتفقت فيه الاغراض والعادات واستحق به المدح والذم فى نظر العقول لتعلق مصالح الكل به هو المراد بالذاتى للقطع بان مجرد حركة اليد قتلا ظلما لاتزيد حقيقتها على حقيقتها عدلا فلو كان الذاتى مقتضى الذات اتحد لازمهما حسنا وقبحا فانما يراد (اى بالذاتى) مايجزم به العقل لفعل من الصفة بمجرد تعلقه كائنا عن صفة نفس من قام به فباعتبارها يوصف بانه عدل حسن اوضده اهـ

অর্থাৎ- যেখানে উদ্দেশ্য ও প্রচলন এবং আর ব্যাকারণে যুক্তির বিবেচনায় প্রশংসা আর নিন্দা উভয়ের যোগ্য হয়। সেখানে সকলের সুবিধা সম্পৃক্ত, আর জাতি দ্বারা অবশ্যই সেটা উদ্দেশ্য। কেননা অন্যায় ভাবে হত্যার জন্য শুধু হাতের নড়াচড়া অতিরিক্ত হয়ে তার মূলের সমান হয় না, অতএব 'জাতি' যদি তার 'জাত' এর অনুরুপ হয়, তাহলে উভয়ের দাবী ভাল ও খারাপ উভয়ের ক্ষেত্রে এক হবে।

অবশ্য এখানে 'জাতি' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যদ্বারা কোন গুনের কারণে মস্তিষ্ক দৃঢ় সংকল্প হয় শুধু তার সাথে সম্পর্কের কারণে যা সৃষ্টি হয় ঐ আত্মার গুণ থেকে যা নিজে প্রতিষ্ঠিত। এই বিবেচনার তাকে গুনান্বিত করা যায় যে, তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ সুন্দর অথবা তার বিপরীত।

দ্বিতীয়ত ঃ জাতি (ذاتى) এর মধ্যে ইয়া (ى) নিছবত এর জন্য জাতি (ذاتى) হলো 'জাত' (ذات) এর দিকে সম্পৃক্ত। (متغائرين) (বিপরিত ধর্মী) এর মধ্যে প্রতিটি এজাফতের দিকে নিছবত বিশুদ্ধ যা অন্যের দিকে মুজাফ বা সম্পৃক্ত হবে, অবশ্যই তা ওটির দিকে নিছবত বা সম্পৃক্ত হবে কেননা এজাফতও এক ধরণের নিছবত। অতএব যখন নূরে জাত বলা ছহী, নূরে জাতী বলাও অকাট্যভাবে ছহী হবে। নতুবা নিছবত নিষিদ্ধ হবে এমতাবস্থায় নূরে জাত বলাও বাতিল বলে গন্য হবে।

তৃতীয়ত ঃ নূরে জাত বলা যেটি নূরে জাতীর অস্বীকারকারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য, এতে এজাফত এজাফতে বয়ানিয়া। অর্থাৎ ঐ নূর যেটি আল্লাহর জাতের আইন বা মূল। এ-ক্ষেত্রে (নাউজুবিল্লাহ!) নূরে রিছালত জাতে এলাহীর আইন (মূল) হওয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। অতএব নূরে জাত বলা কেন নিষেধ হল না? যদি বলা হয়, এই অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে এজাফত"এজাফতে লামীয়া" এর উদ্দেশ্য তাজিম যেমন বায়তুল্লাহ, নাকাতুল্লাহ, রুহুল্লাহ। তাহলে এই অর্থে নূরে জাতি হওয়ার মধ্যে কি অসুবিধে আছে? অর্থাৎ ঐ নূর যা আল্লাহর জাতের সাথে খাছ নিছবত রাখে। তাই আল্লামা জুরকানী শরহুল মাওয়াহেব' এর মধ্যে লিখেন-

اضافة تشريف واشعار بانه خلق عجيب وان له شانا له مناسبة ما الى الحضرة الربوبية على حد قوله تعالى ونفخ فيه من روحه

অর্থ- এখানে এজাফত এজাফতে তাশরিফিয়্যাহ, এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আশ্চর্য্য মাখলুক এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর কাছ নিছবত রয়েছে। যেমন- ونفخ فيه من روحه

চতুর্থতঃ নাউজুবিল্লাহ! 'নূরে জাতি' এর মধ্যে যদি একটি অর্থ কুফরী থাকে যে, জাতি শব্দকে তর্ক শাস্ত্রের কিতাব ইসাগুজীর পরিভাষায় ধরা হত, যা মোটেই বক্তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং তারা এ সম্পর্কে জানেওনা, তাহলে নূরে জাত- বা

হাদীছ শরীফে এরশাদ হয়েছে-

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

অর্থাৎ মুমিনের ফেরাছত (বেলায়তের সুক্ষ দৃষ্টি) কে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।

পঞ্চমত ঃ মুজাফ আর মুজাফ ইলাইহির মধ্যে যদি মুগায়িরাত বা বৈপরিত্য শর্ত হয়, তাহলে মনছুব আর মনছুব ইলাইহির মধ্যে কি শর্ত নয়?

ষষ্ঠতঃ যারা নূরে জাতীর অস্বীকারকারী তাদের ব্যাখ্যামতে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সর্বপ্রথম মাখলুকও থাকেন না। বরং অন্য দুটি জিনিষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পূর্বে সৃষ্টি হিসেবে নির্ধারিত হবে। অথচ এটি হাদীছ এবং ইমামগণের মতামতের খেলাফ। হাদীছে এরশাদ হয়েছে-

يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره

'হে জাবের! আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে দুটি এজাফত, নূরে নবী এবং নূরে খোদা। আর ইশতেহার প্রকাশকারীর দৃষ্টিতে এজাফতের মধ্যে বৈপরিত্য শর্ত। অতএব নূরে নবী- গায়রে নবী এর নূরে খোদা- গায়রে খোদা হয়েছে। আর খোদা ছাড়া অন্য কিছু যা আছে, তা মাখলুক। অতএব নূরে খোদা মাখলুক হল এই নূর হতে নূর নবী পয়দা হল। এখন নূরে খোদা অবশ্যই নূরে নবীরও পূর্বের মাখলুক ছিল, আর নূরে নবী বাকি সমস্ত মাখলুখের পূর্বে পয়দা হয়েছে। আর সমস্ত মাখলুকের মধ্যে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাও ছিলেন, অতএব নূরনবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে পয়দা হয়েছিল এরও পূর্বে নূরে খোদা পয়দা হয়েছিল। এখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরও পূর্বে দুটো মাখলুক হয়েছিল, এটি নিছক বাতিল।

সপ্তমতঃ ব্যাখ্যা এই যে মানতিক শাস্ত্রের কিতাব ইছাগুজির মধ্যে জাতিকে আরেজীর বিপরীতে আনা হয়েছে। এই অর্থে আল্লাহ তাআলা নূরে জাতি এবং নরে আরজী উভয়টি হতে পাক। কিন্তু এটি এখানে মোটেও উদ্দেশ্য নয়, সাধার'

নূরুল্লাহ বলা, যেটির বৈধতা অস্বীকারকারীরাও স্বীকার করেন, এমতাবস্থায় কয়েকটি কারণেই কুফরীর অর্থ প্রকশ পাবে।

আমি অন্যান্য ফতোয়ায় বয়ান করে এসেছি যে, নূর এর দু'টি অর্থ, একটি নিজে নিজে জাহের অন্যটি অন্যের জন্য জাহের। এই অর্থে যদি এজাফতে বয়ানিয়া নেয়া হয়, তখন নূরে রেছালত জাতে এলাহীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, যেটি কুফরী, আর যদি এজাফতে লামিয়া নেয়া হয় তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রিয় নবীর নূর নিজে নিজে জাহের আর জাতে এলাহীর জন্য জাহেরকারী এটাও কুফরী। অন্য অর্থে এটি কাইফিয়ত ও আরজ যেমন চমক, ছলক, উজালা, রৌশনি। এই সমস্ত অর্থে যদি এজাফতে বয়ানিয়া নেয়া হয়, তাহলে মূল কুফর ছাড়াও আরেকটি কুফর হয়ে যাবে যে, আল্লাহর জাত আরজ এবং কাইফিয়্যাত নাউজুবিল্লাহ, আর যদি এজাফতে লামিয়া নেয়া হয়, তাহলে কারও রৌশনি বলার দ্বারা আরেজী এবং কাইফিয়্যাত বলা হবে। যেমন নূরে শামছ, নূরে কামর, নূরে চেরাগ, এতে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ পাককে হাদেছ বলা লাজেম হবে। এটিও পরিস্কার গোমরাহী, এ-সমস্ত ধারণা হতে নূরে জাতি বলা যদি নাজায়েজ হয় তাহলে নূরে জাত এবং নূরুল্লাহ বলা বহুগুন নাজায়েজ হবে। অথচ এটির বৈধতা বিরুদ্ধাচারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য তো আছেই, উপরন্তু কোরআনুল করীমে এরশাদ হচ্ছে-

يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون

(سورة الصف)

অর্থাৎ- 'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরুপ বিকশিত করবেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে' (সূরা আছছফ, আয়াত ৮)

يريدون ان يطفؤا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولوكره الكافرون - (سورة التوبة)

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন। যদিও কাফিররাই তা অপছন্দ করে (সূরা তাওবাহ, আয়াত৩২)

জাতি ছেফাতির মোকাবেলায় ব্যবহার হয়। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। এই অর্থে আল্লাহর জন্য নূরে জাতি নূরে ছেফাতী। নূরে আছমায়ী সবই আছে। তাঁর জাত, ছেফাত এবং আছমা বা নামের তাজাল্লী আছে। এখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর জাতের তাজাল্লী, আম্বিয়া, আউলিয়া এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর ছিফাত এবং আছমা (নাম সমূহ) এর তাজাল্লী। যেমন অন্য ফতোয়ায় শায়খে মুহাক্কেক হতে নকল করে এসেছি।

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وسلم

ইমামে জলীল জালালুল মিল্লাতে ওয়াদদ্বীন ইমাম সূয়ূতী (রঃ) খাছায়েছুল কুবরা এর মধ্যে এরশাদ করেন-

باب الاية فى انه لم يكن يرى له ظل اخرج الحكيم الترمذى عن ذكوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى له ظل في شمس ولاقمر، قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لايقع على الارض لانه كان نورا فكان اذ مشى فى الشمس او القمر لا ينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حديث، قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعائه واجعلنى نورا -

অর্থঃ এই অধ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া দৃশ্যমান না হওয়া সম্পর্কে, ইমাম হাকেম তিরমিজি (রঃ) হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে পরিদৃষ্ট হত না। ইবনে ছাবা এরশাদ করেছেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া জমিনে পতিত হত না। কেননা তিনি নূর ছিলেন। অতএব তিনি যখন সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে চলাফেরা করতেন। তার ছায়া পরিদৃষ্ট হত না। অনেকেই বলেছেন, এর সমর্থনে হাদীছও রয়েছে। দোয়াতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কউল-হে আল্লাহ আমাকে এর নূরে নূরান্বিত কর।

'নমুজজুল লবীব ফি খাছায়িছিল হাবিব' এর মধ্যে আরও আছে-

لم يقع ظله صلى الله عليه وسلم ولا رئى له ظل فى شمس ولاقمر قال ابن سبع لانه كان نورا وقال رزين لغلبة انواره -

অর্থঃ হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া পতিত হত না। সূর্য এবং চন্দ্রের আলোতে চলার সময় তাঁর ছায়া পতিত হত না। ইবনে ছাবা এরশাদ করেছেন- কেননা তিনি নূর ছিলেন। ইবনে রজিন বলেছেন- নূরের আধিক্য (সূর্যের নূর হতেও) বেশী হওয়ার কারণে। ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) আফজালুল কুরা কিতাবে ইমাম বুছিরী (রঃ) এর নিম্নোক্ত মতনের ব্যাখ্যায় বলেন-

لم يساووك فى علاك وقدحا # لـ سنامنك دونهم سناء

অর্থঃ অন্যান্য নবীগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পূর্ণাঙ্গ গুণের সমকক্ষ হতে পারেনি। নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আলো এবং মর্যাদা অন্যান্য নবীগণকে তাঁর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পর্দা হয়েছে।

مقتبس من تسميته تعالى لنبيه نورا فى نحو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا الدعاء بان الله يجعل كلا من حواسه واعضائه وبدنه نورا اظهار الوقوع ذالك وتفضل الله تعالى عليه به ليزداد شكره وشكر امته على ذالك ما امرنا بالدعاء الذى فى اخر البقرة مع وقوعه وتفضل الله تعالى به لذالك ومما يويد انه صلى الله تعالى عليه وسلم صار نورا انه كان اذا مشى فى الشمس والقمر لايظهر له ظل لانه لايظهر الا للكثيف وهو صلى الله تعالى عليه وسلم قد خلصه الله تعالى من سائر الكثافات الجسمانية وصيره نورا صرفا لايظهر له ظل اصلا -

অর্থাৎ- "উক্ত অর্থ এখান থেকেই নেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নাম নূর রেখেছেন এই আয়াত হতে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে নূর এসেছে এবং রৌশন কিতাব, আর হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বেশী বেশী এই দোয়া করতেন যে, আল্লাহ আমার সকল অনুভূতি, অঙ্গ এবং পূর্ণ দেহকে নূর করে দাও। এই দোয়া দ্বারা এটি বুঝায় না যে, নূর এখনও হয়নি। নবী তাই ফরিয়াদ করেছেন। বরং এই দোয়া এ কথারই প্রকাশ ছিল যে, বাস্তবতই নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর গোটা দেহ মোবারকই নূর ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে এই ফজিলত দিয়েছেন। দোয়া শুধু শোকর আদায় করার জন্য এবং উম্মতও যেন শোকর আদায় করে সে তালিমের জন্য। যেমন আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন সূরা বাকারার শেষে দোয়াটি আরজ করি। অথচ আল্লাহর ঐ নেয়ামত বাস্তব আছে এবং সে নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে মহিমান্বিত করেছেন। আর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শুধুই নূর হওয়ার তায়ীদ এতে রয়েছে যে। সূর্যের আলোতে এবং চাঁদনী রাতেও তাঁর ছায়া পতিত হতনা। কেননা ছায়া তো কাছিফ বা ঘন বস্তুর হয়। আর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আল্লাহ তাআলা তা হতে মুক্ত করত: নূর করে দিয়েছেন। অতএব তাঁর ছায়া ছিল না। আল্লামা সুলাইমান শরহে হামজিয়া "জুমাল" এর মধ্যে এরশাদ করেন-

لم يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم ظل يظهر فى شمس ولاقمر

অর্থাৎ- হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে প্রকাশ হত না।

আল্লামা হুছাইন বিন মুহাম্মদ দিয়ারে বকরী (রঃ) কিতাবুল খামিছ ফি আহওয়ালিন নাফছে নাফিছ কিতাবে লিখেছেন-

لم يقع ظله صلى الله تعالى عليه وسلم على الارض ولا يرى له ظل فى شمس ولاقمر

অর্থাৎ-'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া জমিনে পতিত হত না এবং তাঁর ছায়া সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে দৃশ্যমান হত না।

একই কথা হুবহু নূরুল আবছার ফি মানাকিবি আলি বাইতিন নাবিয়্যিল আতহার কিতাবেও এসেছে।

তাছাড়া আল্লামা জুরকানী (রঃ) শরহে মাওয়াহেব শরীফে এরশাদ করেন-

لم يكن له صلى الله عليه وسلم ظل فى شمس ولاقمر لانه كان نورا كما قال ابن سبع وقال رزين لغلبة انوآره وقيل حكمة ذلك صيانة عن ان يطاء كافر ظله ، رواه الترمذى عن ذكوان ابى السمان الزيات المدنى اوابى عمرو المدنى مولى عائشة رضى الله تعالى عنها وكل منهما ثقة من التابعين فهو مرسل لكن روى المبارك وابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يكن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ظل ولم يقم مع الشمس قط الاغلب ضوءه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط الاغلب ضوءه ضوء السراج -

অর্থঃ- সূর্য এবং চন্দ্রের আলোয় হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। কেননা নবী নিজেই ছিলেন নূর যেমনটি ইবনে ছাবা বলেছেন। আর হযরত রজিন বলেছেন- হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরের আধিক্যই এর কারণ।কেউ কেউ বলেছেন- এর হিকমত হচ্ছে কাফেররা যাতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া মাড়াতে না পারে। এটি ইমাম তিরমিজি (রঃ) হযরত জাকওয়ান আবিছ ছামান জাইয়াত মাদানী এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর গোলাম আবি আমর মাদানী হতে রেওয়ায়েত করেছেন। এদুজনই তাবেয়ী এবং ছেকা (নির্ভরযোগ্য) ছিল। অতএব হাদীছখানা মুরছাল। ইবনে মোবারক এবং ইবনে জওজী হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। সূর্যের সাথে তিনি তুলনীয় নন। সূর্যের রশ্মি হতে তাঁর নূরের রশ্মি প্রখর ছিল। প্রদীপ বা নক্ষত্রের সাথে তিনি তুলনীয় নন। প্রদীপ বা নক্ষত্রের চেয়েও তাঁর আলো প্রখর ছিল।

মুহাম্মদ বিন ছাবান এছয়াকুর রাবেবীন এর মধ্যে খাছায়েছে নবী অধ্যায়ে লিখেছেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না।

হযরত মৌলভী মা'নবী লিখেন-

چوں فناش از فقر پیدایه شود # او محمد واربے سایه شود

মর্মার্থঃ- যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বৈশিষ্ট আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ফানাহ ছিল, তখন তাঁর আর কোন ছায়া ছিল না।

মাওলানা আব্দুল আলী এর ব্যাখ্যায় লিখছেন-

در مصراع ثاني اشاره به معجزه آن سرور صلى الله تعالى عليه وسلم است كه آن سروررا سايه نمى افتاد -

অর্থাৎ ঃ ছন্দখানির দ্বিতীয় অংশ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মু'জিজার প্রতি ইশারা করছে যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া পতিত হত না।

ওহাবীরা এবং ইছমাঈল দেহলভীর অনুসারীরা এই সর্বসম্মত মাছয়ালাকে ইনকার করে। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রঃ) তাঁর মাকতুবাত শরীফের তৃতীয় খন্ডে বলেন-

اورا صلى الله تعالى عليه وسلم سايه نبود ودر عالم شهادت سايه هرشخص از شخص لطيف ترست وچوں لطيف ترے از وے صلى الله عليه وسلم بناشد اور اسايه چه صورت دارد

অর্থঃ- আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। এই নশ্বর জগতে প্রত্যেকের ছায়া তার কায়া হতে সুক্ষ্ম।

আর নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে লতীফ বা সূক্ষ্ম কোন সত্ত্বা নেই। অতএব তাঁর ছায়া থাকার কি সুযোগ আছে?

উক্ত মাকতুবের ১৪৪ নম্বরে বলা হয়েছে-

واجب را تعالے چرا ظل بود كه ظل موهم توليد مثل ست فيئ شانيه عدم كمال لطافت ، اصل هرگاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم را از لطافت ظل نبود خدا نے محمد راچگو نه ظل باشد اه جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم

অর্থঃ আল্লাহ তাআলার ছায়া কিভাবে হবে! কেননা ছায়া জন্মকে অপরিহার্য করে। আর ছায়া পরিপূর্ণ লাতাফাত বা সূক্ষতার পরিপন্থী। যখন সূক্ষ্মতার কারণে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ইলাহর ছায়া হবে কিভাবে?

মাতালিউল মুছাররাত এর মধ্যে ইমামে আহ্‌লে ছুন্নাত ইমাম আবুল হাছান আশয়ারী (রঃ) এরশাদ করেছেন

انه تعالى نور ليس كالانوار والروح النبوية القدسية لمعة من نوره والملئكة شرر تلك الانوار

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নূর। কিন্তু অন্য নূরের মত নয়। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রুহে খুছুছিয়াহ আল্লাহর নূরেরই স্ফুলিঙ্গ। আর ফেরেস্তাগণ সে নূরেরই ফুল।

এর সমর্থনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন-

اول ماخلق الله نورى ومن نورى خلق كل شيئ

অর্থাৎ- আল্লাহ প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর হতে সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

যখন ফেরেস্তারা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর হতে পয়দা এবং তাঁদের ছায়া নেই। তখন হুজুর আকরম (দঃ) এর কিভাবে ছায়া থাকতে

পারে? তাঁর নূরের এক ঝলক হতে তো সকল ফেরেস্তারা পয়দা হয়েছে। তিনি তো মূল নূর। ফেরেস্তারা নবীর নূর হতে সৃষ্টি হয়ে পরে তাদের ছায়া থাকবে না। আর নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি হয়েও ছায়া থাকবে। এটা কেমন কথা!।

হাদীছ শরীফে আছে, আছমানে চার আঙ্গুল স্থান এমন নেই, যেখানে ফেরেস্তারা মাথা অবনত করে সেজদায় পতিত নয়। ফেরেস্তাগণের যদি ছায়া হতো তাহলে সূর্যের আলো আমাদের নিকট কিভাবে পৌছত? যদি পৌছতও, তাও ঘন বৃক্ষাদি এবং নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে।

ফেরেস্তারা তো লতিফ (সুক্ষ্ম)। আগুনের ছায়া নেই। এমনকি বাতাসের ও ছায়া নেই। ভোরের হাওয়া যেটি উর্ধ্বাকাশের হাওয়ার চেয়ে সূক্ষ্ম ওটিরও ছায়া নেই। নতুবা কখনো দিনের আলো বের হত না। বরং হাওয়ার মধ্যে তো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ স্তর এবং বিভিন্ন রকমের কীট-পতঙ্গে ভরপুর। যেগুলো দূরবীনের মাধ্যমে দেখা যায়। আবার অনেকগুলো দূরবীন ব্যাতিরেকেও দৃষ্ট হয়। যখন সূর্যের আলো কোন বন্ধ ঘরে সূক্ষ ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, ওটির ছায়া পতিত হয় না। এখন কথা হচ্ছে, এসব কিছু তো আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দেহ মোবারকের এতই সূক্ষ্মতা, কোন অন্তর অনুধাবন করতে পারবে যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। এখানে হাওয়ার বিভিন্ন স্তরের এবং জীব-জন্তর সুক্ষ্ম দেহের কথা হয়তঃ বলা হবে। কিন্তু আসমানের ব্যাপারে কি বলা হবে? আছমান তো এত বড় যে, গোটা জমিনকে সীমায়িত করে রেখেছে। আর ওটির একটি অংশে সূর্য আছে, আর সূর্য গোটা জমিন হতে তিন শত ছত্রিশ গুন বড়। ওটির ছায়া দেখাও দেখি। ওটির ছায়া যদি পড়ত,তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত দিনের মুখ দেখা নছীব হত না। হ্যাঁ এই নীল শামিয়ানাই প্রথম আছমান, যেটি আমাদের দৃষ্টিতে আসছে। কুরআনুল করিম এরশাদ করছে-

افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنينها وزينها ومالها من فروج

অর্থঃ- তোমরা কি দেখনা! তোমাদের উর্ধ্বের আছমানকে, আমি সেটিকে কিভাবে তৈরী করেছি এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি। এবং এটির কোথাও কোন ত্রুটি নেই। আরও এরশাদ হচ্ছে- وزينها للنظرين অর্থাৎ- আমি আছমানকে অবলোকনকারীদের জন্য সৌন্দর্য মন্ডিত করেছি।

ইউনানী দর্শনের আলোকে যদি বলা হয় এটি আছমান নয় বরং বাষ্পকুন্ড। তারপরও আমাদের দাবী অর্জিত হবে। কেননা এটিকে আছমান বা বাষ্পকুন্ড বলি না কেন, এত বিশাল পরিমাপ থাকা সত্ত্বেও এর ছায়া নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে আছমান বলতে কোন কিছুই নেই। যেটি দৃষ্টিতে আসছে, এটি শুধুমাত্র ধারণা এবং ভিত্তিহীন দৃষ্টির সীমা মাত্র। এটি তো একটি কথা। কিন্তু আছমানী কিতাবের উপর ইমান রেখে আছমানকে অস্বীকার করা অসম্ভব। মোট কথা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা ছাবেত হল যে, উপাদান বিশিষ্ট দেহের জন্য ছায়া অপরিহার্য নয়। আর প্রকৃতিবাদীরা পর্যন্ত যখন তাদের প্রকৃতি বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তা মেনে নিল। তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জন্য যে ফজিলত নির্দিষ্ট- এবং আকল ও নকল কোন দিক হতেই যেটির খন্ডন নেই। সেটি কেন মেনে নেয়া হবে না? বরং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সুমহান বৈশিষ্ট্য নিয়ে বির্তক করা ক্বালবের রোগ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। রোগাক্রান্ত কালব নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফাজায়েল গ্রহণ করতে অক্ষম। তারা يشرح صدره للاسلام (আল্লাহ তাদের অন্তর ইসলাম বুঝার জন্য উন্মুক্ত করে দেন) এর দৌলত অর্জন করেনি যে, তারা সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে। বরং এদের অবস্থা হচ্ছে-

يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء

"তার বক্ষকে সংকীর্ণ- অধিক সংকীর্ণ করে দিয়েছেন, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহন করেছে।" (সূরা আনআম, আয়াত,- ১২৫)

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون

অর্থাৎ- এমনিভাবে যারা ঈমান আনে না, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর শাস্তি অবর্তীণ করেন। (সূরা আনআম, আয়াত,- ১২৫)

আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি সর্বজ্ঞাত।

লিখকঃ
ফকির মুহাম্মদ ইব্রাহীম শাহেদী ফুরানফুরী
রজব ১৩৬৩ হিজরী
আলা হযরত ইমাম আহমদ রজা খাঁ ব্রেলভী
(রঃ) এর পান্ডুলিপি হতে গৃহীত

نفی الفیئ عمن استنار بنوره کل شیئ

(যার আলোতে সবকিছুই আলোকিত তার ছায়াহীন কায়া)

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

الحمد لله الذی خلق قبل الاشیاء نور نبینا من نوره وفلق الانوار جمیعا من لمعات ظهوره فهو صلی الله تعالی علیه وسلم نور الانوار ومحمد جمیع الشموس والاقمار سماه ربه فی کتابه الکریم نورا وسرا جا منیرا قلولا انارته لما استنارت شمس ولاتبین یوم من امس ولاتعین وقت للخمس صلی الله تعالی علیه وعلی المستنیرین بنوره المحفوظین عن الطمس جعلنا الله تعالی منهم فی الدنیا ویوم لایسمع الاهمس -

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন এই মাছয়ালার ব্যাপারে কি মতামত প্রদান করেন যে, রাছুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল কি ছিল না? বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ

নিঃসন্দেহে নূরনবী হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। এই মাছয়ালাখানা হাদীছ শরীফ, ওলামায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রমাণিত। যেমন মুহাদ্দিছ হাফেজ রজিন, শিফাউছ ছুদুর কিতাবের লিখক আল্লামা ইবনে ছাবা, কিতাবুশ শিফা ফি তারিফে হুকুকিল মোস্তফা কিতাবের লিখক ইমাম আল্লামা কাজি আয়াজ, ইমামে আরেফ বিল্লাহ ছায়্যিদী জালালুল মিল্লাতে ওয়াদদ্বীন মুহাম্মদ বলখী রুমী, আল্লামা হুছাইন বিন মুহাম্মদ

ছিয়ারে বকরী সীরাতে শামীর লেখক, সীরাতে হালবীর লেখক, ইমাম আল্লামা জালালক উদ্দীন সুয়তী, কিতাবুল ওফার মুছান্নিফ আবুল ফরজ ইমাম ইবনে জাউজী, নাছিমুর রিয়াজ এর লেখক আল্লামা শিহাবুল হক খফাজী, মাওয়াহেবের লুদুনীয়ার লেখক ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ খতিব কুছতুলানী, শারেহে মাওয়াহেব ফাজেলে আজ মুহাম্মদ জুরকানী মালেকী, শায়খে মুহাক্কিক মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী, শায়খ মুজাদ্দিদে আলফেছানী ফারুকী সরহিন্দী, বাহরুল উলুম মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী, শায়খুল হাদীছ মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী প্রমূখগণ। এরা এমন মহান ব্যক্তিত্ব- বর্তমানকার অহেতুক দাবীকারীদের এদের শাগরেদ হওয়া দূরের কথা, তাঁদের কালাম বুঝবার ক্ষমতাও নেই। পরবর্তী আলেমগণ পূর্ববর্তী আলেমগণ হতে এই মাছয়ালার ব্যাপারে তাঁদের মতামত সবসময়ই আপন আপন কিতাবে জিকির করে এসেছেন। আর মুফতি ও কাজিগণ ঐক্যমত পোষন করে এই মাছয়ালার ভিত্তি দৃঢ় করেছেন।

فقد اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لم یکن یری له ظل فی شمس ولاقمر

অর্থাৎ- হাকিম তিরমিজি হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন- সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া দৃশ্যমান হত না?

সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এবং হাফেজ আল্লামা ইবনে জাউজি হযরত সায়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেন-

قال لم یکن لرسول الله صلی الله علیه وسلم ظل ولم یقم مع شمس قط الاغلب ضوؤه ضوء الشمس ولم یقم مع السراج قط الاغلب ضوؤه ضوء السراج

অর্থঃ এরশাদ হচ্ছে রাছুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। তিনি সূর্যের সামনে দাড়ালে তাঁর নূরের সামনে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যেত। আর কোন প্রদীপের সামনে দাঁড়ালে তাঁর নূরের জ্যোতি ঐ প্রদীপের আলোকে গ্রাস করে নিত।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রঃ) তার খাছায়েছে কুবরা কিতাবে উক্ত প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। আর এতে তিনি হাদীছে জাকওয়ান এনে বলেছেন-

قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لايقع على الارض وانه كان نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لاينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعائه واجعلنى نورا -

অর্থঃ- ইবনে ছাবা' বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান বৈশিষ্ট্যর একটি ছিল যে, তাঁর ছায়া জমিনে পতিত হত না, তিনি শুধুই নূর ছিলেন। অতএব তিনি যখন সূর্যের আলোতে চন্দ্রের কিরণে চলতেন, তাঁর ছায়া দৃশ্যমান হত না। অনেক আলেম এরশাদ করেছেন এবং তাদের সমর্থনেই হাদীছখানা বিদ্যামান, যাতে নবী এরশাদ করেছেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বীয় দোয়াতে আরজ করেছেন। আল্লাহ আমাকে নূর করে দাও।

নামুজাজুল লবীব ফি খাছায়িছিল হাবীব কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ অংশে এরশাদ হয়েছে-

لم يقع ظله على الارض ولارئ له ظل في شمس ولاقمر قال ابن سبع لانه كان نورا قال رزين لغلبة انواره

অর্থঃ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া জমিনে পড়ত না। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া দৃশ্যমান হত না। সূর্য্যের আলোতেও না, চন্দ্রের কিরণেও না। ইবনে ছাবা বলেছেন- কেননা তিনি নূর ছিলেন। আর ইমাম রজিন বলেছেন, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর সকল কিছুর উপর গালিব ছিল।

ইমাম আল্লামা কাজী আয়াজ (রঃ) শেফা শরীফে এরশাদ করেন-

وماذكر من انه لاظل بشخصه فى شمس ولاقمر لانه كان نورا

অর্থঃ 'আর যা জিকির করা হয়েছে যে, সূর্যের আলোতে এবং চন্দ্রের কিরণে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিলনা, তা এ কারণে যে, তিনি নূর ছিলেন।

আল্লামা শাহাবুদ্দীন খাফাজী (রঃ) ওটির শরাহ্‌ শরহে নছিমুর রিয়াজে লিখেন- রোদের আলো, জ্যোস্নার আলো এবং অন্যান্য আলো যেগুলোর আজছাম বা দেহ নূর এর জন্য হেজাব (পর্দা) হওয়ার কারণে ছায়া নেই। যেমন নূরে হাকিকতের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয় অতঃপর কিতাবুল ওয়াফা হতে একটি হাদীছ উল্লেখ করে যে বিবরণ এনেছেন তার সারমর্ম এই যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কারামত এবং ফজিলতের কারণে তাঁর ছায়া জমিনের উপর পতিত হত না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, গোটা মানবতা তাঁর ছায়ায় আরাম পাচ্ছে। এরপর বর্ণনা করেন, নিঃসন্দেহে কুরআনে হাকিম একথা এরশাদ করছে যে, তিনি নূরে রৌশন, কিন্তু তাঁর বশর (মানুষ) হওয়া নূর হওয়ার পরিপন্থী নয়। যেমনটি অনেকেই ধারণা করে থাকে। যদি আপনি অনুধাবন করেন, তাহলে বলতে হবে। তিনি নূরুন আলা নূর।

আল্লামা শেহাবুদ্দীন খফাজী (রঃ) এভাবেই দলিল এনেছেন-

ومن دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم (ماذكر) بالبناء للمجهول والذى ذكره ابن سبع (من انه) بيان ما الموصولة (لاظل تشخصه) اى جسده الشريف اللطيف اذا كان فى شمس ولاقمر) مما ترى فيه الظلال لحجب الاجسام ضوء النيرين ونحوهما وعلل ذالك ابن سبع بقوله (لانه) صلى الله تعالى عليه وسلم (كان نورا) والانوار شفافة لطيفة لاتحجب غيرها والانوار لاظل لها كما تشاهد فى انوار الحقيقة وهذا رواه صاحب الوفاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس الاغلب ضوءه ضوتها ولامع السراج الا غلب ضوءه ضوؤه وقد تقدم هذا والكلام عليه روباعيتها فيه وهى

ماجر لظل احمد اذيال # فى الارض كرامة كما قد قالوا
هذا عجب وكم به من عجب # والناس بظله جميعا قالوا

وقالوا هذا من القيلولة وقد نطق القرآن بانه النور المبين وكونه بشرا لاينافيه كما توهم فان فهمت فهو نور على نور فان النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره وتفصيله فى مشكوة الانوار

অর্থাৎ- আর তাঁর নবুয়াতের অন্যতম প্রমান হল যা ইবনে সাবা উল্লেখ করেছেন, তাঁর পবিত্র দেহের কোন ছায়া ছিল না। তিনি যকন সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোতে চলতেন, তখন কোন ছায়া পড়ত না। এর কারণ হিসাবে ইবনে সাবা বলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন নূর আর নূর হল সূক্ষ্ম। তাকে কোন কিছু ঢাকতে পারে না, আর নূরের কোন ছায়া থাকেনা যেমন তুমি চাঁদের নূর দেখে থাক, এটি কিতাবুল ওফা প্রনেতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন নবী করীম (দঃ) এর কোন ছায়া ছিল না, আর যখনই তিনি সূর্য্য বা কোন প্রদীপের সামনে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর জ্যোতির সামনে সূর্য্য প্রদীপের জ্যোতি হার মানত, এটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এ- বিষয়ে রুবায়িয়াত কবিতা বিদ্যমান তাঁরা (সাহাবীগণ) বলেছেন, পৃথিবীতে তার পবিত্র দেহকে কোন ছায়া গ্রাস করতে পারেনি, এটি আর অলৌকিকত্ব। তার অসংখ্য মুজিজার মধ্যে অন্যতম হল তার (দয়ার) ছায়ায় সকল মানুষ শান্তি পেয়েছেন, অথচ তাঁর কোন ছায়া ছিল না।

হযরত মৌলভী মানবী (রঃ) মছনবী শরীফের পঞ্চম দফতরে এরশাদ করেন-

چوں فناش از فقر پیدایه شود # او محمد واربے سایه شود (صلى الله تعالى عليه وسلم)

অর্থাৎ- হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সত্ত্বা যেহেতু আল্লাহর মধ্যে ফানাহ্ তাই তিনি হয়েছেন ছায়াহীন কায়া।

মাওলানা বাহরুল উলুম এর ব্যাখ্যায় বলছেন-

در مصرع ثانى اشاره بمعجزه آں سرور صلى الله تعالى عليه وسلم كه آن سرور صلى الله تعالى عليه وسلم راسايه نمى افتاد

অর্থঃ- ছন্দের দ্বিতীয় অংশে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুজিজার প্রতি ইশারা এভাবে যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া পতিত হত না।

ইমাম আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ খতিব কুছতুলানী (রঃ) মাওয়াহেবে লুদুনিয়া এবং মানহাজে মুহাম্মদীয়া এর মধ্যে এরশাদ করেন- রাছুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জন্য ছায়া ছিল না। সূর্যের আলোতেও নয়। চাঁদনী রজনীতেও নয়। এখানে হাকিম তিরমিজি (রঃ) হযরত জকওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন ইবনে ছাবা নূর এর হাদীছ দ্বারা এবং وجعلنى نورا দ্বারা দলিল এনেছেন। যেমন বলেছেন-

لم يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم ظل فى شمس ولا قمر رواه الترمذى عن ذكوان وقال ابن سبع كان صلى الله تعالى عليه وسلم نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لايظهر له ظل قال غيره يشهد له قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعائه واجعلنى نورا -

অর্থ- সূর্যে বা চন্দ্রের আলোতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিলনা। ইমাম তিরমিজির (রঃ) এটি হযরত জকওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে ছাবা বলেছেন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নূর ছিলেন। যখন তিনি সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে চলতেন। তাঁর ছায়া প্রকাশ হত না। একথার পক্ষে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দোয়ার মধ্যকার অত্র হাদীছ দলিল। একইভাবে ছিরাতে শামী'তে আছে-

وزاد عن الامام الحكيم قال معناه لا لايطأ عليه كافر فيكون مذلة له

ইমাম হাকিম তিরমিজি বলেছেন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া না থাকার হিকমত এই যে, যাতে কোন কাফির তাঁর পবিত্র ছায়ার উপর পা না রাখে। এটা তাঁর মর্যাদার সাথে বেয়াদবী হবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ছায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাশরীফ আনলে এক য়াহুদী তাঁর সামনে পা বেয়াদবী মূলক ভাবে নড়াচড়া করত। তাকে এ-বিষয়ে

জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, অন্য কিছু তোমার সাথে করার ক্ষমতা তো আমার নেই, তাই যেখানে যেখানে তোমার ছায়া পড়ে সেটা আমি মাড়িয়ে চলি। এখন কথা হচ্ছে নবীর ছায়া না রেখে আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত খবিছদের বেয়াদবী থেকে নবীকে মাহফুজ রেখেছেন। এভাবে সীরাতে হালবীয়া এর মধ্যে আছে-আল্লামা জুরকানী (রঃ) শরহে মাওয়াহেব মধ্যে এরশাদ করেন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। তার হেকমত এই যে, হুজুর (দঃ) নূর। যেমনটি ইবনে ছাবা বলেছেন। সাথে সাথে হাফেজ রজিন (রঃ)ও বলছেন, যে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর সমস্ত আনোয়ারে আলমের উপর গালিব ছিল। আর অনেক ওলামা এটাই বলেছেন যে তাঁর ছায়া না থাকার হিকমত হচ্ছে কারো পা যেন তাঁর পবিত্র ছায়ায় না পড়ে। জুরকানী শরীফের মূল এবারত নিম্নরূপঃ-

(ولم يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم ظل فى شمس و لاقمر) لانه كان نورا كما قال ابن سبع وقال رزين بغلبة انوراه قيل حكمة ذالك صيانة عن ان يطأ كافر على ظله (رواه الترمذى الحكيم عن ذكوان) ابى السمان الزيات المدنى اوابى عمروالمدنى مولى عائشة رضى الله تعالى عنها وكل منهم ثقة من التابعين فهو مرسل لكن روى ابن المبارك وابن الجوزى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ظل ولم يقم مع الشمس قط الاغلب ضوؤه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط الاغلب ضوؤه ضوء السراج وقال ابن سبع كان صلى الله تعالى عليه وسلم نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لا يظهر له ظل) لان النور لاظل له (وقال غيره ويشهد له قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعائه) لما سئل الله تعالى ان يجعل فى جميع اعضائه وجهاته نور ختم بقوله (واجعلنى نورا) والنور لاظل له وبه يتم الاستشهاد انتهى -

অর্থাৎ- সূর্য এবং চন্দ্রের আলোতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না

কেননা তিনি ছিলেন নূর। যেমন ইবনে ছাবা এবং রজিন বলেছেন- সবকিছুর উপর তাঁর নূরের ব্যাপকতার কারণে তাঁর ছায়া ছিল না। কেউ বলেছেন এর হিকমত ছিল যেন কাফেরদের পা তাঁর ছায়ায় না পড়ে। (হাকিম তিরমিজি জাকওয়ান হতে এটি বর্ণনা করেছেন ছনদে আবি ছায়্যান জাইয়াত মাদানী এবং আবি আমর মাদানী উভয়ই ছেকা এবং তাবেয়ী অতএব এটি মুরছাল হাদীছ। ইবনুল মোবারক এবং ইবনে জাউজি হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না এবং তিনি সূর্যের আলোর সামনে দাঁড়ালে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যেত আর প্রজ্বলিত প্রদীপের পার্শ্বে দাঁড়ালে প্রদীপের আলো তাঁর নূরের সামনে হারিয়ে যেত। (আর ইবনে ছাবা বলেছেন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নূর ছিলেন। তিনি যখন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণে চলতেন, তাঁর ছায়া প্রকাশ হত না)। কেননা নুরের ছায়া নেই। (আর অন্যরা বলেছেন -তাদের কথার স্বপক্ষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দোয়ার কথাটাই দলিল) যখন তিনি আল্লাহর নিকট তার পবিত্র দেহের প্রতিটি অঙ্গ মোবারক নূর করে দেয়ার দোয়া করেছেন এবং এভাবে শেষ করেছেন- (واجعلنى نورا) অর্থাৎ আমাকে নূর করে দাও। আর নুরের ছায়া নেই। এদ্বারাই এখানে দলিল উপস্থাপন শেষ হল।

আল্লামা হুছাইন বিন মুহাম্মদ ছিয়ারে বিকরি কিতাবুল খাছি এর চতুর্থ অধ্যায়ের - ما اختص به من الكرامات শীর্ষক আলোচনায় এরশাদ করেন-

لم يقع ظله على الارض ولا رئى له ظل فى شمس ولا قمر

অর্থাৎ -প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া জমিনে পতিত হত না এবং সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে তার ছায়া দৃশ্যমান হত না।

একইভাবে নূরুল আবছার কিতাবের ফি মানাকেবে আলি বায়তিন নাবিয়্যিল আতহার অধ্যায়েও উক্ত বক্তব্য বিদ্যমান।

ইমাম নছফী (রঃ) তাফছীরে মাদারেক এ কুরআনের আয়াতে করিমা

لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا

এর মধ্যে এরশাদ করেন-

قال عثمن رضى الله تعالى عنه ان الله ما اوقع ظلك على الارض لئلا يضع انسان قدمه على ذالك الظل

অর্থাৎ- হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, হে রাছুল! আল্লাহ আপনার ছায়া জমিনে ফেলবেন না, যাতে মানুষের পা উক্ত ছায়ায় না পড়ে।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) আফজালুল কুরা কিতাবে নিম্নের মতনটির ব্যাখ্যায় বলেন-

لم يساووك فى علاك وقدحا # لـ سنامنك دونهم وسناء

অর্থাৎ- নবীগণ ফজিলতের দিক থেকে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বরাবর হয়নি। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নূর এবং তার মহত্ত্ব তাঁর সত্ত্বা পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা।

هو مقبس من تسميته تعالى لنبيه نورا فى نحو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكثر الدعاء بان الله يجعل كلا من حواسه واعضائه وبدنه نورا اظهار الوقوع ذالك وتفضل الله تعالى عليه به ليزداد شكره وشكرامته على ذالك كما امرنا بالدعاء الذى فى اخر البقرة مع وقوعه وتفضل الله تعالى به لذلك ومما يؤيد انه صلى الله تعالى عليه وسلم صارنورا وانه كان اذا مشى فى الشمس والقمر لايظهر له ظل لانه لايظهر الا للكثيف وهو صلى الله تعالى عليه وسلم قد خلصه الله من سائر الكثافات الجسمانية وصيره نورا صرفا لايظهر له ظل اصلا -

অর্থাৎ- উক্ত অর্থ এখান থেকেই নেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নাম নূর রেখেছেন। যেমন এই আয়াত হতে বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে নূর এসেছে এবং রৌশন কিতাব। আর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বেশী বেশী

এই দোয়া করতেন। হে আল্লাহ আমার সকল অনুভূতি, অঙ্গ এবং পূর্ণ দেহকে নূর করে দাও। এই দোয়া দ্বারা এটি বুঝায় না যে নূর এখনও হয়নি, নবী তাই ফরিয়াদ করছেন। বরং এই দোয়া এ-কথারই প্রকাশ ছিল যে, বাস্তবতই হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর গোটা দেহ মোবারকই নূর ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে এই ফজিলত দিয়েছেন। দোয়া শুধু শোকর আদায় করার জন্য এবং উম্মতও যেন শোকর আদায় করে সে তালিমের জন্য। যেমন আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন সূরা বাকারার শেষ দোয়াটি আরজ করি। অথচ আল্লাহর ঐ নেয়ামত বাস্তবই আছে এবং সে নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে মহিমান্বিত করেছেন। আর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শুধুই নূর হওয়ার তায়িদ এতে রয়েছে যে, সূর্যের আলোতে এবং চাঁদনী রাতেও তাঁর ছায়া পতিত হত না। কেননা ছায়া তো কাছিফ বা ঘন বস্তুর হয়। আর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে আল্লাহ তাআলা তা হতে খালেছ করতঃ নূর করে দিয়েছেন। অতএব আরলেই তাঁর ছায়া ছিল না।

আল্লামা সুলায়মান জুমাল ফতুহাতে আহমদিয়া শরহে হামবীয়ার মধ্যে এরশাদ করেন-

لم يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم ظل يظهر فى شمس ولاقمر

অর্থাৎ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া সূর্য এবং চন্দ্রের আলোতে পতিত হতনা।

ফাজেল মুহাম্মদ বিন ফাহমিয়্যাহ এছয়াকুর রাগেবীন ফি ছিরাতিল মুস্তফা ওয়া আহলে বায়তিত তাহেরীন কিতাবে জিকরে খাছায়েছে নবী অধ্যায়ে বলছেন-

وانه لا فئ له অর্থাৎ- হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর ছায়া ছিল না।

মাজমায়ুল বিহার এবং শারহে শেফা শরীফে আছে-

من اسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم النور قيل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم انه اذا مشى فى الشمس والقمرلا يظهرله ظل

অর্থাৎ- হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর একটি নাম মোবারক

নূর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বৈশিষ্ট্য এই যে, সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোতে তাঁর ছায়া হত না।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) মাদারিজুন নবুয়্যত কিতাবে এরশাদ করেন-

ونبود مرا آنحضرت را صلى الله تعالى عليه وسلم سايه نه درآفتاب ونه درقمر رواه الحكيم الترمذى عن ذكروان فى نوادر الاصول وعجب است ازيں بزرگان كه ذكر نكردند چراغ را و نور يكے ازاسمائے آنحضرت است صلى الله تعالى عليه وسلم ونور را سايه نمے باشد انتهے

অর্থাৎ- সূর্য এবং চন্দ্রের আলোতে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিলনা। নাওয়াদেরুল উছুল কিতাবে হযরত জাকওয়ান হতে হাকেম তিরমিজী তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র নাম, প্রদীপ এবং নূরের কথা স্মরণ করে না। আর নূর এর তো ছায়া থাকে না। শায়খ মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রঃ) তাঁর মাকতুবাত শরীফের তৃতীয় খন্ডের মধ্যে এরশাদ করেন-

اورا صلى الله تعالى عليه وسلم سايه نبود درعالم شهادت سايه بر شخص از شخص لطيف تر است چوں لطيف ترے ازوے صلى الله تعالى عليه وسلم درعالم نباشد اورا سايه چه صورت دارد

অর্থাৎ- আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। এই নশ্বর জগতে প্রত্যেকের ছায়া তার কায়জা হতে সূক্ষ। আর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে লতীফ বা সূক্ষ্ম কোন সত্ত্বা নেই। অতএব তাঁর ছায়া থাকার কী সুযোগ আছে?

একই কিতাবের ১২২ নম্বর মাকতুবে রয়েছে-

واجب را تعالى چرا ظل بود كه ظل موهم توليد مثل است ومبنئ از شائبه عدم كمال لطافت اصل ، هر گاه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم را از لطافت ظل نبود خدائے محمد راچگو نه ظل باشد

অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলার ছায়া কিভাবে হবে? কেননা ছায়া জন্মকে অপরিহার্য করে। আর ছায়া পরিপূর্ণ লাতাফাত বা সূক্ষ্মতার পরিপন্থী। যখন সূক্ষ্মতার কারণে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না, তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ইলাহর ছায়া হবে কিভাবে?

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) তাঁর কৃত তাফছীরে আজিজের সূরা দোহার তাফছীরে লিখেছেন- سايه ايشاں برزميں نمى افتاد

অর্থাৎ- এই মহান সত্ত্বার ছায়া জমিনে পড়ত না।

আমি ফকির আহমদ রজা বলছি, ইমাম ইবনে ছাবা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পূর্ণ নূর হওয়ার যে দলিল এনেছেন, অনেক আলেমগণ واجعلنى نورا হাদীছ দ্বারা এর উপর এছতেশহাদ করেছেন। পরবর্তী আলেমগণ এগুলোকে দলিল হিসেবে জিকির করেছেন। আমাদের দাবীর পক্ষে দলীলের প্রথম পর্বের ফলাফল সুস্পষ্ট-দুটি সূত্রের সমন্বয় বা মুরক্কাব। দলিল সোগরা এই যে, রাছুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নূর আর দলীল কুবরা এই যে, নূর এর ছায়া নেই । যিনি এই দুটি মুকাদ্দমাকে স্বীকার করে নিবেন, তিনি সহজেই ফলাফল বের করে নিতে পারবেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিলনা। আর এর মধ্যে এমন কোন বির্তক নেই যে, মুসলমানরা তা নিয়ে ভিন্ন কথা বলার অবকাশ থাকে কুবরা তো প্রত্যেক বিবেকবানের কাছে সুস্পষ্ট এবং বাহ্যিক ও অন্তর দৃষ্টির মাধ্যমে প্রমাণিত। ঐশরীরের ছায়া পড়ে যা ঘনত্ব আছে আর প্রথম থেকে নূরের প্রতিচ্ছবি পড়বে। নূরে যদি ছায়া পড়ে তাহলে আলোকিত করবে কে? তাইতো সূর্যের কোন ছায়া নেই এবং ছোগরা এই যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর হওয়া তা মুসলমানদের এমন

ঈমান যে, তা দলিল দিয়ে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু শত্রুতা পোষণকারীদের জন্য এতটুকু ইশারা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

يا يها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودا عيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

অর্থঃ- হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি স্বাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে এবং ভয়প্রদর্শনকারী আর আল্লাহর আদেশে আল্লাহর দিকে আহবানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।

এখানে ছিরাজ দ্বারা প্রদীপ উদ্দেশ্য অথবা চন্দ্র- সবগুলোই বুঝানো যেতে পারে। কুরআনুল করীমে সূর্যকে ছিরাজ বা প্রদীপ বলা হয়েছে।

وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

অর্থঃ- এবং এতে চন্দ্রকে নূর করেছি আর সূর্যকে প্রদীপ।

আরও এরশাদ হচ্ছে- قد جا ءكم من الله نور وكتاب مبين

অর্থঃ অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।

ওলামারা বলেন- এখানে নূর দ্বারা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই উদ্দেশ্য।

একইভাবে ইমাম জাফর ছাদেক (রঃ) والنجم اذا هوای

এবং ما ادرك ما الطارق النجم الثاقب

এর মধ্যে النجم এবং نجم الثاقب দ্বারা নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জাতে পাককে বুঝিয়েছেন।

বুখারী মুছলিমের ভিতর হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর একটি দোয়া বর্ণিত আছে। যেটির সারমর্ম এই যে,

اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى عصبى نورا وفى لحمى نورا وفى دمى نورا وفى شعرى نورا وفى بشرى نورا و

عن يمينى نورا وعن شمالى نورا وامامى نورا وخلفى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا واجعلنى نورا

অর্থঃ- হে ইলাহ! আমার ক্বালব, আমার চোখ, আমার কান, আমার রক্ত-মাংস, চুল, চামড়া, আমার ডান-বাম, আমার সামনে পেছনে, আমার উপর-নিচ নূর করে দাও, বরং আমাকেই নূর করে দাও।

যখন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এই দোয়া করতেন, আর শ্রবনকারীরা তাঁকে নূরে এলাহী বলেছেন। এরপর এই মহান সত্ত্বাকে নূর বলার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কি সন্দেহ রয়ে গেল? হাদীছে ইবনে আব্বাছের মধ্যে আছে- তাঁর নূর প্রদীপ এবং সূর্যের আলো ম্লান করে দিত। এখন আল্লাহই ভাল জানেন, বোধ হয় চন্দ্র-সূর্যের আলো তাঁর নূরের সামনে আলোহীন হয়ে পড়ত। যেমন চেরাগের অবস্থান চন্দ্রের সামনে এমন যে চেরাগ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এর হাদীছে এসেছে-

واذا تكلم رئ كالنور يخرج من بين ثناياه

অর্থাৎ- যখন তিনি কথা বলতেন, দন্ত মোবারক হতে নূর ছড়িয়ে পড়তে দেখা যেত?

অন্য হাদীছে এসেছে-

بتلاء لوء وجهه تلالؤ القمرليلة البدر اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله اشم انور المتجرد

অর্থাৎ- হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর চেহারা মোবারক চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মত উজ্জল। বড় চোখ এবং এর উপর একটি নূরের আভা ছিল। যা দেখে হঠাৎ তার নাক মোবারককে উঁচু মনে হত। কাপড়ের বাইরের অংশ যেমন চেহারা, হস্তদ্বয় এগুলি ছিল নেহায়ত রৌশন এবং খু-বই সামঞ্জস্যশীল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এরশাদ করেন كان الشمس تجرى فى وجهه

মনে হয় যেন সূর্য তাঁর চেহারায় উদীয়মান ছিল।

আরও এরশাদ হচ্ছে- اذا ضحك يتلالو ء الجدر

যখন তিনি হাসতেন, চার পার্শ্বের দেয়াল উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

হযরত রবি বিনতে মুয়াওয়াজ এরশাদ করেন-

لو رأيته لقلت الشمس طالعة

অর্থাৎ- যদি তুমি তাঁকে দেখ, তাহলে বলবে সূর্য উদিত হচ্ছে। আবু কিরছাফার মাতা এবং খালা এরশাদ করেন راينا كان النور يخرج من فيه

অর্থাৎ- আমরা তাঁর মুখ মোবারক হতে নূর প্রকাশিত হতে দেখেছি।

অসংখ্য মশহুর হাদীছে এসেছে যে, যখন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাশরিফ এনেছেন দুনিয়ায়, তখন তাঁর রৌশনিতে বসরা, রোম এবং শামের প্রাসাদগুলো রৌশন হয়ে গিয়েছিল। অনেক রেওয়ায়েত আছে- اضاء له مابين المشرق والمغرب অর্থাৎ- তাঁর নূরে মাশরিক হতে মাগরিব পর্যন্ত রৌশন হয়ে গেল। অন্য হাদীছে এসেছে- امتلات الدنيا كلها نورا

দুনিয়া নূরে ভরে গেল!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাতা হযরত আমেনা (রাঃ) এরশাদ করেন

رايت نورا ساطعا من رأسه قد بلغ السماً

অর্থাৎ- আমি তাঁর মাথা মোবারকের দিক থেকে এমন একটি বুলন্দ নূর প্রকাশিত হতে দেখেছি, যেটি আছমানে পৌঁছে গেল।

হযরত ইবনে আছাকের উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করছেন- আমি সেলাই করছিলাম, হঠাৎ আমার সুই হারিয়ে গেল, পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাশরিফ আনলেন, তাঁর নূরের দীপ্তিতে সুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আল্লামা ফারছী (রঃ) মুতালিউল মুছাররাত কিতাবে আল্লামা ইবনে ছাবা হতে নকল করছেন-

كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يضيئ البيت المظلم من نوره

অর্থাৎ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরে অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে যেত

এখন জানি না। যারা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া নাই ব্যাপারে বিতর্ক করে, তারা তাঁর নূরকে ইনকার করে কিনা? না কি নূরের জন্যও ছায়া আছে বলবেন। সংক্ষেপে এটুকু বলা যায়, এটা তো নিশ্চিতভাবেই জানা আছে যে, ছায়া জিছমে কাছিয়া বা ঘনবস্তুরই পড়ে থাকে। জিছমে লতিফ বা সূক্ষ্ম বিষয়ের নয়। এখন বিরোধীতাকারীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে- তোমার ঈমান কি এ কথা বলে যে, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দেহ নাউজুবিল্লাহ কাছিফ (ঘনবস্তু) ছিল? যে এ -বিষয়কে ইনকার করবে সে ছায়া না হওয়াকে কেন ইনকার করবে?

মোট কথা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নূর হওয়া এবং ছায়া না হওয়ার বিষয়ে এত হাদীছ এবং ইমামগণের এত কউল মওজুদ যে, বিরুদ্ধবাদীরা যদি তাদের দাবীর পক্ষে হতে একটি দলিলও পেত, তাহলে প্রচন্ড আনন্দে তা দিয়ে দলিল উপস্থাপন করত। এতদসত্ত্বেও মুর্খতার ইনকার কমবখতি ছাড়া আর কি! প্রত্যেকেরই জবান তার নিজস্ব এখতিয়ারে আছে, তাই দিনকে রাত বলতে পারে আর সূর্য্যকে অন্ধকার বলতে পারে। আর বিরুদ্ধবাদীরা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জন্য যে ছায়া ছাবেত করছে, তাদের নিকটও কি কোন দলিল আছে? নাকি শুধুমাত্র মুখের জোরেই বলে দিয়েছে। আমরা তো অনেক হাদীছ পেশ করেছি। তারা তাদের দাবীর পক্ষে একটি হাদীছ পেশ করুক। আমরা আমাদের হক দাবীর পক্ষে ওলামায়ে কেরামের এরশাদ উপস্থাপন করেছি, ঐ তাদের নিকট থেকে থাকলে তারাও ইমামগণের কাউল পেশ করুক। কিন্তু তাদের নিকট কোন দলিলও নেই, না আছে কোন সনদ। ঘরে বসেই তাদের কোথেকে এলহাম হয়ে গেল যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল।

مجرد ما وشما پر قياس تو ايمان كے خلاف ہے

অর্থাৎ- আমার আপনার উপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কিয়াস করাতো ঈমানের পরিপন্থী।

چه نسبت خا كرا با عالم پاك

অর্থাৎ- নূরী সত্ত্বার সাথে মাটির আবার কিসের তুলনা!

হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বাশার (মানুষ), কিন্তু আলমে উলবি্য হতে লক্ষ দরজা সম্মানিত। হুজুর মানবীয় দেহ রাখেন, কিন্তু রুহু এবং ফেরেশ্‌তা হতে হাজার গুন লতিফ বা সুক্ষ্ম। তিনি নিজেই এরশাদ করেন- لست كمثلكم আমি তোমাদেরই মত নই। অন্য রেওয়ায়তে এসেছে لست كهيئتكم অর্থাৎ আমি তোমাদের সত্ত্বার মত নই? অন্য রেওয়ায়তে এসেছে - ايكم مثلى অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে কে আমার মত? পরিশেষে আল্লামা খাফাজী (রঃ)এর এরশাদ কি আমরা শুনি নি যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বশর হওয়া তার নূর হওয়ার পরিপন্থি নয়। যদি বুঝার শক্তি থাকে- তাহলে মানতে হবে, তিনি শুধু নূর নন, বরং নুরুন আলা নূর। এরপর আমাদের ছায়া আছে, অতএব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরও ছায়া আছে। এ-জাতীয় কেয়াস বাতিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছাবেত করাকে মেনে নেয়া অথবা ছায়া না হওয়া নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করা আকল এবং আদবের খেলাফ।

الا ان محمدا بشر لا كالبشر

بل هو ياقوت بين الحجر

অর্থাৎ-প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বশর কিন্তু অন্য বশরের মত নয়। কিন্তু পাথরের মাঝে ইয়াকুত পাথর।

(صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم)

ফকির আহমদ রজার এটিই ভাবনা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রমাণিত মু'জিজা এবং মহান বৈশিষ্ট্যাবলী ইনকার করার মধ্যে এই সমস্ত আহমকদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবী কি কায়েদা আছে! কারণ হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুহাব্বত ব্যতিরেকে ঈমান অর্জিত হতে পারে না। তিনি নিজেই এরশাদ করেন-

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين -

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার মা-বাবা সন্তানাদি এবং সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় না হই।

একথা সূর্যের আলোর মত রৌশন যে, মানুষ সব সময় স্বীয় মাহবুবের ফজিলত এবং প্রশংসা বর্ণনায় মগ্ন থাকে। সত্যিকার ফজিলতকে মিটিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা এবং সকাল সন্ধ্যা- সৌন্দর্য হানির ফিকিরে থাকা শত্রুর কাজ, বন্ধুর নয়।

প্রিয় ভাই, তুমি কি কখনও একথা শুনেছ যে, তোমার বন্ধু তোমাকে মিটাবার ফিকিরে রয়েছে। এরপর আবার মাহবুব কি ধরনের ঈমানের প্রাণ, ইহছানের খনি। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাকে আল্লাহ তাআলা তামাম জাহানের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন। আর যিনি তামাম আলমের বোঝা স্বীয় দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। যিনি তোমাদের চিন্তায় দিবসের খাওয়া আর নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, তাঁর মুহাব্বত ধারণ না করে তোমরা রাত দিন খেলাধুলা আর তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত। অথচ তিনি দিবা রাত্রি তোমাদের গুনাহ মাফ করাবার চিন্তায় বিভোর। তিনি রহমত এবং দয়া-মায়া নিয়ে এসেছেন, এসেই বারেগাহে এলাহীতে সেজদাহ্ করেছেন এবং 'রাব্বি হাবলী উম্মতি' বলেছেন, যখন কবর শরীফে আরাম করেছেন, ঠোট উম্মতের বখশিসের জন্য তাছবিহ পড়ছিল। অনেক ছাহাবী কান লাগিয়ে শুনেছেন যে, তিনি ধীরে ধীরে উম্মতি উম্মতি বলছিলেন। কিয়ামতের ময়দানেও তাঁর দামনেই আমরা আশ্রয় নেব। সকল নবী থেকে নাফছী নাফছী اذهبوا الى غيرى (অন্যের নিকট যাও) শুনবেন, তখনও উম্মতের চিন্তায় মগ্ন রাহমাতুল্লীল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরানী কণ্ঠে থাকবে হে আমার রব আমার উম্মত)

অনেক রেওয়ায়েতে এসেছে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করছেন- যখন আমি ইনতিকাল করব। শিঙ্গা ফুঁকা পর্যন্ত কবর শরীফে উম্মতি উম্মতি করব। কানে আওয়াজ পৌঁছার কারণে এই যে, এটি নিঃপাপ হত্যার ঐ আওয়াজ যা সর্বদা বুলন্দ ও সুউচ্চ। আমাদের অনেক অবচেতন ও আত্মভুলা মানুষের কানেও এ আওয়াজ কখনো কখনো পৌঁছে যায়। আর আত্ম সেটাকে অনুভব করে।

এজন্যই এ-সময় দুরুদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব হয়েছে, কেননা যে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রতিটি সময় আমাদের স্মরণে রয়েছেন, কিছু সময় আমরাও তাঁর স্মরণে কাটানো উচিৎ।

সে মহান দয়াল নবীর তারিফ এবং ফাজায়েল বর্ণনা করে আমরা আমাদের চক্ষুকে

শীতল এবং দিলকে ঠান্ডা করা ওয়াজিব, না আমরা চাঁদের উপর মাটি নিক্ষেপ করে তার রৌশনিকে নির্বাপিত করার অহেতুক চেষ্টা করব?

হে আজিজ! তোমার চক্ষুতে ইনছাফের সুরমা লাগাও, কবুলের কর্ণ হতে বাধা দূর করে দাও। অতঃপর সমস্ত আহলে ইসলাম বরং সকল মাজহাব মিল্লাতের জ্ঞানী জনকে জিজ্ঞাসা কর। যদি একজন মুনছিফ আকলমন্দও তোমাকে বলে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর তারিফের প্রচার-প্রসার মুহাব্বতের দাবী নয়। তাহলে তোমার এখতিয়ার। আর নতুবা আল্লাহ আর রাছুলকে ভয় কর এবং অহেতুক হরকত হতে ফিরে আস। নিশ্চিতভাবে একথা জেনে নাও যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সৌন্দর্যের আলো তোমার মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টার কারনে মিটবে না।

প্রিয় ভাই! নিজের ঈমানের উপর রহম কর। অনুধাবন কর, দেখ, আল্লাহর সাথে কার কি প্রতিযোগিতা হতে পারে। যার শান আল্লাহ বাড়াবে তা আবার কে হ্রাস করতে পারে। তোমার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু মনে রেখ, হেদায়ত আল্লাহর ফজলের উপরই নির্ভর। আমার উপর শুধু সুষ্ঠ ভাবে পৌছে দেয়াই দায়িত্ব ছিল। আমিও দায়িত্ব হতে পরিত্রান পেলাম এরপরও যদি তোমার অন্তরে কোন সন্দেহ থাকে অথবা কোন অস্পষ্ট বিষয়কে আরও বিশ্লেষন করার প্রয়োজন হয়। তাহলে আমার লিখা কিতাব 'কামরুত তামাম ফি নাফিজ জিল্লে আন্ সায়্যিদিল আনাম' দেখুন। এতে আমি এই মাছয়ালাটি আলোচনা করেছি। এটা পড়লে যথাযথ জওয়াব পাওয়া যাবে। এটি হেদায়তের জন্য মুরর্শিদ। আমি এই রিছালায় এ বিষয়ের উপর বিশ্লেষন করেছি যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পূর্ন নূর, আর আল্লাহর পর নূর বলা তাঁকেই শোভা পায়। তিনি ছাড়া আর কাউকে যদি নূর বলা হয়, তাও তাঁর সাথে সম্পৃক্ততার কারণেই। এটাও ছাবেত করেছি যে, মুজিজার ছবুত শুধুমাত্র কুরআন-হাদীছের বয়ানের উপর নির্ভর নয়। বরং এর জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে। এটাও বয়ান করেছি যে, এ সমস্ত জটিল বিষয়ে দ্বীনের পেশোয়াদের মতামতই গ্রহণীয়। যদি কোথাও কুরআন হাদীছের দ্বারা প্রমাণ পাওয়া নাও যায়।

তার পরও নিজের চিন্তা এবং নজরকে কাজে লাগাও। এরকম নয় যে যথেষ্ট দলিল, হাদীছ এবং ইমামগণের মতামত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিজের দাবীই কেবল করে থাকে, ইনকার ছাড়া জবানে আর কিছুই আনবেনা, তা হতে পারে না। এ-ছাড়াও এ কিতাবে আরও অনেক ফাওয়ায়েদ এবং সূক্ষ্ম বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ পড়ে আনন্দ পাবেন।

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله واصحابه واصهاره وانصاره واتباعه اجمعين الى يوم الدين امين والحمد لله رب العلمين -

লেখক-

আহমদ রজা

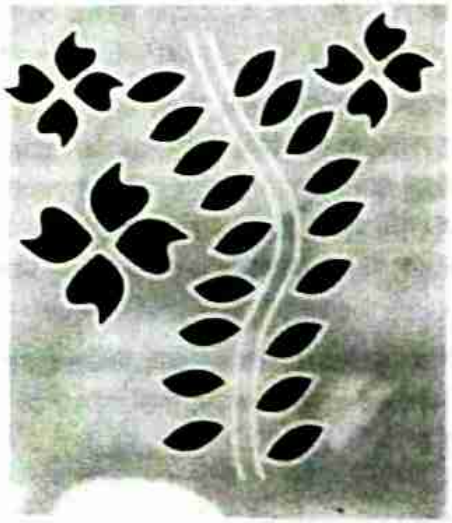

قمر التمام نفى الظل عن سيد الانام صلى الله عليه وسلم

সৃষ্টির সেরা ছায়া বিহীন পূর্ণ চন্দ্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

ভূমিকা

হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে কুরআনুল করীম নূর বলেছে। উম্মতে মুছলিমার আকিদা মোতাবেক তিনি নূর। আল্লাহ তাআলা তাঁর পিয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বৈশিষ্টমন্ডিত ও জাতকে পূর্ণ মুজিজা করেছেন। তাঁর মহান জাতের কিছু হালত এবং কাইফিয়াত বশরিয়াতের (মানবীয়) চাহিদা মোতাবেক নিঃসৃত হয়, আর কিছু নূরানিয়্যতের শান।

ছহী হাদীছ, ছাহাবী এবং তাবেয়ীগণের কউল দ্বারা ছাবেত যে, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া সূর্য বা চন্দ্রের রৌশনিতে ছিল না।

হযরত মুজাদ্দীদে আলফে ছানী (রঃ) যাঁর ইলম এবং তাকওয়া সবাই স্বীকার করে। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া না থাকার কারণ সম্পর্কে লিখছেন যে, ছায়া ছায়াওয়ালা বস্তু হতে লতিফ (সুক্ষ্ম) হয়। আর আল্লাহ্ তাআলা আলমে খালক (সৃষ্টি জগতে) এবং আলমে আমরে (রুহের জগতে) কোন মাখলুক তাঁর থেকে অধিক লতিফ (সুক্ষ্ম) পয়দা করেন নি। অতএব তাঁর আবার ছায়া কিভাবে হবে?

এই মাছয়ালারই বিস্তারিত আলোচনা নফিউল ফাই কিতাবে করা হয়েছে। আরও অধিক ব্যাখ্যার জন্য কামরুত তামাম কিতাবখানা পড়ুন। যে কিতাবখানা উক্ত মাছয়ালার সাথেই সম্পৃক্ত।

ইসতেফতাঃ

ওলামায়ে দ্বীন এ-মাছয়ালার ব্যাপারে কি বলছেন যে, সায়্যিদুল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূরানী দেহ মোবারকের ছায়া ছিল কি ছিল না? বর্ণনা করুন।

আল- জওয়াব

ومن الله توفيق الصدق والصواب ولاحول ولاقوة الا بالله العزيز الوهاب اللهم صل وسلم وبارك علي السراج المنير الشارق والقمر الزاهر البارق وعلى اله اصحابه اجمعين

নিঃসন্দেহে ঐ মহান চন্দ্র হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল না। এ-বিষয় হাদীছ এবং ইমামগণের কউল দ্বারা ছাবেত। পূর্ববর্তী ইমাম এবং ওলামা ফুজালা যাঁদের কথাবার্তা বুঝাও আজকালকার বিরুদ্ধবাদীদের যোগ্যতার অভাবে সম্ভব নয়। তাঁরা পূর্বাপর সবাই তাঁদের কিতাবের মধ্যে এই মাছয়ালা ব্যাখ্যা করে এসেছেন আর এটির উপর সকল প্রকার দলিল উপস্থাপন করেছেন। মুফতিগণও এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করে এর ভিত্তিকে মজবুত করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন আলেমে দ্বীন হতে এই মাছয়ালার ইনকার পাওয়া যায়নি। আস্তে আস্তে ঐ সমস্ত গোষ্টির সৃষ্টি হল- যারা দ্বীনের মধ্যে বেদআতের আবিষ্কার, নতুন নতুন মাজহাবের সৃষ্টি এবং নাফছের অনুগত হয়ে গেল। আর এই খারাপ চিন্তাধারা থেকে তারা নবীর ফাজায়েল এবং মুজিজাতের মর্যাদাহানির চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে তারা অন্তরে লালন করছিল। এমনকি কুরআনুল করীম, বুখারী-মুছলিমের হাদীছ এবং আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে চন্দ্র-দ্বিখন্ড করণের মুজিজা প্রমাণিত। তারা এই মহান মুজিজাকে পর্যন্ত গলৎ বলার সাহস করে। এভাবে তারা ইসলামের উপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করল। আমার বিরক্তি এই জায়গায় যে, এ-সমস্ত হঠকারীরা এতে তাদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবী ফায়েদা খুঁজে পেয়েছে। প্রিয় ভাই! ঈমান আল্লাহর রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুহাব্বতের সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর মুহাব্বতের উপরই জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি হতে নাজাতের একমাত্র উপায়। যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে মুহাব্বত রাখে না, ঈমানের সুগন্ধি তার নাকে পৌঁছেনি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেই এরশাদ করছেন-

لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

অর্থাৎ- তোমরা কেউ কামিল মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রেম

তার নিকট তার মা-বাবা, সন্তানাদি এবং সকল মানুষ হতে অধিক না হবে।

আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, মানুষেরা সর্বদা নিজের মাহবুবের ফাজায়েল এবং প্রশংসার বর্ণনা এবং প্রচারের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। মাহবুবের কোন বৈশিষ্ট্য এবং তারিফ শুনলে তা আন্তরিক আনন্দের সাথে প্রকাশ করে। সত্যিকার গুনাগুন বিলুপ্ত করার অপপ্রয়াস শত্রুর কাজ, বন্ধুর নয়।

ভাই তুমি জেনে নাও যে, তুমি কি কখনো শুনেছ, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সত্যিকার মুহাব্বত রাখে, সে কি তোমার সম্পর্কে ভাল কিছু শুনে বিরক্ত হয়, নাকি তা বিলুপ্ত করার জন্য অহেতুক ফিকির শুরু করে। আর এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কেমন মাহবুব যিনি ঈমানের জান, এহছানের খনি যার সৌন্দর্যের নজির বিশ্বে আর কোথাও নেই। আর আল্লাহ পাক তাঁর পিয়ারা মাহবুবের নূরানী ছুরাত তৈরী করে হাত তুলে নিয়েছেন যে এরকম আর সৃষ্টি করবেন না। তিনি কি রকম মাহবুব যাঁকে আল্লাহ তাআলা তামাম জাহানের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। তিনি কেমন মাহবুব, যিনি নিজের দায়িত্বে সৃষ্টির ভার তুলে নিয়েছেন। তিনি কেমন মাহবুব, যিনি তোমাদের চিন্তায় দিবসে খাওয়া আর রাত্রির নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। দিবা-রাত্রি অথচ তোমরা তাঁর নাফরমান আর অহেতুক সময় ক্ষেপনে লিপ্ত। অথচ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তোমাদের মাগফেরাতের জন্য দিন-রাত্র কান্নাবিজড়িত। রাত্রি যেটিকে আল্লাহ পাক আরামের জন্য বানিয়েছেন, তা প্রশান্তি ছড়িয়ে ছুবহের জন্য অপেক্ষমান। ছুবহ নিকটবর্তী ছুবহ পূর্ব ঠান্ডা হাওয়া চলছে, প্রত্যেকের অন্তর এ সময় আরামের দিকে ঝুকে পড়ে। এসময় বাদশাহ উষ্ণ বিছানা তুলতুলে খাটিয়ায় স্বপ্নে বিভোর। আর যে কাঙাল, সেও শায়িত। এমন মনোরম সময়ে শীতল পরিবেশে ঐ মাছুম বেগুনাহ পাক দামন দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজের আরাম ছেড়ে দরবারে এলাহীতে সিজদায় অবনত। এলাহী! আমার উম্মত গুনাহগার তাদের মাফ করে দাও। আর গোটা দেহকে জাহান্নামের অগ্নি হতে হেফাজত কর।

যখন সে দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুনিয়ায় তাশরিফ এনেছেন, তখন বারেগাহে এলাহীতে সিজদা করেছেন। আর বলেছেন- رب هب لى امتى যখন কবর শরীফে আরাম করেছেন, তখনও তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ছিল। ছাহাবীরা কান লাগিয়ে শুনেছেন যে, তিনি ধীর ভাবে উম্মতি উম্মতি বলছেন। কিয়ামতের দিবস

এক আশ্চর্য কঠিন দিবস। জমিন তামার, খালি পা, জবান পিপাসার্ত, সূর্য মাথার উপর ছায়ার কোন নাম নিশানা নেই, হিসাব দেয়ার আতঙ্কে, মালিকে কাহ্হারের সম্মুখীন, সৃষ্টি নিজের ফিকিরে গ্রেপ্তার, সহায়হীন গুনাহগার বিপদাপন্ন যেদিকে যাও, نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى ছাড়া আর কোন উত্তর নেই। এমনতম কঠিন সময়ে ঐ দুঃখ মোচন কারী ঐ মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উপকারে আসবেন। শাফায়াতের তালা তার জন্য খুলে যাবে। তিনি পাগড়ি মাথা মোবারক হতে খুলবেন। এবং সিজদায় পতিত হয়ে উম্মতি, উচ্চারণ করবেন। কিন্তু কি বে-এনছাফী? এরকম দয়াল নবীর ফজিলত এবং তারিফ বয়ান করে তোমার চক্ষুকে রৌশনি এবং দিলকে প্রশান্ত করা ওয়াজিব। না কি চন্দ্রের উপর মাটি ঢেলে এই রৌশন সৌন্দর্যের ইনকার?

বলতে হচ্ছে, ইহছান উপলব্ধির কোন অংশ আমরা পাইনি, আর ক্বলবও প্রেমাসক্ত নয় যে, সুন্দরকে অনুভব করব এবং ইহছান মানব। কিন্তু এই আচরণ তো ওখানেই চলতে পারে, যার ইহছান অস্বীকার করলে অথবা যার বিরোধীতা করলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তো এমন সত্ত্বা। যার দরবারে চুমা দেয়া ব্যতিরেকে জাহান্নাম থেকে নাজাত সম্ভব নয়। দুনিয়া এবং আখিরাতে তার কোন আশ্রয় নেই, অতএব তুমি যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সৌন্দর্য এবং ইহছানের উপর দেওয়ানা না হও, তাহলে নিজের কল্যাণ অকল্যাণের বিবেচনায় সম্পর্ক রাখ।

হে প্রিয় ! তোমার চক্ষুতে ইনছাফের সুরমা লাগাও এবং কবুলের কান হতে ইনকারের পর্দা সরিয়ে ফেল। অতঃপর সকল আহ্লে ইসলাম বরং সকল মাজহাব মিল্লাতের বিজ্ঞজন থেকে জেনে নাও, আশেকগণের তাঁদের মাহবুবের সাথে কি তরিকা হয়। আর গোলামেরা মাওলার সাথে কি করতে হবে। মাহবুবের ফাজায়েল, তারিফ এবং সৌন্দর্য শুনে আনন্দে আগ্নহারা হয়ে যাওয়া। না মাহবুবের সৌন্দর্য কামালাত এবং তাঁর গুনাবলী ইনকার করা। একজন মুনছিফ জ্ঞানীও যদি তোমাকে এভাবে বলে যে, আমার উক্ত দাবী বন্ধুত্বের চাহিদা নয় আর এটা গোলামীর খেলাফও নয়, তাহলে তোমার এখতিয়ার আছে। অন্যথায় আল্লাহ এবং রাছুলকে লজ্জা কর। আর অবাঞ্ছিত এ-আচরণ হতে ফিরে এস। নিশ্চিত ভাবে জেনে নাও, তোমার ফুৎকারে নুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নূর মিটে যাবে না।

প্রিয় ভাই! নিজের ঈমানের উপর রহম কর। মহান আল্লাহ যিনি কাহ্‌হার এবং জাব্বার, তাঁর সাথে যুদ্ধে নেমো না। তিনি তোমার এবং সমগ্র জাহানের পয়দা করার পূর্বে রোজে আজলে লিখে দিয়েছেন ورفعنالك ذكرك অর্থাৎ- হে মাহবুব! আমি তোমার জন্য তোমার জিকিরকে বুলন্দ করেছি। যেখানে আমার জিকির হবে, আপনার জিকিরও হবে, আর আপনার জিকির ব্যতিরেকে ঈমান কক্ষনই কামিল হবে না। আসমান এবং জমিনের সর্বত্র তোমার নূরানী নামের আওয়াজ ধ্বনিত হবে। মুয়াজ্জিন আজানে, খতিব খুৎবায় জাকেরীন নিজেদের মাজলিছে, ওয়ায়েজী মিম্বারে আমার নামের জিকিরের সাথে আপনার নামের জিকির করবে। বৃক্ষ-লতা নিথর পাথর, সকল প্রাণী, দুধপানকারী শিশু, কাফিরদের বানানো মাবুদ যেভাবে আমার তৌহিদের ঘোষণা দিবে, একইভাবে অলঙ্কার মন্ডিত ভাষায় আপনার রিছালতের কাব্যগাঁথা গাইবে। সৃষ্টির সর্বত্র -

لااله الا الله محمد رسول الله

এই কালিমার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে। প্রতিটি বিন্দু কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করবে। মালায়ে আলার মধ্যে মুকাররম ফেরেস্তাগণকে তাছবিহ তাকদিছে মাশগুল করব। অন্যদিকে তোমাদেরকে ছালাত-ছালামের আদেশ করব। আরশ কুরছি, সপ্ত আছমান অর্থাৎ- যেখানে যেখানে আল্লাহ আল্লাহ লিখব, সেখানে -

محمد رسول الله ও লিখে দিব। পয়গম্বর এবং সম্মানিত রাছুলগণকে এরশাদ করব- তাঁরা যেন প্রতি নিঃশাসে আপনাকে স্মরণ করে। আপনার জিকির দ্বারা চক্ষুর আলো, কলিজাকে শীতল, কালবকে শান্তি এবং সৃষ্টিকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে। যে কিতাব নাযিল করব এতে আপনার তারিফ, ছুরতে জামালী এবং সুমহান সীরাতকে এমনভাবে বয়ান করব যে, যাতে শ্রবণকারীগণের অন্তর নিজের অজান্তেই আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং আপনার প্রেমের বাতি যেন তাদের কানে এবং সিনায় জ্বলে উঠে। কেউ যদি আপনার দুশমন হয়ে আপনার শান কমাতে চায়, তাহলে আমি কাদেরে মাতলক বা সর্বশক্তিমান, আমার সাথে কার কি চলবে। এই ওয়াদারই প্রতিফল এই যে, ইয়াহুদীরা হাজার বছর ধরে নিজস্ব কিতাব হতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জিকির বের করছে আর মর্যাদাহানীর তা ঘটাবার অপচেষ্টা করছে আর আহলে ঈমামগণ বুলন্দ আওয়াজে তাঁর নাত শুনাচ্ছে, এতে শ্রবণ কারীদের ইনছাফ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। লক্ষ লক্ষ বেদ্বীন প্রিয় নবীর ফাজায়েল হ্রাসের জন্য কোমর শক্ত করেছে। কিন্তু তারা নিজেরাই মিটে

গিয়েছে। নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সৌন্দর্য দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। অতএব নিজের বদ উদ্দেশ্যে হতাশ হওয়াই তাদের জন্য ভাল নতুবা কাবার রবের কছম তাদের এই আচরণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কোনই ক্ষতি নেই। শেষ পর্যন্ত তুমিও নেই। আর তোমার ঈমানও নেই।

হে প্রিয়, পূর্ববর্তী নেককারদের নীতি অবলম্বন কর এবং তাদের কদম অনুসরন কর। উক্ত বিষয়ে আইম্মায়ে দ্বীনগণ সব সময়ই কবুলের নীতিই গ্রহণ করেছেন। তাদের সামনে যখন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কোন মুজিজা বা বৈশিষ্ট্যের জিকির করেছেন, তা মারহাবা বলেই গ্রহণ করেছেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আনন্দের সাথে অন্তরে জায়গা দিয়েছেন, যদিও হাদীছ শরীফে এর কোন সূত্র পায়নি তারপরও নিজের ত্রুটিই মনে করে নিয়েছে। তারপর একথা বলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শানকে ইনকার করেনি যে, এটা গলদ বাতিল, হাদীছে কোন ভিত্তি নেই। অথবা হাদীছ না পাওয়ার কারণে তাঁরা এর চর্চা হতেও বিরত হয়নি। বরং নিজস্ব কিতাবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বয়ানের উপর নির্ভর করে তা লিখেও দিয়েছে। এটাই তো সুবিবেচনার দাবী।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাঃ

যখন আমরা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ছায়াবিহীন হওয়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েতকে ছেকা এবং নির্ভরযোগ্য মেনে নিয়েছি, আর হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এ- জাতীয় মু'জিজা বা তাঁর এই মহান বৈশিষ্ট্য তাঁর জাত হতে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং এর চেয়েও অত্যাশ্চর্য মুজিজা তো মুতাওয়াতার হাদীছ দ্বারা ছাবেত। তাঁর রব তো তার ব্যাপারে এর চেয়েও অধিক বিষয়ের উপর শক্তিমান, আর তাঁর জন্য এর চেয়েও তো উত্তম বৈশিষ্ট্য অকাট্যভাবে রয়েছে। তাঁর শান তো এ সব কিছু হতে আরও অনেক উর্ধ্বে। তাহলে ইনকার করার আবার কারণ কি? যেহেতু এই রাবী ছেকাহ ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত সেহেতু মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সুযোগ নাই। যদি তিনি নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কিছু বলে দিতেন তাহলে তো আল্লাহ ও রসুলের উপর অপবাদ দেয়া হত। আল্লাহ বলেন

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا

'তার চেয়ে বড় অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যার অপবাদ দেয়'।

এই সমস্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বুঝতে হবে যে, অবশ্যই তারা হাদীছ পেয়েছে, যদিও তা আমাদের নজরে আসেনি। মোট কথা ফকিরের (আহমদ রজা) এই দাবী ওদের নিকট অবশ্যই পরিগণ্য, যারা হাদীছের খেদমতে এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জীবনী নিয়ে গীবতে মশগুল আছে, আর এ-পথে ওলামাগনের বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু অনবগতদের বুঝার জন্য এবং ইনকারকারীদের কোন ঠাসা করার জন্য আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। প্রথমতঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দেহ মোবারক এবং লেবাছের উপর কোন সময় মাছি-বসেনি। আল্লামা ইবনে ছাবা খাছায়েছের মধ্যে উল্লেখ করছেন- ওলামারা ব্যাখ্যা করেছেন এ-সম্পর্কিত রেওয়ায়েতের রাবীর (বর্ণনাকারী) নাম পাওয়া যায়নি। এতদ্সত্ত্বেও ওলামারা ইনকার ছাড়া নিজস্ব কিতাবে উল্লেখ করে এসেছেন। কাজী আয়াজ (রঃ) শেফা শরীফে বলছেন-

وان الذباب كان لايقع على جسده ولاثيابه

অর্থাৎ- মাছি তাঁর দেহ মোবারক এবং পবিত্র লেবাছে বসত না।

ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন ছুয়ুতী (রঃ) খাছায়েছে কুবরা কিতাবে এরশাদ করেন-

باب ذكر القاضى عياض فى الشفاء والعراقى فى مولده ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه كان لاينزل عليه الذباب وذكره ابن السبع في الخصائص بلفظ انه لم يقع على ثيابه ذباب قط وزادان من خصائصه ان القمل لم تكن يوذيه

অর্থাৎ- কাজী আয়াজ শেফা শরীফে এবং এলাকী নিজস্ব মাওরেছে উল্লেখ করছেন যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বৈশিষ্টাবলীর মন্ডলির মধ্যে এও ছিল যে, মাছি তাঁর দেহ মোবারকে বসেনি, ইবনে ছাবা খাছায়েছের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মাছি তাঁর লেবাছে কখনো বসেনি। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, পোকা-মাকড় তাঁকে কষ্ট দিত না।

শায়খ মোল্লা আলী কারী শরহে শামায়েলে তিরমিজিতে উল্লেখ করছেন-

ونقل الفخر الرازى ان الذباب كان لايقع عن ثيابه وان البعوض لايمتص دمه

অর্থাৎ- রাবি উল্লেখ করেছেন যে, মাছি তাঁর কাপড়ের উপরে বসত না, আর মশা তাঁর রক্ত চোশ্‌ত না।

আল্লামা খাফাজী (রঃ) নাছিমুর রিয়াজ কিতাবে ওলামায়ে কেরামের ঐ কাউল, যেটির রাবী জানা ছিল না, নকল করেছেন। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁর এমন একটি বিশেষ মুজিজা ছিল। যেটি আল্লাহ পাক একমাত্র তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে প্রদান করেছেন। সাথে লেখকের নাতায়েজে আজকার হতে একটি কবিতাংশ টেনে এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এই বৈশিষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক অনারবী আলেমগণ এ-জন্যই কালেমা নোকতা বিহীন হরফ দ্বারা গঠিত, এর উপর একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন। আর বলেছেন যে, তাঁর দেহ মোবারকের উপর মাছি বসত না। অতএব এই কালেমায়ে পাক সর্বপ্রকার নোকতা (ত্রুটি) হতে মাহফুজ থাকল। এখানে নোকতা এবং মাছিকে তুলনামূলক আলোচনা করা হল। এই বিষয়বস্তুর উপর অন্য এবারত নিম্নরূপ-

عبارته برمته ومن دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ان الذباب كان لايقع على ثيابه هذا مما قاله ابن سبع الاانهم قالوا لايعلم من روى هذه والذباب واحده ذذبابة قيل انه سمى به لانه كلما ذب اب اى كلماطرد رجع وهذا مما اكرمه الله به لانه طهره الله من جميع الاقذار وهو مع استقذاره قد يجى من مستقذر قيل وقد نقل مثلها عن ولى الله العارف به الشيخ عبد القادر الكيلاني ولابعد فيه لان معجزات الانبياء قد تكون كرامة لاولياء امته وفي رباعية لى

من اكرم مرسل عظيم حلا # لم تدن ذبابة اذماحلا

هذا عجب ولم يذق ذونظر # فى الموجودات من حلاه واحلا

وتظرف بعض علماء العجم فقال محمد رسول الله ليس فيه حرف منقوط لان الموجودان النقط تشبه الذباب فصين اسمه ونعته كما قلت فى مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم - لقدذب الذباب فليس يعلو رسول الله محمودا محمد ونقط الحرف يحكيه بشكل لذاك الخط عنه قد تجرد -

অর্থাৎ- তার পরিপূর্ণ এবারত এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নবূয়তের দালায়েলের মধ্যে এটিও আছে যে, মাছি তাঁর জাহেরী দেহ মোবরকের উপর বসত না এবং লেবাছের উপরও নয়। এটা ইবনে ছাবা বলেছেন। মুহাদ্দিছগণ বলেছেন এ-রেওয়ায়েতের রাবী জানা নেই। ذباب (মাছি) এর একবচন ذبابة বলা হয়। তার এই নাম এ-জন্য যে, যখনই তাকে তাড়ানো হয়, পুনরায় ফিরে আসে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে এই মুজিজা এ-জন্যই প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে সকল অপবিত্রতা হতে পবিত্র রেখেছেন। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর ব্যাপারেও এটা বলা হয়, আর এতে হতবাক হওয়ার কিছু নেই।কেননা কখনও এমন হয়, যে জিনিস নবীর মুজিজা তা কারামাত হিসেবে ওলী হতেও প্রকাশ পায়। আর আমি এ-বিষয়ে একটি কবিতাংশ উল্লেখ করছি।

তিনি বুজর্গ মহান এবং মিষ্টিদের নবী। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এতদসত্ত্বেও মাছি তাঁর নিকটও যেত না। কেউই সৃষ্টি জগতে তাঁর মত এত মিষ্টি ছুরত আর কাউকে দেখেনি।

কোন কোন আলেম বলেছেন محمدالرسولالله- এর মধ্যে কোন নোকতা ওয়ালা অক্ষর নেই। কেননা নোকতা ত্রুটি থেকে রক্ষার ব্যাপারে মাছিরই মোশাবাহ্ (তুলনা)। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর তারিফ করতে গিয়ে আমি বলেছি- নিঃসন্দেহে আল্লাহ মাছিকে তাঁর থেকে দূরে রেখেছেন। অতএব মাছি তাঁর দেহে বসেনা। আল্লাহর রাছুল মাহমুদ এবং মুহাম্মদ আর হরফের নোকতা। যেটি বাহ্যিকভাবে মাছির মত। তা থেকেও আল্লাহ তাঁকে

এ-জন্য মাহফুজ রেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ইবনে ছাবা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর খাছায়েছ (বৈশিষ্ট্য) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- পোকা-মাকড় তাঁকে কষ্ট দিত না। আল্লামা সূয়ূতী (রঃ)ও তাঁর খাছায়েছে কুবরা'র মধ্যে ইব্নে ছাবা হতে এ-রকম নকল করেছেন এবং উক্ত বিষয় ছাবেত করেছেন, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আর মোল্লা আলী কারী (রঃ) 'শরহে শামায়েল' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন-

ومن خواصه ان ثوبه لم يقمل অর্থাৎ- তাঁর বৈশিষ্ট এও ছিল যে, তাঁর লেবাছে পোকা-মাকড় বসত না।

তৃতীয়তঃ ইবনে ছাবা এরশাদ করেছেন, যেই জন্তুর উপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সওয়ার হতেন, সারা জীবন সে ওরকমই থাকত এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বরকতে সে জন্তু বৃদ্ধ হত না। আল্লামা সূয়ূতী (রঃ) খাছায়েছ কিতাবে এরশাদ করেন-

قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان كل دابة ركبها بقيت على القدر الذى كانت عليه ولم تهرم ببركته -

অর্থাৎ- ইবনে ছাবা বলছেন, তাঁর বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে এও ছিল যে, তিনি যে জন্তুর উপর সওয়ার হতেন, সেটি সারা জীবন ওরকমই থাকত। তাঁর বরকতের কারনে বৃদ্ধ হত না।

চতুর্থতঃ ইমাম আবু আব্দুর রহমান বকি বিন মুখাল্লাদ কুরতবী (রঃ) যিনি তৃতীয় শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত উম্মুল মুমিনেন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যেভাবে আলোতে দেখতেন, একই ভাবে অন্ধকারেও দেখতে পেতেন।

এই হাদীছখানা ইমাম বায়হাকী ছনদের এত্তেছালের সাথে রেওয়ায়েত করেছেন। আর আল্লামা খাফাজী (রঃ) ইবনে বাশকোয়াল, আকিলী, ইবনে জাওজী এবং ছুহাইলী হতে হাদীছখানার দূর্বল হওয়া নকল করেছেন। আল্লামা জাহাবী তো মিজানুল এতেদাল এ হাদীছখানাকে মাউজু (বানানো) বলে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লামা খাফাজী নিজেই বলছেন, যেটিকে বকি বিন মুখাল্লাদ প্রমুখ নির্ভরযোগ্য

আলেমগণও উল্লেখ করে এরশাদ করেছেন, যখন উক্ত শান আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর বৈশিষ্টের জন্য অসম্ভব কিছুই নয়। অতএব কি কারণে ইনকার করা হবে?

وهذا نصه ملتقطا وحكى بقى بن مخلد ابو عبد الرحمن القرطبى مولده في رمضان سنة احدى ومائتين وتوفي سنة ست وسبعين ومائتين عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يرى فى الظلمة كما يرى فى الضؤ وفى رواية كما يرى فى النور ولاشك انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى الحواس فوقوع مثل هذا منه غير بعيد وقد رواه الثقات كابن مخلد هذا فلا وجه لانكاره -

অর্থাৎ- বকি বিন মুখাল্লাদ এবং আবু আব্দুর রহমান কুরতবী বলেছেন, (কুরতবীর জন্ম ২০১ হিজরী রামাজানে এবং ওফাত ২৭৬ হিঃ সালে) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অন্ধকারে দেখতেন, যেমনটি আলোতে দেখতেন। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে যেমনটি নূরের মধ্যে দেখতেন এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পরিপূর্ণ চরিত্র এবং শক্তিশালী অনুধাবন শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতএব তাঁর উক্ত বৈশিষ্ট অসম্ভব কিছুই নয়, আবার এ-হাদীছখানা নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেছেন, অতএব ইনকার করার কোনই কারণ নেই

পঞ্চমতঃ এগুলোর চেয়েও বড় বিষয় এই যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাতা-পিতা জীবিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীছখানা জায়ীফ (দূর্বল) হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান আজমত এবং শানে রিছালতের দিকে দৃষ্টি রেখে মুহাদ্দিছগণ মাথা নত করেছেন এবং হাদীছখানার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে-"মেনে নিলাম এবং সত্য প্রতিপন্ন করলাম ছাড়া অন্য কিছু বলেননি।"

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- হজ্জাতুল বিদা বা বিদায়ী হজ্বে আমরা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা উকাবা জুহুন অতিক্রম করছিলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামা অত্যন্ত পেরেশান হলেন। আমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি আনন্দিত এবং ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। আমি এর কারণ আরজ করলে তিনি জানালেন, আমি আমার মাঁয়ের কবরে গিয়েছিলাম এবং আল্লাহর নিকট আরজ করেছিলাম, যেন তাঁকে জিন্দাহ করে দেয়া হয়। আমার দোয়া কবুল হয়েছে। তিনি জিন্দাহ হয়ে ঈমান এনেছেন এবং পুনরায় কবরে আরাম করেছেন।

اخرج الخطيب عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بى عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم ثم ذهب وعاد وهو فرح متبسم فسألته فقال ذهبت الى قبرامى فسألت الله ان يحييها فأمن بى وردها الله -

অর্থঃ হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি এরশাদ করছেন যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সহ আমরা হজ্ব করেছি। যখন আমরা উকাবায়ে জুহুন এ উপনীত হলাম, তখন হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পেরেশান হয়ে গেলেন এবং তিনি কাঁদছিলেন। অতঃপর তিনি কোথায়

চলে গেলেন। যখন ফিরে আসলেন, আনন্দিত ছিলেন এবং মৃদু হাসছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এর কারণ আরজ করলে তিনি বললেন, আমি আমার মায়ের কবরের নিকট গিয়েছিলাম।আমি আমার আল্লাহর নিকট মায়ের ব্যাপারে সওয়াল করেছি, আল্লাহ তাঁকে জিন্দাহ করে দিয়েছেন। আমার মা ঈমান এনেছেন এবং পুনরায় ইনতিকাল হয়ে গেল।

ইমাম জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (রঃ) খাছায়েছ কিতাবে জিকির করছেন যে উক্ত হাদীছের ছনদে অস্পষ্টতা আছে। আর ছুহাইলী উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে মা-বাবার জীবিত করা সম্পর্কীয় হাদীছ রেওয়ায়েত করে বলেন রাবী এর সনদে মাজহুলীন (উহ্য রাবী) আছে। হাদীছখানা মুনকার এবং ছহীহ বিরোধী।

ففى مجمع بحار الانوار وح احيى ابوى النبى صلى الله عليه وسلم حتى امنا به قال فى اسناده مجاهيل وانه ح منكر حتى يعارضه ماثبت فى الصحيح -

অর্থঃ- মাজমায়ে বিহারুল আনোয়ার কিতাবে আছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মা-বাবা জীবিত হয়ে তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। বলা হচ্ছে যে, হাদীছের সনদে মাজাহীল বা (উহ্য রাবী) রয়েছে। আর হাদীছখানা মুনকার এবং ছহীর বিরোধী। এতদসত্ত্বেও ঐ মাজমাউল বিহার কিতাবেই লিখা হচ্ছে-

وفى المقاصد الحسنة وما احسن ما قال :

حبا الله النبى مزيد فضل # على فضل وكان به رؤفا
فاحيى امه وكذا اباه # لايمان به فضلا لطيفا
نسلم فالقديم بذا قدير # وان كان الحديث به ضعيفا

অর্থঃ 'মাকাছেদের মধ্যে আছে এবং কি চমৎকার বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক নবীকে ফজিলতের উপর ফজিলত প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাঁর হাবীবের উপর বড়ই

মেহেরবান ছিল। অতএব তাঁর মা বাবাকে তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য স্বীয় মেহেরবানীতে জিন্দাহ করে দিয়েছেন। আমরা মানি যে, আল্লাহ পাক তো এ অবস্থার উপর ক্ষমতা রাখেন, যদিও বা এ সম্পর্কিত হাদীছখানা দূর্বল।

হে প্রিয়! এটিই হচ্ছে শরিয়তের নিয়ম এবং ওলামাগণের তরিকা। তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুহাব্বতে তাঁর খাছ খাছ মুজিজাকে কোন রকমের বির্তক এবং ইনকার ছাড়া আপন আপন কিতাবে উল্লেখ করে এসেছেন এবং এর পক্ষে শক্ত দালায়েল কায়েম করেছেন। যেগুলির ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও তোমরা তা ইনকার করছ এবং প্রমাণিত হকের রদের জন্য বাড়াবাড়ি করছ। নতুবা তোমরা এই হাদীছগুলোর মধ্যে কোন সর্বসম্মত ত্রুটি ও প্রমান করতে পারবে না। আর ইমামগনের শক্তিশালী দালায়েলের ব্যাপারেও কথা বলতে পারবে না। এরপরও এই হঠকারিতার কি চিকিৎসা! মুখতো প্রত্যেকেরই নিজস্ব এখতিয়ারে আছে। চাইলে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বলে দেয়া যেতে পারে।

তোমরা যে ইনকার করছ, তোমাদের নিকট কি আপন দাবীর পক্ষে কোন দলিল আছে? না শুধুমাত্র নিজের মুখেই একটা কিছু বলে দিচ্ছ। যদি অসম্ভব হওয়ার যুক্তিতে হাদীছগুলো অস্বীকার কর। এ সম্পর্কে ওলামাগণের বক্তব্য এবং দালায়েলের উপর যদি তোমাদের বিশ্বাস না আসে। তারপরও ইনকার করার যুক্তি কি? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া থাকার ভিত্তি কি? যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া থাকার ব্যাপারে কোন হাদীছ থেকে থাকে। তাহলে তা দেখাও। যদি ঘরে বসে তোমাদের নিকট এলহাম হয়ে থাকে, তাও বল। শুধু মনগড়া চিন্তার ভিত্তিতে কেয়াছ ঈমানের খেলাফ।

چه نسبت خاك را با عالم پاك

অর্থ- নূরী জগতের সাথে মাটির জগতের কি তুলনা!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বশর, কিন্তু তাঁর মর্যাদা লক্ষ গুন মহান। তিনি ইনছান, কিন্তু রুহু এবং ফেরেশতা হতে হাজার গুন বারিক। তিনি নিজেই এরশাদ করছেন- لست مثلكم আমি তোমাদের মত নই। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুছলিম (রঃ) এটি রেওয়ায়েত করেছেন। আরও রেওয়ায়তে

এসেছে لست كهيئتكم আমি তোমাদের সত্ত্বার উপর নই। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- ايكم مثلى তোমাদের মধ্যে কে আমার মত।

আল্লামা খাফাজি (রঃ) এরশাদ করেন, তাঁর বশর হওয়া নূর হওয়ার পরিপন্থি নয়। তুমি বুঝে থাকলে তিনি তো নূরুল আলা নূর কিন্তু তোমাদের সবার ছায়া আছে। অতএব তাঁরও ছায়া থাকবে, এ-জাতীয় ফাছেদ ধারণা ঈমান এবং আকল থেকে অনেক দূরে। কবি বলেছেন-

محمد بشر لاكالبشر # بل هو ياقوت بين الحجر

অর্থাৎ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বশর কিন্তু অন্য বশরের মত নয়, বরং তিনি পাথরের মাঝে ইয়াকূত পাথর।

স্বপ্নে পাওয়া উত্তর

উক্ত মাছয়ালাটির ব্যাপারে যদিও আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমার অন্তরে প্রশান্তি-ছিল। তৎ সত্ত্বেও অপরিপূর্ণ চিন্তাধারায় সামান্য প্রশ্নের উদ্রেক যে হয়নি তা নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা একান্ত করম দ্বারা ফকিরের অন্তরে তার উত্তর এলকা করে দিলেন। যদ্বারা আমার চিন্তার চোখে নূর এবং অন্তরে পরিপূর্ণ প্রশান্তি এসে গেল।

الحمد لله على ما اولى والصلوة والسلام على هذا المولى ، فاقول وبالله التوفيق :

ছহি হাদীছ দ্বারা এ কথা ছাবেত যে, ছাহাবায়ে কেরাম দরবারে রিছালতে নেহায়ত আদবের সাথে চক্ষু নিচু করে অবনত থাকতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান ব্যক্তিত্ব তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতো যে উপরের দিকে চোখ উঠানো সম্ভব ছিল না।

عن مسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم فى حديث طويل فى قصة الحد يبية ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فو الله ماتنخم رسول نخامة الاوقعت فى كف رجل منهم فدلك بهاوجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضأ كادوايقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه تعظيما له فرجع عروة الى اصحابه فقال اى قوم والله لقد وفدت على الملوك

ووفدت على قيصر وكسرى و النجاشى والله ان مارأيت ملكا قط يعظمه اصحابه مايعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا رسول الله -

অর্থঃ হযরত মেছওয়ার বিন মুখরামা এবং হযরত মারওয়ান বিন হাকাম হুদাইবিয়ার লম্বা ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ওরওয়াহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ছাহাবীগণকে পর্যবেক্ষন করছিল। সে বলছে- খোদার কছম যখনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাক ঝাড়তেন, তা কোন কোন ছাহাবী হাতে ধারণ করে নিত এবং তা নিজের চেহেরা এবং দেহের উপর মাখত। যখন তিনি কোন বিষয়ে আদেশ করতেন, তারা বিলম্ব না করে তামিল করত। যখন তিনি ওজু করতেন, তখন ছাহাবীগনদের মধ্যে তাঁর ব্যবহৃত ওজুর পানি গ্রহণ করার জন্য হুড়াহুড়ি হয়ে যেত। আর তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন ছাহাবীগণ নিজের আওয়াজ নিচু করে নিত। আর তাঁর তাজিমের জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারত না। এগুলি দেখে ওরওয়াহ তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে এসে বলল, আমি কাইছর কিছরা এবং নাজ্জাসীর রাজকীয় দরবারে গিয়ে কিন্তু এমন কোন বাদশা দেখিনি, যার তাজিম তার সঙ্গীরা এমনভাবে করে; যেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর তাজিম তাঁর ছাহাবীরা করে। এজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জিছিম শরীফের বর্ণনায় অধিকাংশ আকাবের ছাহাবী থেকে হাদীছ এভাবে রেওয়ায়েত আছে যে, তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখতে পারত না। বরং নজর উপরের দিকেই উঠাত না। এ প্রসঙ্গে কোন হাদীছ রেওয়ায়তেরও প্রয়োজন নেই। সাধারন বিবেকও এ সাক্ষী দেয় যে, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বাদশাহদের দরবারে আদবও কিভাবে রক্ষা করা হয়। যদি দন্ডায়মান থাকে, তবে দৃষ্টি কদম অতিক্রম করে না। বসলে জানুর আগে কদম বাড়ায় না। সামনে, পশ্চাতে ডানে বামে তাকানো দুরের কথা, বাদশাহ থেকে দৃষ্টি এদিক ওদিক করে না। অথচ ছাহাবায়ে কেরামের আদবের সাথে তাদের এ-আদবের কি তুলনা। ঈমান তো ছাহাবীদের অন্তরে পর্বত থেকেও ভারি ছিল। দরবারে রিছালতে হাজির হলে তারা আছমান জমিনের মালিকের কাছে হাজির মনে করত এবং কেন নয়? কারণ কুরআন তাঁদেরকে বার বার শুনিয়ে দিয়েছে যে, আমার আর আমার মাহবুবের বিষয় অভিন্ন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা

এর আনুগত্যকারী আমার আনুগত্যকারী, তাঁর অবাধ্য হওয়া অর্থ আমার অবাধ্য হওয়া। তাঁর সাথে মুহাব্বত আমারই সাথে মুহাব্বত, আর তাঁর সাথে শত্রুতা আমারই সাথে শত্রুতা। তার তাজিম আমারই তাজিম। তাঁর সাথে বে আদবী আমারই সাথে বেআদবী। অতএব যখন এই অভিন্নতা অর্জিত হল, তখন ছাহাবীদের অন্তর খোদার ভয়ে ভরপুর, গর্দান নিচু আঁখি নিচু, আওয়াজ ছোট এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিথর হয়ে যেত। এমনি সময়ে নজর এদিক সেদিক কিভাবে যাবে যে তার ছায়া আছে কি নাই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে এবং অবশ্যই এ সময় ছাহাবীগণের নজর আরশ আজিমের দিকেও ধাবিত হবে না, বরং এ সময় নাফছ কেবলই সেই নূরানী সত্ত্বার দিকেই মশগুল থাকবে। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কামাল জামালিয়্যতের অবলোকন এমনভাবে করবে, যাতে নিজে তাঁর এস্তে-বা করে এবং অনুপস্থিতদের নিকট একথা পৌঁছে দেয় যে, তিনি শরিয়তের বাহক। আর মিল্লাতের রাবীগণ এবং দরবারে রিছালতে তাঁদের হাজেরীর মহান উদ্দেশ্যও এরকমই ছিল। যখন দৃষ্টি এই মহান চেহারার প্রতি পড়ে, তখন বিবেক সাক্ষী যে, এমতাবস্থায় ধ্যান এদিক সেদিক ধাবিত হয় না। অতএব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়ার দিকে তাদের নজর কোথায়। একথা কি আমরা শুনিনি তাঁরা যখন নামাযে দন্ডায়মান হত, আর তাকবীরের মাধ্যমে উভয় জাহান হতে একাকী হয়ে যেত। তখন কোন জিনিস সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেও তাদের খবর থাকত না। যত শোর গোলই হউক না, কেন তাদের কানে নামায রত অবস্থায় কোন শব্দই পৌঁছত না। বিশিষ্ট তাবেয়ী মুছলিম বিন ইয়াছার নামায পড়া অবস্থায় মসজিদের খুটি ভেঙ্গে পড়ে গেল। লোকেরা একত্রিত হল। ভীষণ শোরগোল সৃষ্টি হল। কিন্তু মুছলিম বিন ইয়াছারের কোনই খবর নেই। ছাহাবাগণের এই অভিন্ন হালত দরবারে রিছালতেও ছিল। মূলতঃ দরবারে নবুয়্যতই বারেগাহে এলাহী।

হে প্রিয়! অতিরিক্ত ঘাটাঘাটি অর্থহীন। তুমি নিজের নাফছের দিকেই দেখ। যদি কোথাও ভয় ভীতির মধ্য দিয়ে তুমি অতিক্রম কর, ওখানে যা কিছু তোমার দৃষ্টিপাত হয়। তাও ভালভাবে তুমি অনুমান করতে পারনা। আর দৃষ্টিপাতের আড়ালের বিষয়গুলো তুমি কিভাবে অনুমান করবে? যদি তুমি কোন বাদশাহ্‌র দরবারে এমন জরুরত পূর্ণ করার জন্য যাও, যা তোমার দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু হতে বেশী জরুরী; কিন্তু বাদশাহর দরবারে গিয়ে তোমার আরজ পেশ করার ক্ষেত্রে দুটো জিনিস তোমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাদশার ভীতি আর অন্যটি হচ্ছে তোমার

নিজস্ব বিষয়টির প্রতি তোমার ক্বালবের অতিমাত্রায় লিপ্ততা । এখন বাদশাহর দরবার হতে ফিরে আসার পর তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- ওখানে দেয়াল কি পাথরের ছিল, তাখতের পার্শ্বে কি ছিল, মাছনাদের রং কি ছিল? তুমি একটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে না। বরং যদি এ প্রশ্নটিও রাখা যায় যে, বাদশাহর ছায়া ছিল কি ছিল না? তাহলে সাধারন কিয়াছে ছায়া আছে বললেও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উত্তর দিতে পারবে না।

ছাহাবায়ে কিরামের অন্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শানের যে মহত্ত্ব জায়গা পেয়েছিল তা আমাদের অপরিপূর্ণ আকল অনুধাবন করতে অক্ষম। এরপর আবার তাদের নজর আর অন্যদিকে কিভাবে যাবে যে, তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল কি ছিল না-তা অবলোকন করবে।

অতএব আমি বলব নিজের নাফছের উপর কেয়াছ করে অহেতুক এই ধারনা না করা চাই যে, সময়ের আবর্তন বিবর্তনে তাঁদের এই হালত হ্রাস হয়েছে, বরং বৃদ্ধিই হচ্ছে। এর দুটো কারণ। একটি হচ্ছে নবীর মহান দরবারের খাউফ, যেটি এই দুই আলমের সুলতান বারগাহে এলাহী হতে প্রাপ্ত হয়েছেন। আর দ্বিতীয় মুহাব্বত ঈমানী যেটি এই মহান দরবারের প্রতি অকৃত্তিম আন্তরিকতা অপরিহার্য্য করে এবং সামান্য উপেক্ষাকেও দূর করে। একথা পরিস্কার যে, এই মহান দরবারে যতই হাজিরী হবে ততই উক্ত দু'বিষয় বৃদ্ধি পাবে। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান মর্যাদা উপলব্ধি হবে এবং তাঁর ইহছানের আলোকচ্ছটা আমাদের জন্য তাজা থাকবে। পবিত্র কুরআনুল করীম আমাদেরকে নানাভাবে এই মহান দরবারের আদবই শিক্ষা দিচ্ছে।

দরবারে রিছালতের আদবঃ

আল্লাহ এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে সম্পর্ক আমাদের একই। যে এ-দরবারের গোলাম, সে আল্লাহর কামেল বান্দাহ। দরবারে রিছালতে উঁচু আওয়াজে কথা বললে আমল বরবাদ হয়ে যায়। তাঁকে নাম ধরে আহ্বান কারী কঠিন শাস্তি পেতে হয়। তাঁকে নিজের প্রাণ এবং দিলের মালিক মনে কর। তাঁর দরবারের আদব রক্ষার্থে মুর্দার মত হয়ে যাও। আমি আল্লাহর জিকির আমার প্রিয় হাবীবের জিকিরের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর হাত আমারই হাত । তাঁর রহমত আমারই মেহেরবানী। তাঁর গজব আমারই গজব। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামা এর জিকির যত অধিক হবে, তাদের অন্তরে আমার হাবীবের আজমত মুহাব্বত ততই বৃদ্ধি পাবে। এরশাদ হচ্ছে- زادتهم ايمانا তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, বস্তুত: প্রিয় নবীর তাজিম এবং মুহাব্বতের নামই ঈমান।

দ্বিতীয় ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

একথা পরিষ্কার কেউ বিনা কারনে কোন বিষয়ের পেছনে অনুসন্ধানে যায় না। যে বিষয় সাধারণ, সে বিষয়ে সকলই এক বরাবর হয়। কেউ কোন নির্দিষ্ট মানুষের ব্যাপারে সে বিষয়টিকে আবার বিশেষভাবে দেখেনা। যেমন প্রত্যেকটি হাতের আঙ্গুল পাঁচটি হওয়া একটি সাধারণ বিষয়। অতএব বিনা কারণে কেউ কোন দিন কারও ব্যাপারে দেখেনা যে, তার আঙ্গুল পাঁচটি না তার চেয়ে কম। হ্যাঁ যদি প্রথম থেকেই শুনে থাকে যে, জায়েদের আঙ্গুল চারটি অথবা ছয়টি। সেক্ষেত্রে হয়ত বিশেষ নজর দেয়া হয়। একই ভাবে মানুষের ছায়া হওয়া একটি সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। যদি কারও ছায়া পড়ত আর কারও না পড়ত, তাহলে এটা দেখার ব্যাপার ছিল যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া আছে কি নেই। তাছাড়া এটা এমন কোন দ্বীনি বিষয় নয় যে, এটার এত্তেবা করার জন্য এ-দিকে লেহাজ রাখতে হবে। হ্যাঁ, এ অবস্থায় অনুধাবনের তরিকা এই যে, কোন ইচ্ছে ছাড়াই বিশেষ দৃষ্টি পড়ে যাবে এবং চিন্তার মাধ্যমে সে অবস্থা স্বীয় জেহনে বাসে যাবে। যেমন আমাদের বন্ধু জায়েদ। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই জানি যে, তার হাতের আঙ্গুল পাঁচটি। যদিও আমরা কখনও এই উদ্দেশ্যে তার হাতের দিকে দেখিনি। কিন্তু আমরা তো হাজার বার তার হাত দেখেছি। কিন্তু তার সে ছুরুত খাজানাতে মাহফুজ আছে। নাফছ সেটিকে নিজের কাছে হাজির করে বাতালে দিতে পারে। কিন্তু আমি প্রথম মুকাদ্দমায় এ-কথা ছাবেত করে এসেছি যে, অনুধাবনের এই তরিকা অনুপস্থিত। কেননা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মহান ব্যক্তিত্ব এবং খাওফে এলাহী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এই বৈশিষ্ট্য অবলোকনের পথে অন্তরায়। আর ছায়া না হওয়া এটা এমন কোন অনুভূত বিষয়ও নয় যে, ইচ্ছা ব্যতিরেকে নজরে পড়ে যাবে আর নাফছ

তা মনে রাখবে। এটি তো এমন বিষয় যতক্ষণ তা খেয়াল করা হবে না, ততক্ষন অস্তিত্বহীনের ইলম অর্জন হবে না। মানুষ যখন দরবারে রিছালতের এ-মহান পবিবেশে ক্বালবী মাশগুলে নিবৃত্ত থাকে, তখন কোন জিনিসের না দেখার কারণে ওটি নাই বলে দলিল পেশ করে না। আর যখন ধারনায় সাধারন বিষয়ই শামিল থাকে, তখন আদতের খেলাফে গিয়ে ও বিষয়ের অস্তিত্বহীনতার দিকে খেয়াল ধাবিত হয় না। বরং তার থেকে যদি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয় এবং সে বিষয়ের প্রতি তার খেয়াল নিয়ে আসা হয়, তখন তার ধারণা এ দিকেই ধাবিত হয় যে, যখন বিষয়টি সবার ক্ষেত্রে সাধারণ, তখন এখানেও তাই হবে। আমার না দেখা নবীর ছায়া না হওয়ার উপর দলিল হবে না। বরং আমার দৃষ্টিতে না আসা এ কারণেই হবে। দরবারে রিছালতে উপস্থিতির সময় আমার দৃষ্টি এদিক যায় নি। আর গেলেও এ-দরবারের যে ভারি পরিবেশ, তন্মধ্যে আমি এত প্রভাবান্বিত ছিলাম যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া ছিল কি ছিল না- আমি কি করে বলব?

এরপর বলব উক্ত অবস্থা তো ঐ সময় ছিল যখন সাহাবায়ে কেরাম হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে মুলাকাত করতেন। আর যখন হুজুরের সাথী হয়ে ছফরে বের হতেন, তখন উক্ত অবস্থাদি ছাড়াও অন্য আর একটি বিষয় ছিল- তা হচ্ছে বেশীরভাগ সময়ই ছাহাবীগণকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সামনে থাকতে নির্দেশ দেয়া হত আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদের পিছে থাকতেন।

ইমাম তিরমিজি (রঃ) শামায়েলের দীর্ঘ হাদীছে হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করছেন يسوق اصحابه অর্থাৎ- হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছাহাবীগণকে আগে চলতে দিতেন।

আর ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে রেওয়ায়ত করছেন-

مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاء عقبه رجلا -

অর্থঃ আমি হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পেছনে দুশমনকেও চলতে দেখিনি।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত আছে-

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون امامه و يكون ظهره للملئكة

অর্থঃ ছাহাবীগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আগে চলতেন আর পবিত্র পশ্চাত রাখতেন ফেরেস্তাগণের জন্য।

দারমী ছহী ইছনাদের সাথে হাদীছে মারফুতে রেওয়ায়েত করছেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন- خلواظهرى للملائكة

আমার পশ্চাত ফেরেস্তাদের জন্য ছেড়ে দাও।

মোট কথা আমার এই সত্যে উপনীত বক্তব্য দ্বারা যাদের মধ্যে গৌরব নেই, তাদের অন্তর উক্ত বিষয়ে স্বাক্ষী দিবে। এখন ভালভাবে পরিস্কার হয়ে গেল যে, বাহ্যিকভাবে হয়তঃ অনেক ছাহাবীর খেয়াল এদিকে যায়নি এবং নবীর ছায়াবিহীন হওয়ার মুজিজা তারা অবগত হয়নি। যদি নমনীয়তা গ্রহণ করে আমরা ছায়া না হওয়া প্রমাণিত হওয়াকে নাও মানি, তাহলে তো বিশ্লেষণের আলোকে এটা তো বলতে পারি- উক্ত বিষয়ে অবগত না হওয়ার অবকাশই শক্তিশালী। সব বাদ দিলে কমপক্ষে সন্দেহ তো এসে গিয়েছে এ-আঙ্গিকে হাদীছে উসতওয়ানায়ে হান্নানাহর মশহুর হওয়াও কিভাবে বাকি আছে। প্রতিপক্ষ হয়তঃ বলতে পারে, মশহুর না হওয়া হয়ত অনবগতির কারণেই।

তৃতীয় ভূমিকা

আমাদের উক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা বলা অপরিহার্য হয় না যে, কেউ এই মুজিজা সম্পর্কে অবগত হয়নি, আর কেউ তা রেওয়ায়েত করেনি। অল্প বয়স্ক বাচ্চাদেরও অনেক সময় এ-জাতীয় যোগ্যতা অর্জন হয়। আর সেও ঐ তরিকায়- যা আমি দ্বিতীয় মুকাদ্দমায় বয়ান করে এসেছি, অনুধাবন করতে পারে। এ-জন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অবয়ব সম্পর্কিত প্রায় হাদীছ হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাঃ) হতে মশহুরের মর্যাদা লাভ করেছে। আকাবেরে ছাহাবী থেকে নয়।

তারজামায়ে ইবনে আবি হালার মধ্যে আল্লামা খাফাজি (রাঃ) ইরশাদ করেন

وكان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا لفاطمة وخال الحسنين

رضى الله تعالى عنهم فكان لصغره يتشبع من النظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ويديم النظر لوجهه لكونه عنده داخل بيته فلذا اشتهر وصف النبى صلى الله عليه وسلم دون غيره من كبارا لصحابة رضى الله عنهمر فانهم لكبرهم كانوا يهابون اطالة النظر اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فاحطا به نظره احاطة الهالة بالبدر والاكمام بالتمرهنينا له مع ان ماقله قطرة من بحر -

অর্থঃ আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পালক পুত্র হলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ভাই এবং হযরত হাছান-হুছাইন (রাঃ) এর মামা। তিনি বাল্যকাল হতে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দিকে চেয়ে চেয়ে তৃপ্ত হতেন। আর তাঁর দিকে সর্বদা দৃষ্টিমগ্ন থাকতেন তাঁর ঘরবাসী হওয়ার সুবাদে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর গুনাবলী তাঁর থেকে প্রসিদ্ধসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বড় বড় সাহাবীগণের মাধ্যমে যা হয়নি। কারন তাঁরা বয়স্ক হওয়ার কারনে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টিপাতকে ভয় করতেন। অতএব তিনি নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে পূর্ণিমার গোলকের ন্যায় আর খেজুরের খোসার ন্যায় তৃপ্তি সহকারে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বর্ণনা করেছেন সমুদ্রের বিন্দুমাত্র। আর প্রত্যেক জ্ঞানীজন জানেন যে, হযরত ছায়্যিদুনা ইবনে আব্বাছ (রাঃ) নবুয়্যতের জামানায় অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং তিনি বয়সের দিক কম বয়স্ক ছাহাবীগণের কাতারেই শামিল ছিলেন। যদিও বা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দোয়া এবং ফয়েজের বরকতে ইলম ও ফিকাহর মধ্যে প্রবীন ছাহাবীগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ছিলেন।

وعلى تفنن عاشقيه بوصفه # يفنى الزمان وفيه مالم يوصف (صلى الله عليه وسلم)

অর্থাৎ- তাঁর গুণ দেখে তাঁর প্রেমিককুলের পরীক্ষার সম্মুখীনকাল শেষ হবে, তবুও তাঁর গুন বর্ণনা শেষ হবে না।

চতুর্থ ভূমিকা

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অসংখ্য ছাহাবী এমন ছিলেন, যাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দীর্ঘ সান্নিধ্য নছিব হয়নি। আর অনেক ছাহাবী এমনও আছেন, যারা বড় বড় মাজমাতেও শরীক হওয়া ছাড়া জিয়ারত পাননি। মদীনার বাইর হতে একের পর এক গোষ্ঠি দরবারে রিছালতে হাজির হত এবং অল্প সময়ে বিদায় হত। এরকম অবস্থায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়ার দিকে নজর করা বা ছায়াহীন হওয়ার দিকে ধ্যান যাওয়ার কি প্রয়োজন? আর কোন জমায়েতে এক জনের ছায়া অরেক জনের ছায়া হতে ভিন্ন ভাবে হয় না। আর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ছায়া আছে কি নাই, তা অবলোকন করা কঠিন ব্যাপার। আর উক্ত সময়গুলোতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রৌদ্র অথবা চাঁদের আলোতে অবস্থান করাটাও কি ওয়াজিব নাকি? মদীনা শরীফে কি ছায়াওয়ালা ঘর নেই, না কি মসজিদে নববী শরীফ ছাদবিহীন ছিল, যেটিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রায়ই তাশরিফ নিতেন।

হাদীছ দ্বারা ছাবেত যে, সফরের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরাম হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জন্য ছায়াদার স্থান ছেড়ে দিতেন, যেখানে ছায়া হত না। সেখানে তাঁরা কাপড় দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করতেন। যেমন ছায়্যিদুনা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের পর মদীনায় আগমনের দিন এবং হজ্জাতুল বিদাতে কাপড় দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে ছায়া দিয়ে ছিলেন। আর নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বেতো মেঘমালা তাঁর ছায়ার জন্য নির্দিষ্টই ছিল। যখন তিনি

হাঁটেন, ছায়াও তাঁর সথে চলত। যখন তিনি দাঁড়াতেন ছায়াও দাঁড়িয়ে যেত। উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর গোলাম মাইছার ফেরেস্তাগণকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মাথা মোবারকের উপর ছায়া দিতে দেখেছেন। শাম দেশের ছফরে তিনি হাজতের জন্য তাশরিফ নিয়েছিলেন। ছাহাবীরা উল্টো মুখ হয়ে ছায়া করে ঘিরে রেখেছিল। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রৌদ্রে বসেছিলেন, ইতিমধ্যে ছায়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দিকে ঝুকে গেল। নাছারা আলেম বহিরা বলছেন, দেখ ছায়া তাঁর দিকে ঝুকছে। এক সফরে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একটি শুকনা বৃক্ষের নিচে বসলেন। মুহূর্তে চারপাশ সবুজ হয়ে উঠল। বৃক্ষটি জীবিত হয়ে শাখা প্রশাখা মেলে ছায়া দেয়ার জন্য নবীর দিকে ঝুঁকে গেলে। এসমস্ত হাদীছ সিয়ার এর কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

এখন যারা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সাথে দীর্ঘ সময় সান্নিধ্য লাভ না করলেও তাঁকে চন্দ্র সূর্য বা প্রদীপের আলোতে এমতাবস্থায় দেখল যে, জামায়েতও ক্ষুদ্র ছিল। আর ছায়ার জায়গার দিকে নজরও করল এবং অনূভবও করল যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দেহ মোবারক ছায়া হতে দূরে। আর এ অবস্থার প্রকাশ যাদের নছীব হয়েছে তাদের সংখ্যা যাদের হয়নি তাদের চেয়ে অনেক কম। আবার এই ক্ষুদ্র গোষ্টিরও বা এটা কেন প্রয়োজন হবে যে, সবাই অথবা অধিকাংশই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া না থাকার এ-মুজিজা রেওয়ায়েত করবে। কেননা আমি এটা মনে করি না যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর মুজিজা সম্বলিত ঘটনার বর্ণনা উপস্থিত সবাইকেই করতে হবে।

যারা খাদেমে হাদীছ, তাদের জন্য এ-কথা দ্বিপ্রহরের সূর্যের মত রৌশন যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর হাজার হাজার মুজিজা যুদ্ধক্ষেত্রেও এবং সাধারন সমাবেশে প্রকাশ পেয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তা অবগত হয়েছে, কিন্তু মাত্র একজন হতেই আমরা রেওয়ায়েত পেয়েছি।

হুদাইবিয়া ঘটনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর আঙ্গুল মোবারক হতে পানি দরিয়ার মত নিঃসৃত হওয়া, ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী চৌদ্দশত বা পনর শত মানুষ তা হতে পান করা, ওজু করা, বাকি সামান্য খাদ্য একত্রিত করে

বরকতের জন্য দোয়া করা, তদ্বারা লসকরের সবাইর খাওয়ার বরতন ভরে যাওয়া এবং সমপরিমাণ বেঁচে যাওয়া এ জাতীয় মুজিজার অন্তর্ভূক্ত আর অবশ্যই চৌদ্দ-পনর শত ছাহাবীর সামনেই উক্ত মুজিজাও প্রকাশ পেয়েছে। সবাই এ সর্ম্পকে অবগতও হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্য হতে চৌদ্দজনও তা রেওয়ায়েত করেনি।

ফকির (আহমদ রজা) ছিয়ার ও ফাজায়েলের বর্তমান সময়ের হাদীছের ঐ সমস্ত কিতাব, যেগুলোর বিষয়বস্তুই হচ্ছে এ জাতীয়। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে কাজী আয়াজ (রঃ)র শেফা, শরহে খাফাজী, মাওয়াহেবে লুদুনীয়্যাহ, শরহে জুরকানী, মাদারিজুন নবুয়্যত, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতীর খাছায়েছে কুবরা ইত্যাদি পড়েছি। কিন্তু উক্ত ঘটনাগুলির ব্যাপারে পাঁচের অধিক রাবীর রেওয়ায়েত পাইনি। একইভাবে অস্তমিত সূর্য উদিত হওয়া, মাগরিবের সময়ে পুনরায় আছরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া, যেটি খায়বর যুদ্ধে মাওলা আলী (রাঃ) এর জন্য হয়েছিল। এগুলো এমন আশ্চর্য ঘটনা, ছায়া না হওয়ার সাথে যেগুলোর মূলতঃ কোন নিছবত নেই। আর এগুলোও এমন একটি যুদ্ধে হয়েছিল, যে খায়বর যুদ্ধে ষোল শত ছাহাবী মওজুদ ছিল। এ সকল ছাহাবীগণ নিশ্চিভাবেই উক্ত ঘটনার সাক্ষী। কেননা সকল মুসলমান বিশেষতঃ ছাহাবীগণ নাযাজের জন্য সূর্যের উদয় এবং অস্তমিত হওয়ার প্রতি নজর রাখে।

তওরীত কিভাবে এই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে رعاة الشمس-- বা সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী যেটি আবু নাঈম হযরত কা'ব আহবার হতে এবং তিনি হযরত মুছা কালিমুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এই উম্মত সূর্যের নেগাহ্বান। কারণ তারা সূর্যের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়া, অস্তমিত হওয়া ইত্যাদির খবর নেয়ায় লিপ্ত থাকে। যখন খায়বরের ঘটনায় সূর্য্য অস্তমিত হচ্ছিল, নিশ্চয়ই ছাহাবীরা তখন নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ সন্ধা দিবসে ফিরে এল- সূর্য্য উল্টো ফিরে আসল, ছাহাবীরা কি এ আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি? বা তাঁরা কি জানত না, এই ঘটনা ঐ মহান সত্তার আদেশে হয়েছে- যিনি কাদেরে মাতলকের সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রতিনিধি এবং যার হাতে সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা এত বড় জামায়াত হতে দুচারজন ছাড়া আর অন্য কেউই রেওয়ায়েত করেছেন- কেউই কি বলতে পারবে?

মোট কথা হাদীছের ব্যাপারে অহেতুক অপবাদের উপর ভিত্তি করে আমরা আকল-নকল ইত্তেবায়ে হাদীছ এবং ওলামাকে তরক করতে পারিনা। আকাবের ওলামাগণ

কি এতটুকুও বুঝত না? না তাঁরা জেনে শুনে আল্লাহর রাছুলের উপর অহেতুক অপবাদ এনেছেন।

لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

বরং যখন হযরত জাকওয়ানই নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া না হওয়া সম্পর্কীত হাদীছের একমাত্র বর্ণনাকারী, তিনি নিজে ছালেহ। অথবা হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) এর গোলাম আবু উমর মাদানী এই হাদীছের বর্ণনাকারী। এ বিষয়ে জুরকানী সন্দেহ করেছেন। কিন্তু এ দুজনের মধ্যে যিনিই বর্ণনাকারী হউক না কেন, এরাঁ তাবেয়ী হওয়াতে নির্ভরযোগ্য। আর তাবেয়ী এবং নির্ভরযোগ্য আলেমগণের দ্বারা উদ্দেশ্য এটিই যে, হাদীছকে মুরছাল ঐ সময়ই উল্লেখ করতে হবে, যখন অসংখ্য ছাহাবী হতে তা শুনে নৈকট্যতা এবং নির্ভরতা অর্জন করেছে। ইব্রাহীম নাখয়ী বলেন- হাদীছের ইছনাদ (সূত্র) উল্লেখ করলে এর সত্য মিথ্যার কোন দায়-দায়িত্ব আর থাকে না। যখন হাদীছকে আমরা ওর দিকে নিছবত করে দেই, যার থেকে তা শুনা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমিরা দায়মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু যদি আমরা ইছনাদ না দিয়ে নিজেই এভাবে বলে দেই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এটি বলেছেন বা করেছেন। তখন দায়িত্ব থেকে মুক্তির কোন সুযোগ নেই। বরং এমতাবস্থায় দায়িত্ব নিজের কাঁধেই থাকে। কিন্তু নির্ভর যোগ্য আলেমগণ এ-জাতীয় জিম্মাদারী হতে দূরে থাকেন। এভাবে সাধারণভাবে এটিই বুঝা যায় যে, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ছায়া না থাকা অসংখ্য ছাহাবীগণ দেখেছেন। আর এ সকল ছাহাবীগণ হতে হযরত জাকওয়ান শুনেছেন, যদিও বা ঐ সকল ছাহাবীগণের বর্ণনা সমূহ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

আলোচ্য মাসয়ালাটিকে এভাবেই বুঝে নিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দিন, আমিন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক, গবেষক ও কলামি

মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন

সাহেব লিখিত ও অনূদিত, প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ

ঃ প্রকাশনায় ঃ

ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী

৪৫৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫

Design : Jilan Graphics